শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

Sulov Press, Calcutta

অকাল-মৃগয়া

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

[ষষ্ঠী অপেরা-পার্টিতে অভিনীত]

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো
১৩৩০

"অকাল-মৃগয়া" প্রণেতার

আর ২ খানি নূতন নাটক

সরমা বীরমাতা

বা তরুণীর যুদ্ধ

ছাপা হইয়াছে।

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co.,
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.

Printed by M. P. SETH at the "BALKRISHNA PRESS"
23, Shanker Ghose Lane, Calcutta.

1924

উৎসর্গ।

কবিবর

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

এই

নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র। চন্দ্র। পবন। বরুণ। যম। শনি। বৃহস্পতি (দেবগুরু)। ভবিতব্য (কর্ম্মফলরূপী)। কর্ম্ম। মাতলী (ইন্দ্রের সারথী)। দশরথ (অযোধ্যাধিপতি)। রাবণ (লঙ্কার অধীশ্বর)। সারণ (ঐ মন্ত্রী)। মেঘনাদ (ঐ পুত্র)। জটায়ু (পক্ষীবর)। কঞ্চুকী (দশরথের অন্তঃপুরের বৃদ্ধ রক্ষক)। অন্ধক (অন্ধমুনি)। সিন্ধু (ঐ বালক পুত্র)। দীনবন্ধু (ঐ সখা ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ)। ধন্বন্তরী (জনৈক নগরবাসী)। প্রচণ্ড (সৈন্যাধ্যক্ষ)। ধুন্ধুমার (রাবণের অনুচর)। দেবদুত। সারথি। আপদ। গুপ্তচর। প্রতিহারী। দেবগণ। বিদ্যাদিগ্‌গজ, দুত, রাক্ষস অনুচর, প্রহরীদ্বয়। সৈন্যগণ। বালকগণ। সভাসদগণ, প্রজাগণ, ভিক্ষুকগণ, বৈতালিকগণ ইত্যাদি

স্ত্রী।

রোহিণী দেবী (নক্ষত্ররাণী)। কৌশল্যা (দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী)। কৈকেয়ী (ঐ মধ্যমা মহিষী)। সুমিত্রা (ঐ কনিষ্ঠা মহিষী)। মন্থরা (কৈকেয়ীর দাসী)। অন্ধকী (সিন্ধুর মাতা)। দুর্জ্জলা (রাবণের অনুচরী)। শাশুড়ী (ধন্বন্তরীর মা)। বৌমা (ধন্বন্তরীর স্ত্রী)। জম্ভকী। পরিচারিকা। খোকার মা। অপ্সরাগণ। স্বর্গবাসিনীগণ।

প্রস্তাবনা।

বৈকুণ্ঠধাম।

উজ্জ্বল আসনে আসীন রাম ও সীতা, দুই পার্শ্বে ভরত, শত্রুঘ্ন চামর ব্যজনে রত; পশ্চাতে ছত্র ধরিয়া লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। গন্ধর্ব্ব-বালকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্তুতিগান করিতেছিলেন।

বালকগণ।—

গান।

সঘনে সকলে বল রে বদনে,
অবিরাম মুখে জয় রাম নাম।
যে নামের সুধা পানে যায় ক্ষুধা
পূর্ণ হয় রে মনস্কাম।
ভূভার হরিতে যে মূরতি ধরি,
অবতীর্ণ হবেন অবনীতে হরি,
সেইরূপ আজি নয়নে নেহারি,
আনন্দ-সলিলে ভাসিলাম।
কর সুধাপান আকণ্ঠ ভরিয়া,
সুধাধারায় যাক্ বৈকুণ্ঠ ভাসিয়া,
বাল্মীকির বীণা উঠিল বাজিয়া,
গায়িল ভারত তারক-ব্রহ্ম নাম।

[সকলের প্রস্থান।

অকাল-মৃগয়া।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত-সভা।

ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আসীন।

অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

কিবা হসিত মধুরা যামিনী।

পিক-কুহরিত, মধুপ-ঝঙ্কৃত,

অলস মধুর রাগিণী।

মন্দ মন্দ গন্ধবহ বাসিত-নন্দন-সুবাসে,

শীতল শীকর-শালিনী মন্দাকিনী-নীর পরশে,

সুধার সরসে ভাসিছে হরষে

ত্রিদিব বাসী—বাসিনী।

যথায় চির-মধুময় এ চির-বসন্তে,

চির-মিলনের বাঁশী বাজয়ে দিগন্তে,

কাঁদে না বিরহ-বিধুরা একান্তে,

হাসি রাশি ঢালে সুর-সুহাসিনী।

বেগে একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। সুরপতি! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্র। কি সংবাদ, সংবাদবহ?

দূত। লঙ্কাপতি রাবণ সম্প্রতি স্বর্গ আক্রমণ কর্‌বার জন্য সৈন্যসহ স্বর্গ মুখে আস্‌ছে।

[সকলে বিচলিতভাবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ]

অপ্সরাগণ। তবে আমরা এখন আসি?

ইন্দ্র। হাঁ, তোমরা বিশ্রাম কর গে।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

তা' হ'লে এখনই বৃহস্পতিদেবকে সংবাদ দেওয়া উচিত, বিশেষ মন্ত্রণার আবশ্যক।

বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহ। আর সংবাদ দেবার প্রয়োজন নাই, আমি নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছি।

[সকলের অভিবাদন]

বৃহ। [আশীর্ব্বাদান্তে] সকলকেই বিচলিত দেখ্‌ছি, লঙ্কাপতি রাবণের নাম শুনে সকলেরই মুখ দেখ্‌ছি পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। এই না, ক্ষণকাল পূর্ব্বে সকলে সমবেতভাবে অপ্সরা-সঙ্গীতে মত্ত হ'য়ে ছিলে? এখনও বোধ হয়, সেই অপ্সরাকুলের কলকণ্ঠধ্বনি সকলের শ্রবণ-বিবরে সুধা ঢেলে দিচ্ছে! ছিঃ ছিঃ, বাসব! বড় দুঃখে—বড় ক্ষোভে আজ এ শ্লেষ বাক্য শোনাতে হচ্ছে। বলি, ত্রিদিবপতি সুরেন্দ্রের বিশ্রামভবন কি দিবানিশি কামিনীকুলের কলকণ্ঠতানে মুখরিত ক'রে তোলাই তাঁর একমাত্র শান্তি-সুখ মনে করা উচিত? সুরপতি সুরেন্দ্রের রত্ন-সিংহাসন

কি দিবারাত্র বিলাসের দুগ্ধফেননিভ শয্যাময় পালঙ্ক মনে ক'রে বিভোর নিদ্রায় নিদ্রিত থাক্‌লে, সকল কর্ত্তব্য তাঁর পালন করা হ'ল মনে কর্‌তে হবে? কেন, বহুবার ত এই বিলাসিতার—এই রাজ কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শনের ফল ত সহস্রচক্ষু সহস্র চক্ষেই দর্শন করেছেন। এই কর্ত্তব্য ত্রুটির ফলে বহুবার ত বহু দানবের করে স্বর্গ সমর্পণ ক'রে সকলকে সূচিভেদ্য অন্ধকারময়ী পাতালপুরীতে গিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সময় অতিপাত কর্‌তে হয়েছে। এই কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য একদিন দুর্ব্বাসার অভিশাপে সুরেন্দ্রকে লক্ষ্মীশূন্য হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র-করে ভ্রমণ কর্‌তে হয়েছে; এতেও যখন চোক্ ফুট্‌ল না—এতেও যখন ঘুম ভাঙ্‌ল না, তখন আর তার জন্য আজ বিচলিত হ'লে কি হবে? রাবণ এসেছে, তাতে কি হয়েছে? এখন গললগ্নীকৃতবাসে স্বর্গ-সিংহাসন—নন্দনকানন—ঐরাবত হস্তী—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, এ সমস্তই রাবণের করে সম্প্রদান ক'রে সেই চিরাভ্যস্ত "য পলায়তে স জীবতি," এই মহাজন বাক্যের সমর্থনে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে ব'সে থাক; কোন চিন্তা, কোন ভাবনাই থাক্‌বে না।

[ইন্দ্র প্রভৃতির সকলের লজ্জিতভাবে অধোবদন]

সহসা ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

হায় কি মজার ধন ওই কামিনী কাঞ্চন।
ওর একটাতেই কারু রক্ষে নাই,
তাতে আবার দুটির সম্মিলন।
ওরা মজায় বিধির সৃষ্টি,
কেবল মজায় ক'রে সুধাবৃষ্টি,
বুঝ্‌তে দেয় না টক্ কি মিষ্টি,
এমনি সংযোজন।

বৃহ। ঠিক—ঠিক।

ভবিতব্য।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

গুদের নেশায় মজে যে জন,
হয় চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ সে জন;
বিলাসের বিছানায় শুয়ে দেখে সুখের স্বপন—
সদা নেশার ঘোরে হ'য়ে বিভোর
ধরা দেখে সরার মতন।

বৃহ। শুন্‌ছ, সুরপতি।

ভবিতব্য।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

কামিনী, কাঞ্চনের আশা,
মেটে না সে ঘোর পিপাসা,
অন্তরে বাসনার বাসা ভাঙে না কখন্।
কেবল ভোগে ভোগে ভুগে মরে,
তবু ভোগে যায় আকিঞ্চন।

[প্রস্থান।

বৃহ। এতদূর অধঃপতিত হয়েছ, তোমরা বাসব! তোমাদের পরিণাম ভাব্‌লে চক্ষু ফেটে জল আসে। যে নিবৃত্তি-মার্গে যাবার জন্য যোগিগণ আজন্ম কঠোর তপস্যায় নিরত থেকে অস্থি-চর্ম্ম সার ক'রে ফেলেন, আর তোমরা সেই নিবৃত্তির দিকে একবারও দৃক্‌পাত না ক'রে, প্রবৃত্তির প্রলোভনময় পন্থার দিকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছ? কামিনীকাঞ্চন তোমাদিগকে এমনই মুগ্ধ ক'রে রেখেছে বটে! যে প্রবৃত্তির দাস, সে কি কখন স্বর্গাধিপত্য রক্ষা কর্‌তে পারে? অসম্ভব—একবারেই অসম্ভব! নতুবা রাবণের ন্যায় ব্রহ্মার বরে বলদৃপ্ত একজন রাজা শিয়রে শত্রুরূপে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে, স্বর্গের ইন্দ্র কি কখন অপ্সরার নৃত্য-গীত নিয়ে সময়ক্ষেপ কর্‌তে পারে? রাবণ যে দিগ্বিজয়ে

বহির্গত হয়েছে, এবং স্বর্গের প্রলোভন যে, তাকে শীঘ্রই হাত ধ'রে স্বর্গ জয়ের জন্য টেনে নিয়ে আসতে পারে,—এ চিন্তা করবার যার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, তার মত ইন্দ্রের স্বর্গ-সিংহাসন কলঙ্কিত না করাই উচিত মনে করি। আমি যে কেন এমন অপাত্রে দীক্ষা প্রদান করেছিলাম, তাই ভাব্‌ছি।

ইন্দ্র। [বৃহস্পতির পদতলে পতিত হইয়া] গুরুদেব! গুরুদেব! আর না—আর না, যথেষ্ট হয়েছে ; পদাশ্রিত পুরন্দরকে রক্ষা করুন—ক্ষমা করুন। উপস্থিত বিপদে কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে দিন্।

বৃহ। [ইন্দ্রের হাত ধরিয়া তুলিয়া] ওঠ, পুরন্দর, আমি যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়েই তোমাকে তিরস্কার করেছি, তা নয়। বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভে আজ এ ভাবে তোমায় তিরস্কার করেছি। তোমার তিলমাত্র কর্ত্তব্য-চ্যুতি এই বৃহস্পতির বক্ষে কিরূপ আঘাত করে, তোমার সুররাজোচিত কর্ত্তব্যে শৈথিল্য দেখ্‌লে এই সুরগুরুর প্রাণে কি কষ্ট উপস্থিত হয়, সে কথা তোমাকে বোঝাতে পার্‌ব না। শিষ্যের অনাচার—গুরুর হৃদয়ে যে কি বিষাক্ত শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়, সে কথা—যাঁরা সংসারে গুরুত্বের গৌরবময় পদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভিন্ন আর কেহ তেমন হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দ্র। শিষ্য বিপথগামী হ'লে তাকে হাত ধ'রে সুপথে নিয়ে যেতে একমাত্র দয়ার আধার গুরু ভিন্ন কে আছে, গুরুদেব? আমি জানি, আমার সহস্র সহস্র অপরাধ—সহস্র ত্রুটি থাক্‌লেও, সুরগুরু বৃহস্পতি সে সব মার্জ্জনা ক'রে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দেবেনই। সেই সাহস, সেই বিশ্বাসেই ইন্দ্র এতদিন স্বর্গ-সিংহাসনে ব'সে নিশ্চিন্তমনে স্বর্গসুখ উপভোগ কর্‌তে পেরেছে। এখন বলুন, গুরুদেব! বলুন, শিক্ষাদাতা সহায়! রক্ষপতি রাবণের সঙ্গে কি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বৃহ। একমাত্র যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য নাই। স্বর্গাধিপত্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হ'লেই এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

ইন্দ্র। বিধাতার বরে যে, ব্রাহ্মণ দেবতার পর্য্যন্ত অবধ্য।

বৃহ। সে কথা জানি, তথাপি যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধার্থে আহূত হ'লে কিংবা সহসা প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হ'লে সে ক্ষেত্রে রাজার যা কর্ত্তব্য, তাই কর্‌তে হবে। জয়-পরাজয় চিন্তা তখন ভুলে যেতে হবে। একমাত্র স্বদেশ রক্ষার জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে হবে। দেশ মাতৃকার চরণে রাজার প্রাণ উৎসর্গ করাই রাজার সার-ধর্ম্ম। যাক্, এখন আর বৃথা সময়ক্ষেপ কর্‌বার অবসর নাই, হয় ত—হয় কেন, ঐ যে কোন রাক্ষস-চর রাবণের বজ্রাদেশ জ্ঞাপন কর্‌তে সুরেন্দ্রের সম্মুখীন হচ্ছে।

একজন রাক্ষস-অনুচরের প্রবেশ।

অনুচর। অবধান, সুরেশ্বর!
লঙ্কেশ্বর-অনুচর আমি,
প্রভু-আজ্ঞা বিজ্ঞাপন তরে
উপস্থিত সম্প্রতি এ সুরেন্দ্র-সকাশে।

ইন্দ্র। তব প্রভু-আজ্ঞা কর বিজ্ঞাপন।

অনুচর। বিজ্ঞাপন অন্য কিছু নয়,
স্বর্গরাজ্য অধিকার বাসনা প্রভুর।
বিনা যুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার হ'লে
রক্তপাত না হবে ত্রিদিবে।
আর যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য হয়,
তা হ'লে শোণিত-স্রোতে ভাসিবে অমরা।

ইন্দ্র। বিনাযুদ্ধে স্বর্গলাভ আশা—
আকাশ-কুসুম-তরু রোপণ কল্পনা।
বলিহারি, এ দুরাশা,
রক্ষপতি রাবণের
উর্ব্বর-মস্তিষ্ক ভিন্ন নাহি শোভা পায়!

অনু। রণক্ষেত্রে হবে তার মীমাংসার স্থল।
লঙ্কাপতি শেখে নাই বাক্য-আড়ম্বর;
কার্য্যক্ষেত্র সনে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
যাঁর নাম শুনি থরহরি কম্পিত ত্রিলোক,
যাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য-গাথা গায় ত্রিভুবন,
সম্প্রতি যাঁহার কোদণ্ড-টঙ্কারে
স্বর্গ-সিংহাসন সহ চঞ্চল বাসব,
এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বাণী—
তাঁর মুখে শোভা নাহি পায়।

ইন্দ্র। শত মার্জ্জনীয়
অবধ্য দূতের মুখে হেন প্রগল্‌ভতা।
যাও দূত, বল গে লঙ্কেশে,
দিগ্বিজয় শেষ আশা
এইবার পূর্ণ হবে বাসবের করে।

অনু। রক্ষপতি লঙ্কেশের অভিধানে
কোন পত্রে, কোন ছত্রে
'দুরাশা' 'কল্পনা' শব্দ না পাবে দেখিতে।
কাপুরুষ নহে লঙ্কাপতি,
অপ্রতিহত বীরত্ব যাঁহার,

তাঁর চিত্তে দুরাশার নাহি কভু স্থান।
যে কৃতান্ত জীবের অন্তক—
সুরেন্দ্রের প্রধান সহায়,
সেই সে কৃতান্ত আজি দন্তে তৃণ ধরি'
লঙ্কেশের পাশে
করিয়াছে চিরতরে বশ্যতা স্বীকার।
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল—ত্রিলোক মাঝারে
যাহার বিজয়-ধ্বজা শত শত রবে
উড়িছে নিয়ত হের বিজয়-গৌরবে ;
বাকীমাত্র দেবেন্দ্র বাসব।
করি' জয় এইবার বৈজয়ন্ত ধাম,
ইন্দ্রজেতা স্বর্গজয়ী হবেন লঙ্কেশ।
প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি র'বে এ তিন সংসারে।

ইন্দ্র। শুনিয়াছি, রাবণের দিগ্বিজয় কথা,
শুনিয়াছি রাবণের শৌর্য্য বীর্য্য গাথা ;—
কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালী একেশ্বর
দশমুণ্ড রাবণের বাঁধিয়া লাঙ্গুলে
ডুবাইল সপ্তবার সপ্তসিন্ধু-নীরে।
সামান্য বানর মাত্র—কপীশ্বর বালী,
তারও কাছে ত্রিলোক-বিজয়ী প্রভু তব
দেখায়েছে বীরত্বের চরম পরীক্ষা।
বহুদিন নহে—কিছুদিন হ'ল—
হৈহয়ের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন
বাঁধি' তারে লৌহের শৃঙ্খলে,

বিশাল পাষাণ খণ্ডে
নিষ্পেষিয়া রাবণের দৃঢ় বক্ষঃস্থল,
রেখেছিল নিয়ে তায় কারাগার মাঝে।
আরও শত শত আছে,—
অযোধ্যার "অনারণ্য" "মান্ধাতা" ভূপতি,
কত না দুর্গতি দিল রাজা লঙ্কেশ্বরে !
এ ত্রিলোকে কেবা নাহি জানে বল.
সে সব কাহিনী।
আভিজাত্যের সে সম্মান থাকিলে কদাচ,
না দেখা'ত প্রভু তব কলঙ্কিত মুখ।
নীচ নিশাচর কুলে জনম যাহার,
ভাগ্যবলে বিধাতার বরে
দৃপ্ত সেই মদান্ধ রাক্ষস।
তাই বলি, উদ্ধত বাচাল !
উচ্চমুখে প্রভু-কীর্ত্তি করিয়া কীর্ত্তন
মূর্খত্বের পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন ?
যাহ চলি প্রভুর সকাশে,
বল গিয়ে অচিরাৎ ভেটিতে সংগ্রামে !

অনু। ভাল, তাই হবে।

[গর্ব্বভরে প্রস্থান।

ইন্দ্র। [পারিষদবর্গ সহ দণ্ডায়মান হইয়া]
স্বর্গবাসী সুরবৃন্দ !
বিষম দুর্দ্ধর্ষ শত্রু সম্মুখে এবার,
দৈবশক্তি দেখাবার মাহেন্দ্র সুযোগ।

সুর-প্রতিষ্ঠিত সুরপুরী যদি
দুরন্ত রাক্ষস করে
তুলে দিতে নাহি সাধ থাকে,
সুর নারীগণে
রাক্ষসের পাশব বাসনা হ'তে
রক্ষিবারে ইচ্ছা যদি থাকে,
এ স্বর্গের সুখ-শান্তি যাহা,
রাক্ষসের পাপ-গ্রাস হ'তে
রক্ষিবারে থাকে যদি প্রবল বাসনা,
তা হ'লে—তা হ'লে শোন, সুরবীরগণ !
ধরি অস্ত্র চল মোর সনে।
বৈরীদলে দলি পদতলে
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গপুরী।
আর শোন, রবি, শশী, নক্ষত্রমণ্ডলী !
এখনি লুকাও গিয়ে অস্তাচল মাঝে,
ভীষণ আঁধার রাশি ঘিরুক্ অমরা ;
সান্দ্র তমোময়ী হ'ক্ বৈজয়ন্তপুরী।
সূচিভেদ্য তমোজালে
আবৃত স্বর্গের দ্বার,
নাহি পাবে সন্ধান তাহার ;
রাক্ষসের স্থূল দৃষ্টি
গাঢ় অন্ধকার রাশি নারিবে ভেদিতে।
দিক্-হারা অরিকুল থাকুক্ অন্তরে,
মরুক্ আঁধারে পড়ি' রুদ্ধ বায়ু-মাঝে।

গুরুদেব! দিন্ অনুমতি,
করুন আশিস্,
স্বর্গের গৌরব যেন পারি রক্ষিবারে।

বৃহ। যাও, বৎস! বীর পুরন্দর!
বীরগণ সহ মিলি রাক্ষসের রণে;
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে হও অগ্রসর,
নারায়ণ তোমাদের করুন কল্যাণ।

ইন্দ্র। গাও তবে বীরগণ! উৎসাহ-সঙ্গীত।

গীতকণ্ঠে সৈন্যগণের প্রবেশ।

সৈন্যগণ।—

গান।

রাখিতে স্বর্গ, হে সুরবর্গ,
হও হও রণে আগুয়ান্।
অরিকুল গর্ব্ব, করিতে খর্ব্ব,
ধর ধর সবে শাণিত কৃপাণ।
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, বিজয়-গৌরবে
অরাতি শোণিতে করিব স্নান।
ভীষণ আহবে রাখিতে বাসবে
করিব আমরা জীবন দান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ—তোরণদ্বার।

রক্ষঃসৈন্যগণ ও মেঘনাদ সহ রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। শুনিলে ত সৈন্যগণ!
দূত মুখে বাসবের গর্ব্ব অহঙ্কার?
রক্ষবংশজাত মোরা,
তাই ইন্দ্র করে বিদ্রূপ বর্ষণ।
কিবা দম্ভ-দাম্ভোলীর শুনিলে সকলে?
এ বিদ্রূপের প্রতিশোধ নিতে
বীরগর্ব্বে কর সবে স্বর্গ আক্রমণ,
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেল নন্দন-কানন;
প্রমত্ত-মাতঙ্গ-পদ-বিদলিত-প্রায়
দলিত—মথিত কর ত্রিদিব-নগরী।
সুর-রক্তস্রোত প্রবাহিত কর আজ
সুর-শৈবলিনী।
শচী সহ সুরেন্দ্রকে বাঁধি' নাগপাশে
চল নিয়ে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে।
অন্য সুর নারীগণে
শৃঙ্খলিত করি সবে লও লঙ্কাপুরে।
কার্য্য অনুসারে সবে পাবে উপহার,
সুখে সুরনারী সনে করিবে বিহার।

তাই বলি বীরগণ!
আজি যুদ্ধে হবে সত্য বীরত্ব পরীক্ষা।
রাবণের যত গর্ব্ব, যত অহঙ্কার,
আজি যদি পারি মোরা বাসবে জিনিতে,
তবে সে সার্থক ব'লে করিব ধারণা।
কর উচ্চরবে সবে ভীম জয়নাদ,
কাঁপুক্ বাসব সহ স্বর্গ-সিংহাসন।

সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশাননের জয়!
জয় লঙ্কাপতি দশাননের জয়!
জয় লঙ্কাপতি দশাননের জয়!

রাবণ। [সবিস্ময়ে] একি!
আঁধারিল ত্রিদিব-নগরী!
সূচিভেদ্য ঘোর তমোজালে
সহসা আবৃত কেন হইল অমরা?
রবি, শশী, নক্ষত্রমণ্ডলী—
ব্যোমদেশ করিয়াছে ত্যাগ।
হাঁ, বুঝিলাম দৈবমায়া!
ভাল, দেখা যাক্, মায়াবী বাসব!
কত মায়া জান তুমি—হইবে পরীক্ষা।
ভয় নাই, সৈন্যগণ!
শরানল জ্বালি'
এখনি এ অন্ধকার করিব বিনাশ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-পথ।

বৌমার হাত ধরিয়া অন্ধ বৃদ্ধা শাশুড়ীর প্রবেশ।

শাশুড়ী। [বার্দ্ধক্যোচিত ফোগ্‌লা স্বরে] বলি, ও বৌ মা। তোর আজ হ'ল কি বল্ ত? যাচ্ছিস্-য়াচ্ছিস্ আর থম্‌কে দাঁড়াচ্ছিস্, কাণ্ডখানা কি? বেহ্মো-মুহূর্ত্ত স'রে গেল যে! কখন্ তবে গঙ্গাচান কর্‌ব?

বৌ। অন্ধকারে যে পথ চিনে যেতে পার্‌ছি না, মা! পায়ে পায়ে হোঁচট্ খাচ্ছি যে!

শাশুড়ী। ও মা, এ আবার বলে কি? স্বগ্যো আবার অন্ধকার এল কোত্থেকে? এই তিন লক্ষ বচ্ছর বয়েস হ'ল—স্বগ্যে যে অন্ধকার আছে, তা ত কখন দেখিও নি—শুনিও নি। অন্ধ বুড়ো শাশুড়ী পেয়ে তার কাছে কি এমন মিছে কথা বল্‌তে হয়? মিছে কথা বলিস্ নি, মা, মিছে কথা বলিস্ নি; এখন একটু চ'লে চল্, আর পথে কোথাও দাঁড়াস্ নি যেন।

বৌ। মিছে কথা নয় মা, সত্যি কথা। বাড়ী থেকে যখন বেরুই, তখন দিব্য চাঁদের আলো, পূব দিকেও কেবল লাল হ'য়ে উঠেছে, প্রভাতী নহবতে তখন কেবল সুর বেজে উঠেছে। এরই মধ্যে পথে আস্‌তে আস্‌তে একেবারে ঘুর্‌ঘুট্টি অন্ধকার, কোলের মানুষ চোখে দেখা যায় না। ভয়ে আমার গা কেঁপে উঠেছে।

শাশুড়ী। আ—আবেগের বেটি! তবু মিথ্যে কথা ছাড়্‌বি নে? এই সকাল বেলায় কোথায় ঠাকুর দেবতার নাম কর্‌বি, না মিছে কথার

খ'লে খুলে দিলি। তোর এই সব মিছে কথায়-ই ত আমার সোণার-সংসার উড়ে-পুড়ে গেল। ধন্বন্তরি আমার এত রোজ্‌গার করে, তবুও আঁটতে পারে না। কেবল তোর মতন মিথ্যাবাদী অলক্ষুণে বৌ ঘরে এসেই সংসারে শনি লাগিয়ে দিয়েছিস্‌?

বৌ। [স্বগত] কি মুস্কিল! এ বুড়ীকে যে বোঝান দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। এখন বাড়ীই বা ফিরে যাই কেমন ক'রে? কিছুই যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। তবে কি এই অন্ধ বুড়ীর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অন্ধ হ'য়ে গেলুম না কি?

শাশুড়ী। মর্‌ আঁটকুড়ির মেয়ে! দাঁড়িয়েই রৈলি?

বৌ। কি কর্‌ব, আর যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, চার্‌দিক্‌ থেকে ঘোর আঁধারে ঘিরে ফেলেছে।

শাশুড়ী। তোর মাথা কর্‌ছে! ওলো, স্বগ্যেও এমন মিছে কথা? ও সহ্যি পাবে না, লো! সহ্যি পাবে না। তুই এখন ছেলের মা—পোয়াতি, মিছেকথা বল্‌তে তোর একটু ভয়-ডর্‌ও হচ্ছে না? আঃ, বজ্জাত মাগী! মিছেকথা বল্‌বার আর জায়গা পেলি না? আমি তোর প্রাচীন শাশুড়ী, আমার সঙ্গে এই ব্যাভার! চল্‌ আগে ঘরে, তারপর ধন্বন্তরীকে দিয়ে তোর কি নাকাল্‌টা করি দেখিস্‌ তখন। দুগ্‌গা দুগ্‌গা বল; গঙ্গা গঙ্গা বল; তারকব্রহ্ম রাম নাম বল! কি পাপ! কি পাপ! কালে কালে সব হ'ল কি! আমরা যখন বৌ ছিলেম, তখন শাশুড়ীর পা-পূজো না ক'রে জলপর্শও করি নি; আর আজকালকার বৌগুলো শাশুড়ীগুলিকে দাসীর মতন মনে করে। মা গো মা! হ'ল কি—হ'ল কি! স্বগ্য থেকে কি ধম্ম সব চ'লে গেল!

হাতড়াইতে হাতড়াইতে ধন্বন্তরি ঠাকুরের প্রবেশ।

ধন্বন্তরি। [প্রবেশ পথ হইতে স্বগত] তাই ত,—ব্যাপার কি!

সহসা আজ প্রলয়কাল উপস্থিত হ'ল না কি ? নৈলে এমন ভীষণ অন্ধকার ত কস্মিন্‌কালেও দেখি নি। মা আর বৌ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নানে যেমন বেরিয়েছে, তার পরেই এইরূপ অন্ধকার ; তাই তাদের খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। কিন্তু কোন দিকেই ত কোন পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, দেখ্‌ছি, কেবল আদি-অন্তহীন অসীম বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপীকৃত ভীষণ তমঃপুঞ্জ! চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র এ সব কোথায় অন্তর্হিত হ'ল! এখন মা আর বৌকে কোথায় পাই, তাই ভাব্‌ছি।

[কিঞ্চিৎ আসিয়াই সহসা বৃদ্ধার ঘাড়ে পড়িলেন, বৃদ্ধাও পুত্রবধূর উপর পড়িলেন]

শাশুড়ী। উ হু হু রে—মলেম রে—গেলেম রে! [যন্ত্রণা প্রকাশ]

বৌ। গায়ের ওপর পাহাড় ভেঙে পড়্‌ল না কি ? আমি একবারে তলায় চাপা পড়েছি গো !

ধন্বন্তরি। এই যে মা আর বৌ! অন্ধকারে পথ না দেখ্‌তে পেয়ে শেষে এদেরই ঘাড়ের ওপর প'ড়ে গেছি। [উঠিয়া প্রকাশ্যে] মা! মা! আমি—ভয় নাই--ভয় নাই, ওঠ। [হস্ত ধরিয়া উঠাইতেছিলেন]

শাশুড়ী। আর উঠ্‌ব! বুড়ো হাড় ক'খানা গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দিয়েছিস্ যে! [ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া] এমন পোড়া কপাল আমার! তা না হ'লে আজ পেটের ছেলে আর তার বৌ—দুজনে মিলে আমাকে মেরে ফেল্‌তে সাইদ্ করে কেন ? বুড়োকালে রক্তের জোর না থাক্‌লে শেষে পেটের ছেলেও কাল হ'য়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। মরণ নাই, পোড়া বিধি অমন ক'রে গড়েছে। [রোদন]

ধন্বন্তরি। মা, মা, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর। অন্ধকারে দেখ্‌তে পাই নি, তাই পদস্খলিত হ'য়ে তোমার ওপর পতিত হয়েছি। দাও মা, পদধূলি দাও। [পদধূলি গ্রহণ]

শাশুড়ী। ঐ দুজনেরই এক বুলি—অন্ধকার—অন্ধকার। দুজনেই তোরা আজ ঐ একবুলি শিখে বুড়ো মাকে খুন কর্‌তে বেরিয়েছিস্ বুঝি!

বৌ। অন্ধকারের কথা ওঁকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পার্‌ছি নে।

ধন্বন্তরি। মা! সত্যই অন্ধকার, অন্ধকারে স্বর্গপুরী ছেয়ে ফেলেছে, কারণ কি জানি না। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে। আমি তোমার কাছে কখন ত মিথ্যা বলি না, মা, তা ত তুমি জানই।

শাশুড়ী। জান্‌তেম ত বাবা! কিন্তু দেশকালের যেরূপ অবস্থা, তাতে আর অসম্ভব কিছুই নেই, বাছা! স্বর্গেও আঁধার দেখা দিয়েছে, এ কথা যদি মেনে নিতে হয়, তা হ'লে আর অসম্ভব কি আছে, বাবা?

ধন্বন্তরি। বোধ হয়, একটা মহা প্রলয় উপস্থিত হবে! এ কি! এই যে সহসা অন্ধকার কোথায় চ'লে গেল! চারিদিকেই আলো! কিন্তু এ আলো ত সেই চন্দ্র-সূর্য্যের আলো নয়—এ যে আগুনের শিখা, লক্-লক্ ক'রে চারিদিকে ঘিরে ফেল্‌লে, তা হ'লে নিশ্চয়ই স্বর্গপুরে আগুন লেগেছে।

শাশুড়ী। ওরে, বলিস্ কি রে, ধন্বন্তরি! স্বর্গে আগুন লেগেছে কি রে? তা হ'লে যে আমাদের বিত্তি বেসাদ্ সবই পুড়ে যাবে রে! চল্—চল্ ছুটে চল্, যদি কুঁড়েখানাও কোন রকমে রক্ষে কর্‌তে পারিস্? বৌমা! বৌমা! শীগ্‌গির চল—শীগ্‌গির চল্; ওরে, আগুন লেগেছে রে, আগুন লেগেছে।

বৌ। ওগো, ঘরে আমার খোকা শুয়ে আছে যে! [রোদন] হায়—হায়, কি সর্ব্বনাশই না হ'য়ে গেল! আমি ছুটে যাই। [বেগে প্রস্থান।

ধন্বন্তরি। এস মা, এস মা, আমার হাত ধ'রে তাড়াতাড়ি চ'লে এস। [বৃদ্ধাকে লইয়া যাইতেছিলেন]

শাশুড়ী। মা বৌমা! রক্ষে কর, মা বৌমা! রক্ষে কর।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

[ইন্দ্রসহ যুদ্ধ করিতে করিতে রাবণের প্রবেশ ও প্রস্থান]

তৎক্ষণাৎ শনির প্রবেশ।

শনি। গতিক ত ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না,—স্বর্গ বুঝি রাক্ষসের হাতে গিয়েই পড়ে! সুরপতির যিনি প্রধান সহায়—প্রধান বল, সেই শমন দাদাই যখন দশহাত মেপে নাকে খৎ দিয়ে দশাননের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন, তখন "অন্য পরে কা কথা।" একে তো মানুষখেকো রাক্ষস, তারপর আবার ব্রহ্মার বরে একবারে আদুরে গোপাল। জলে ডুব্‌বে না—আগুনে পুড়্‌বে না—সাপে ছব্‌লাবে না—বাঘে খাবে না। তারপর যুদ্ধে মৃত্যু! তা দেবতার হাতে নয়, দানবের হাতে নয়, যক্ষের হাতে নয়, রাক্ষসের হাতে নয়, এ এক রকম অমর বল্‌লেই হয়। এখন এই অমরাটা নিতে পার্‌লেই অমরাপতি হ'য়ে বস্‌তে পারে। দেবতার দল আবার সেই পাতালমুখো লম্বা দিগ্‌ আর কি। আমি শনি, আমার দৃষ্টিতে বাবা, স্বয়ং শিবের পুত্র গণেশের মুণ্ড পর্য্যন্ত খ'সে গেল, কিন্তু দশমুখো বেটার কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না। এ লজ্জা কি আর রাখ্‌বার স্থান আছে? তবে আমার দৃষ্টির যা ফল, তা সকলকে দেখিয়ে ছেড়েছি। এক-একবার রাবণের দিকে তাকিয়েছি, আর এক-এক মুণ্ডু রাবণের ঘাড় থেকে খ'সে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু স্থায়ী কর্‌তে পারা গেল না; তখনই আবার খসা মুণ্ডু গিয়ে বেমালুম যোড়া লেগে গেছে। তবে আমার আর অপরাধ কি বল? এ সব অপরাধ তাদের, যারা দুটো স্তব-স্তুতি শুনে বর দিয়ে

বেড়ায়। স্বর্গটা কেবল ঐ কয়টা খোসামুদে দেবতার জন্যই বার-বার এইরূপ দুর্গতি ভোগ ক'রে আস্‌ছে। একজন হলেন, আমাদের আশুতোষ ভোলানাথ, তাঁর যে কিসে সন্তোষ নাই, তা বুঝ্‌তেই পারা গেল না। বিষ্ঠাতেও সন্তোষ, চন্দনেও সন্তোষ, যদি কেউ ব্যোম ভোলা ব'লে দুটো বেলের পাতা পায়ে ছুড়ে মার্‌লে, অম্‌নি সদাশিব ঠাকুর পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে "বরং বৃণু" ব'লে বর দিতে উপস্থিত হলেন; আর ব'লে দিলেন, তোকে ত্রিভুবনে কেউ জয় করতে পার্‌বে না। আর তাকে পায় কে? ভক্তধন অম্‌নি অঙ্গুষ্ঠ হেলন ক'রে একেবারে স্বর্গ-সিংহাসনে চেপে বস্‌লেন। ইন্দ্রের তখন ফ্যা-ফ্যা করতে কর্‌তে স্বদলবলে স্বর্গ ছেড়ে পলায়ন। এই ত হ'ল, আমাদের খোসামুদে কর্ত্তাদের গতিক, একটুও রাজনৈতিক বুদ্ধি যদি থাকে?

নেপথ্যে। জয় সুরপতি বাসবের জয়!

শনি। ওকি! উল্টো সুর বেজে উঠ্‌ল যে! চিরকেলে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল যে! প্রভু এসে যুদ্ধ বাধিয়েছেন, তাতে সুরপতির জয়, এ কথা ত কখন শোনা যায় নি; দেখ্‌তে হ'ল ব্যাপারটা কি? বিধাতার কলম কি ওলটাবে? বোধ হয় না; দেখি, এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাবণকে লইয়া ইন্দ্রসহ প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

ইন্দ্র। লঙ্কেশ্বর! আর স্বর্গ-বিজয়ের আশা পোষণ কর কি? যদি স্বীকার কর যে, আর স্বর্গের দিকে তোমার আমিষ-লোলুপ মার্জ্জার-দৃষ্টিতে তাকাবে না, তা হ'লে তোমাকে এখনই শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারি; নতুবা কারাগারের অন্ধকারেই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হবে। এখন তোমার এই দুই পথ আছে, বেছে নাও—যেটা তোমার ইচ্ছা হয়।

রাবণ। ত্রিলোকবিজয়ী দশানন কখন শত্রুর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার আশা করে না। সে তার চির-উন্নত মস্তক কখন সুরপতি বাসবের নিকট নোয়াতে পারবে না, এ কথা সুরেন্দ্রের বিশেষভাবেই যেন জানা থাকে।

ইন্দ্র। দেখ, দশানন! বৃথা গর্ব্ব, বৃথা অহঙ্কার মদান্ধ রাক্ষসকুলের অলঙ্কার, সে কথা আমি জানি। তথাপি সাম্যবাদী দেবগণ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রুকেও হিতোপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হ'ন্ না। সংসারে চিরশান্তি সংস্থাপন করাকেই দেবগণ নিজ কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন। শত্রুকেও তারা কখন হিংসার চ'ক্ষে দর্শন করে না। এই সমদর্শিতা আছে ব'লেই আজও দেবতা ত্রিলোকের আরাধ্য, উপাস্য এবং পরমপূজ্য।

রাবণ। সে কথা লঙ্কাপতি দশানন কখন স্বীকার করবে না। সে তার বাহুবলের গর্ব্ব চিরদিনই মেনে চলবে। যদি আজ বাসব, তোমাকে

পরাজয় ক'রে স্বর্গ-সিংহাসন লাভ করতে পারতেম, তা হ'লে আজ কে দেবতা, কে রাক্ষস, কে উপাস্য, কে উপাসক সে কথার প্রমাণও দেখিয়ে দিতেম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাসব, আজ এই রাক্ষসের হাতে অব্যাহতি পেয়ে গেল। নতুবা সহস্রচক্ষু, তোমার ঐ সহস্র চক্ষু হ'তে সহস্র জলধারা অজস্রধারে বর্ষিত হ'য়ে এই স্বর্গভূমিকে প্লাবিত ক'রে ফেলত।

ইন্দ্র। ওরূপ অসার তর্জ্জন—বৃথা আস্ফালন করতে সুরপতি বাসব কখন শিক্ষালাভ করে নাই, তাই তোমার বাক্যের উত্তরদানে নিরস্তই থাকলেম। সামান্য বন্দীর মুখে এই সব প্রলাপ-উক্তি কেবল হাস্যের অবতারণা ক'রে দেয় মাত্র।

রাবণ। যাক্, এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে চল, কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

ইন্দ্র। প্রহরী! এখনই লঙ্কেশ্বরের বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও, ইন্দ্রের স্বর্গে বন্দীর জন্য কারাগারের ব্যবস্থা নাই।

রাবণ। এরূপ উক্তিকে দশানন অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। লঙ্কাপতি রাবণ কখন কারও কৃপার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে শেখে নাই। সুতরাং আমি এরূপ মুক্তি কখনই স্বীকার করব না।

ইন্দ্র। তবে তুমি কি করতে চাও?

রাবণ। বন্দিভাবেই থাকতে চাই।

ইন্দ্র। পূর্ব্বেই ত বলেছি যে, বন্দীর জন্য কোন কারাগার আমার স্বর্গরাজ্যে নাই।

রাবণ। কারাগার না থাকে, বন্দীকে হত্যা ক'রে ফেলতে পার।

ইন্দ্র। [স্বগত] হাঁ, বীর বটে তুমি রাবণ!

সহসা দেবদূতের প্রবেশ।

দূত। সুরপতি! সুরপতি! আবার যুদ্ধ বেঁধেছে।

ইন্দ্র। কার সঙ্গে? সেনাপতি কে?

দূত। দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কেবল আকাশ থেকে বাণবৃষ্টি হচ্ছে; দেবগণ হতবুদ্ধি হ'য়ে পলায়ন কর্‌ছেন।

ইন্দ্র। আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি। প্রহরিগণ! তোমরা লঙ্কাপতিকে নিয়ে স্থানান্তরে যাও। যদি বন্দী মুক্তি প্রার্থনা করেন, তখনই মুক্ত ক'রে দেবে। আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

রাবণ। [স্বগত] বুঝিলাম, পুত্র মেঘনাদ
মেঘের আড়ালে থাকি করিছে সংগ্রাম।

[রাবণকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

বেগে শনির প্রবেশ।

শনি। বাপ্‌ রে বাপ্‌! কি কাণ্ড! এ কি ব্যাপার! মেঘে থেকে যে বাণবৃষ্টি হচ্ছে। এতদিন জানা ছিল, মেঘে জল আর বজ্রই থাকে, এখন দেখ্‌ছি, তা নয়; বাণে-বাণে মেঘের উদর ভর্‌তি। সুরপতি বোধ হয়, রাক্ষস বধের জন্য এই গুপ্ত-কৌশল উদ্ভাবন! কিন্তু সে বাণবৃষ্টি ত রাক্ষসদের মাথায় হচ্ছে না, হচ্ছে যত দেবতার মাথার ওপর। নিজেদের শরে নিজেরাই জর-জর। এ এক কেমনভাবে বাসবের নূতন আবিষ্কার বাবা, "যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙে দাঁতের গোড়া"! মজা মন্দ নয়। ঐ যে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে ঝক্‌ঝকে শরগুলো শ্রাবণের বর্ষণের মত বর্ষণ হচ্ছে। আমি দূর থেকে দেখেই লম্ফ দিয়ে একেবারে ছাদের তলায় এসে দাঁড়িয়েছি, এখন ছাদ ফুঁড়ে বাণগুলো মাথায় না পড়্‌লে বাঁচি। ঐ যে সুরপতি এইদিকে দৌড়ে আস্‌ছেন, আমিও অন্যদিকে প'য়ে আকার দিই।

[প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে উপরের দিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তভাবে সবেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। হায়! হায়! একি দায় বুঝিতে না পারি,
কোথা হ'তে শূন্যপথে শরবৃষ্টি হয়?
লক্ষ্য নাহি হয় তাহা সহস্রলোচনে।
মায়াবী রাক্ষস করে মায়ার বিস্তার,
নিস্তার নাহিক আজ রাক্ষসের হাতে।
একে একে সুরসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে,
কেবা কোথা করে পলায়ন!
একেশ্বর ধনুঃশর হাতে
ফিরি আমি লক্ষ্যের সন্ধানে।
তীক্ষ্ণশরে জর-জর শরীর আমার।
অলস অবশ তনু—
ধনুঃশর কর আর না পারে ধরিতে।
কি করি উপায়?
কিরূপে বিপক্ষ পক্ষ করি পরাভব?
অগণন শরজালে বেষ্টিত অমরা,
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে স্বর্গবাসিগণ।
ওই জ্বলে কালানল শরজাল মুখে,
ওই ডাকে বজ্রসম অরাতির শর,
ওই কাঁপে স্বর্গলোক কোদণ্ড-টঙ্কারে।
গেল—গেল—সব গেল রাক্ষসের করে,
যাই—যাই, প্রাণ দিব বিপক্ষের শরে।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তরীক্ষ।

মেঘনাদ ও সারথীর প্রবেশ।

মেঘ। কই? কোথা গেল সুরসৈন্যগণ?
কোথা গেল সুরেন্দ্র বাসব?
রণক্ষেত্র শূন্য হের, কেহ নাহি আব
মৃত্যুভীতি অমরের বড় চমৎকার।

সারথী। যুবরাজ!
তব তীক্ষ্ণ শরজালে ছাইল অম্বরা,
কার সাধ্য তব রণে তিষ্ঠিবে ক্ষণেক?
যে বীরত্ব দেখাইলে আজি,
ধন্যবাদ দেবে ত্রিভুবনে।

মেঘ। [শুষ্ক হাস্যসহ]
ভুল বুঝিয়াছ তুমি, সারথী প্রবীণ!
ধন্যবাদ দেবে না ত্রিলোকে,
নিন্দাবাদে পুরিবে সংসার।
বীরত্ব কাহারে বলে জান না কি তুমি?
রণক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ,
সম্মুখ সমরে যারা দৃঢ় বক্ষঃপাতি
যুদ্ধরীতি অনুসারে,
করি' সবে অস্ত্রের চালনা

যুদ্ধ করে নির্ভীক হৃদয়ে,
তারাই প্রকৃত বীর,
বীরত্ব-গরিমা তারা দেখায় সংসারে।
আর আমি ?
ছিঃ, ছিঃ! লজ্জা হয় বীরের সমাজে
ঘৃণ্যমুখ দেখাইতে মোর।
ত্রিলোক-বিজয়ী মোর পিতা লঙ্কেশ্বর,
তাঁর কুলাঙ্গার পুত্র আমি মেঘনাদ,
শত্রুভয়ে মেঘের আড়ালে থাকি'
গুপ্তভাবে ইন্দ্রসনে করেছি সংগ্রাম।
যদি আজি ইন্দ্রসনে প্রকাশ্য সমরে
করিতাম অস্ত্র-বিনিময়,
তা হ'লে হইত বটে বীরত্ব প্রকাশ,
তা হ'লে রটিত বটে ত্রিলোকে সুযশ।
কিন্তু হায়! যেই তস্করতা
আজি করিয়ে আশ্রয়,
করিতেছি শর-বরিষণ,
এ কলঙ্ক-কালিমা মুখে চিরদিন রবে।

সারথী। যুবরাজ! বৃথা এ আক্ষেপ তব,
ছলে, বলে অথবা কৌশলে
শত্রুজয় করে সর্ব্বজন।

মেঘ। নহে সর্ব্বজন,
মম সম কাপুরুষ যারা,
তারা মাত্র সে পথের হয় প্রদর্শক।

যা-ই হ'ক্,
পিতার উদ্ধার মাত্র কামনা আমার।
যত নিন্দা হ'ক্,
যত কাপুরুষ বলে বলুক্ জগৎ,
যত টিট্‌কারী দেয় দিক্ বীরগণ,
ক্ষোভ নাই, লজ্জা নাই, নির্লজ্জ আমার।
[উত্তেজিত হইয়া]
ওই—ওই ইন্দ্র পুনঃ পশে রণস্থলে ;
এইবার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে পাড়িব বাসবে।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত-ধাম।

প্রহরিবেষ্টিত বন্দী রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। [স্বগত] যুদ্ধ কোলাহল নাহি শুনি আর,
কি জানি কি সমর-সংবাদ!
বন্দী পিতায় করিতে মোচন,
মেঘ-অন্তরালে পুত্র করে আজি রণ।
কেবল আমার এই বন্ধন কারণ—
বীরপুত্র মেঘনাদ
রাজনীতি করিয়া লঙ্ঘন,

রণ করে কাপুরুষ সম ;
না জানি কি দুঃখে যুঝিছে কুমার !
যা'ই হ'ক্,
যুদ্ধ ফলাফল চিন্তা জাগিছে মানসে ।
কেমনে জানিব এবে যুদ্ধের বারতা ?

বন্দী ইন্দ্রকে লইয়া সারথীসহ মেঘনাদের প্রবেশ ।

মেঘ । এই নিন্, পিতা ! বন্দী পুরন্দরে ।
মুক্ত হ'ন্ নিশ্চিন্ত অন্তরে ।
[রাবণের বন্ধন মোচন করণ]

রাবণ । বীরপুত্র ! পিতৃমুখ করিলি উজ্জ্বল,
রাখিলি কুলের মান, কুলের গৌরব ।

মেঘ । [অধোবদনে]
নহি পিতা, কিছুমাত্র প্রশংসার পাত্র ।
উন্নত কর্ব্বুরকুলে হীনচেতা আমি
কলঙ্ক-কালিমা রাশি করেছি লেপন ।
সম্মুখ সমরে নয়—তস্করের প্রায়
কাপুরুষ পুত্র তব
মেঘ-অন্তরালে থাকি'
নাগপাশে বাঁধিয়াছে দেবেন্দ্র বাসবে ।

রাবণ । দেবেন্দ্র বাসব ! মুক্ত তুমি ।
[ইন্দ্রকে মুক্ত করণ]
কর পুনঃ মেঘনাদ সহ রণ,
সম্মুখ সমরে এবে হইবে পরীক্ষা ।

গুপ্তযুদ্ধে পরাজিত তুমি,
হেন জয় নাহি চাহে লঙ্কেশ্বর কভু।

ইন্দ্র। না চাহিতে পার তুমি,
আমি কিন্তু করিনু স্বীকার ;
বন্দী, পরাজিত আমি তোমার নিকটে।
পারি যদি কোন দিন
দেবগণ সহ মিলি'
লঙ্কাপুরী করি' জয়,
স্বর্গপুরী করিতে উদ্ধার,
সেইদিন স্বাধীনতা লইব ফিরায়ে ;
নতুবা বিজিত ইন্দ্র পথের ভিক্ষুক।

রাবণ। বুঝিলাম, দেবোচিত মহত্বের কাছে
তুচ্ছ গণি স্বর্গ-সিংহাসন।
সুতরাং সে মহত্ব-বিনিময়ে
স্বর্গরাজ্যে চাহ না ফিরায়ে ?
তবে তাই হ'ক্,
স্বর্গরাজ্য আজি হ'তে লঙ্কায় অধীন।
কিন্তু কহি সার কথা,
আসি নাই স্বর্গলোভে, দেব পুরন্দর !
স্বর্গ-সিংহাসন আশা তিলমাত্র নাই।
স্বর্গাদপি গরীয়সী লঙ্কাপুরী মম,
ত্রিলোক বিজয় মাত্র বাসনার বশে
আসিয়াছি সৈন্যসহ তব স্বর্গপুরে।
অতএব সুরেশ্বর !

স্বর্গ-সিংহাসন তোমারি রহিল।
করদাতা প্রজা তুমি হইলে, বাসব!
অন্য কর নাহি চাহি কিছু,
প্রতিদিন সন্ধ্যা সমাগমে
বিরচিয়া মোর তরে পারিজাত-হার,
ল'য়ে যাবে স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
এইমাত্র তব প্রতি রহিল আদেশ।

ইন্দ্র। যতদিন স্বাধীনতা না পারি লভিতে,
ততদিন তব আজ্ঞা করিব পালন।

রাবণ। বলিবার কিছু নাই মোর,
করিনু প্রস্থান মোরা।
যাও ইন্দ্র! শ্রান্তি দূর কর গে এবার।

[সারথী ও মেঘনাদসহ প্রস্থান।

ইন্দ্র। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া] এই ত ইন্দ্রত্ব? হ'য়ে গেল! কিছুক্ষণ আগে যে ইন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে স্বর্গ-সিংহাসনে বসেছিল, আবার সেই ইন্দ্রই এখন দেখ সামান্য রাক্ষসের দাস; তুচ্ছ মালাকররূপে পরিগণিত। সময়! সকলই তোমাতে সম্ভব।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

স্বর্গ-পথ।

আপদ্ ও বালাইয়ের প্রবেশ।

উভয়ে।—

নৃত্যগীত।

আমরা দুজনে যমের অরুচি।
আপদ্ বালাই নামটি মোদের,
তাই বিধি দিয়েছে বুঝি।
আমরা দুজনে যখন যেথা যাই,
(তাদের) সুখ-সোয়াস্তির মাথা দুটি
আগেই গিয়ে খাই;
তাদের শান্তির কুঁড়ে জুড়ে বসি
বাধাই কচ্কচি।
যুদ্ধ লড়াই হয় যেখানে,
আমরা অমনি যাই সেখানে
আমরা কোঁদল্ দেখ্‌লে মাদল্ বাজাই,
আমাদের ওতেই নাই অরুচি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—প্রমোদ-উদ্যান।

দশরথ ও সুমিত্রা কণ্ঠালিঙ্গন বদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন।

সম্মুখে সখীগণের নৃত্যগীত।

সখীগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

হের প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমরসে ভাসে।
প্রেমে দশদিশি কি মধুর হাসে।
হের লো চকোর চকোরী সনে,
ধায় প্রেমভরে সুনীল গগনে,
প্রেম-সুধারাশি, ঢেলে দেয় শশী
প্রেম-সৌরভ ভরা মলয় বাতাসে।
প্রেমের সরসে হাসে কুমুদিনী,
নিঝুমে ঘুমায় হের নিশীথিনী,
নাগর-নাগরী জাগে বিভাবরী
প্রাণে প্রাণে বাঁচা প্রণয়-আশে।

দশ। কি চির শান্তির কোলে আছে ঘুমাইয়া?
কি তৃপ্তির অমিয়ধারায়
পিয়াসু পরাণ মম যায় জুড়াইয়া!
কি সুখ, স্বর্গের সুখ এ সুখের কাছে!

তুচ্ছ গণি রাজত্ব সম্পদ,
তুচ্ছ গণি সাম্রাজ্য গরিমা,
পাই যদি হেন সুখ,
হেন শান্তি মুহূর্ত্তের তরে।
প্রাণ-প্রিয়তমে! জীবন-সর্ব্বস্বে!
প্রেমের লাবণ্যময়ী সুমিত্রা আমার,
কি মোহে মোহিলি মোরে তুই, লো সুন্দরি!
কি শুভ মুহূর্ত্তে তোরে হেরিনু, ললনে!
পঙ্কজ-নয়নে!
জীবনে মরণে শুধু তুই লো আমার।
এ ভব-মরুভূ মাঝে
তুই মম স্বর্গ-মন্দাকিনী!
এ কঠিন পাষাণের মাঝে
তুই মম মুক্ত-নির্ঝরিণী!
বুঝিলাম—চিনিলাম জগৎ সংসার।
যতই কঠোর হ'ক্, যতই ভীষণ হ'ক্,
কিন্তু প্রেমিকের প্রেমচক্ষে সকলি সুন্দর।
প্রেমহীন অন্ধ চক্ষু ল'য়ে
এতদিন ছুটেছিনু তৃষ্ণার্ত্ত পথিক,
তাই খুঁজে পাই নাই শীতল সরসী ;
তাই খুঁজে পাই নাই শান্তি-প্রস্রবিণী।
সিংহল-নন্দিনি!
দেখাইলি এতদিনে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকে
সংসারে স্বর্গের পথ সুরম্য সরল।

চিনাইলি—অন্ধ মোরে
কুসুম-পেলব পন্থা প্রেম-উদ্যানের।
সার্থক নয়ন, সার্থক জীবন,
সার্থক ইন্দ্রিয়চয়,
সার্থক হৃদয় মন,
সার্থক—সার্থক আজি আমার আমিত্ব!

সুমিত্রা। জীবন-সর্ব্বস্ব!
আমি হীনা নারী,
অবলা বালিকা তাহে।
কি শক্তি আমার আছে?
কি দিয়ে তুষিতে পারি,
কি দিয়ে মোহিতে পারি,
কি দিয়ে ভুলাতে পারি
তোমা হেন পুরুষ রতনে!
নিজগুণে ভালবাস,
নিজগুণে চরণে দিয়েছ স্থান,
তাই আমি ভাগ্যবতী নারী।
বহু ভাগ্যফলে
বহুজন্মের তপস্যা প্রভাবে
পাইয়াছে ভিখারিণী তোমা হেন পতি।
শয়নে—স্বপনে ও চরণে
প্রাণ মন থাকে যেন বাঁধা,
এইমাত্র প্রার্থনা দাসীর।
তুমি কায়া, ছায়া আমি,

প্রভু তুমি, দাসী আমি চরণ-সেবিকা।
আরাধ্য-দেবতা তুমি,
দিও মাত্র পূজা-অধিকার ;
আর কিছু নাহি আকিঞ্চন।

দশ। প্রাণের পুতুলি !
রাখিয়াছ তুমি যারে অতি সন্তর্পণে
কঠোর এ হৃদয়ের অতি অন্তস্তলে ;—
সদা ভাবি তাই,
পাছে তার শিরীষকোমল প্রাণে
ব্যথা পায় তিলমাত্র কভু,
নিষ্ঠুর পুরুষ মম পরুষ পরশে।
দাসী নহ তুমি, প্রিয়তমে !
হৃদয়-ঈশ্বরী তুমি শশাঙ্কবদনি !
বিকচকমলমালা—
না করিয়া কণ্ঠহার তারে,
কেবা পারে নিদাঘে শুকাতে ?
নন্দনের ফুল্ল পারিজাতে
কোন্ মূর্খ অবহেলে
নির্গন্ধ কিংশুক জ্ঞানে তারে ?
তুমি দেবী, আমি তব ভক্ত উপাসক,
তুমি অধীশ্বরী,
আমি তব আজ্ঞাবহ দাস।

সুমিত্রা। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অযোধ্যাপালক !
হেন বাণী তব মুখে শোভা নাহি পায়।

সতীর পরমারাধ্য পতি যে দেবতা,
পতি পদাশ্রিতা সতী চির ভাগ্যবতী।
ব্রততী বেষ্টিত তরু সম
পদাশ্রিতা পত্নী রয় পতির আশ্রয়ে।
আশ্রয়-পাদপ বিনা,
নিরাশ্রয়া লতা নাহি পারে দাঁড়াইতে।
এ জগতে কে আছে তাহার,
এ সংসারে কে আছে তাহার,
একমাত্র পতি বিনা,
যার মুখ পানে চেয়ে
পারে সতী জীবন ধরিতে।
একমাত্র পতি বিনা
যাব ধ্যান, যার চিন্তা, যার উপাসন
পারে সতী করিতে কখন ?
তাই বলি, নাথ !
তাই বলি, উপাস্য দেবতা !
সতীর এই উপাসনা হ'তে
তিলমাত্র বিচলিতা ক'রো না তাহারে।
যা আছে আমার,
জীবন সর্ব্বস্ব ! যা আছে আমার—
প্রাণ মন, জীবন যৌবন,
দেহ আত্মা, এ রূপ লাবণ্য—
সব আজি নৈবেদ্য সাজায়ে
রাখিয়াছি তব পূজা লাগি।

হে চির-দেবতা!
লহ আজি তুষ্ট চিত্তে পূজা সুমিত্রার ;
সার্থক হউক্ মম পতি-আরাধনা।

[পদতলে প্রণাম]

[অদূরে নিঃশব্দে কৈকেয়ী সহ মন্থরার প্রবেশ এবং অন্তরাল হইতে মন্থরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে কৈকেয়ীকে দেখাইতে লাগিল, কৈকেয়ী দেখিয়া হিংসা কুটিলনেত্রে চাহিয়া রহিল। দশরথ সুমিত্রাকে পদতল হইতে উঠাইয়া নিজবক্ষে তাহার মস্তক রাখিয়া আলিঙ্গন-বদ্ধভাবে রহিলেন। ক্রোধে ও অভিমানে মন্থরাকে টানিয়া লইয়া কৈকেয়ীর প্রস্থান।]

সখীগণ।—

নৃত্যগীত।

কিবা তমালে কনকলতা শোভিল—শোভিল।
হেরিয়া এ মিলন, নয়ন মোহিল—মোহিল॥
বাহু-লতা পাশে মৃদু মৃদু হাসে,
বাঁধিল নাগরে বাঁধিল—বাঁধিল।
প্রেমের বশে অলসে অবশে
ঢলিয়া পড়িল—পড়িল॥
দুঁহু দুঁহু মুখপান, প্রেমের নয়ানে,
চাহিয়া আপনা হারা'ল—হারা'ল।
প্রেমের পরশে, সরসে হরষে
ডুবিয়া রহিল—রহিল॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—কক্ষ।

কৈকেয়ী ও মন্থরা।

কৈকেয়ী। [চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন]

মন্থরা। বলি, এখন কাঁদ্‌লে আর কি হবে? আঁচলে বাঁধা সোণা সাধ ক'রে জলে ফেলে দিয়ে শেষকালে হাপুস্-নয়নে কাঁদ্‌লে, সে কাঁদার ব্যথার ব্যথী তোমার কে হবে বল? যখন সময় ছিল—দিন ছিল, তখন এ মন্থরার কথা কাণেও নিলে না! এখন তোমার এ কান্না কে-ই বা দেখে, আর এ অভিমান কে-ই বা ভাঙে! যখন এমন ক'রে শিখিয়ে দিতুম যে, যখন কান্না ধর্‌বে, তখন কান্না ধরেই থাক্‌বে, তখন আর দুই-একদিনেও থাম্‌বে না। যখন অভিমান সুরু কর্‌বে, তখন নিদেন পক্ষে সাত দিনের কমে ত মুখ তুলেই চাইবে না। মহারাজ পায়ে ধ'রে সাতদিন—সাত রাত্তির না খেয়ে, না দেয়ে ঐ পায়ের ওপর মাথা কোটাকুটি ক'রে মরুন না কেন, তবুও গল্‌বে না, তবে ত পুরুষ জব্দ হবে—তবে ত পুরুষ মুঠোর ভেতর আস্‌বে। তা ত তুমি একবারটিও পার নি। যদি কখন ব'লে-ক'য়ে একটু কান্না ধরিয়ে দিয়েছি, আর যখনই মহারাজ এসে "প্রিয়ে" "প্রাণেশ্বরী" ব'লে একটু মিষ্টি সুর ধরেছেন, অমনি তখনই তুমি কান্না-টান্না ভুলে গিয়ে 'প্রাণনাথ' বলে গলা জড়িয়ে ধরেছ; অভিমান কর্‌বে কি ছাই! মহারাজের পায়ের শব্দ শুন্‌লেই একেবারে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছ। আরে, মেয়ে মানুষের জাত, বুক ফাট্‌বে ত মুখ ফুট্‌বে না, এই হ'ল যাদের পেশা, তাদের কি তোমার মতন হ'লে কাজ চলে? তুমি যদি তখন থেকে নিজেকে এমন ক'রে ধরা না দিতে, তা হ'লে কি আজ তোমাকে এমন

হাপুস্-নয়নে কাঁদ্‌তে হয়, না সতীনের ঝিয়ে এমন ক'রে জ্ব'লে-পুড়ে মর্‌তে হয়? তুমি যে সাধ ক'রেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে ব'সে আছ।

কৈকেয়ী। দে, মন্থরা! আমায় বিষ এনে দে, আমি বিষ খাব।

মন্থরা। তা খাবে বৈ কি, না খেলে চল্‌বে কেন? হুঁ—এ কি আর কোন কথা? নিজের জিনিস নিজের দোষে নিজের হাতে পরের হাতে স'পে দিয়ে শেষে বিষ খেয়ে, না হয় গলায় দড়ী দিয়ে, না হয় জলে ডুবে না মর্‌লে চল্‌বে কেন? এ কি যেমন-তেমন বুদ্ধি!

কৈকেয়ী। দেখ্, মন্থরা! আর আমাকে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মারিস্ নে; কি জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ নে?

মন্থরা। তা যদি তুমি এখন সাধ ক'রে জ্বল?

কৈকেয়ী। সাধ ক'রে, মন্থরা?

মন্থরা। নিশ্চয়ই—ছ'শ বার বল্‌ব।

কৈকেয়ী। মহারাজ নিজেই যে, সাধ ক'রে নূতন বিবাহ করেছেন।

মন্থরা। ঐ খানেই ত কথা, সাধ ক'রে নূতন বিয়ে করেন কেন?

কৈকেয়ী। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে ব'লে।

মন্থরা। সে ইচ্ছা হয় কেন? সে ইচ্ছা হ'তে দিলে কেন?

কৈকেয়ী। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিই, এমন সাধ্য আমার কি আছে?

মন্থরা। যদি থাকে ত—সে তোমারই ছিল। কেন, তুমি কি নতুন ছোটরাণীর চেয়ে কম সুন্দরী ছিলে? এখনও কি তোমার পায়ের কাছে ছোটরাণী দাঁড়াতে পারে? তারপর—আদর-ভালবাসাও কি তোমার ওপর রাজার কম ছিল? তোমাকে বিয়ে ক'রে অবধি দেখি মহারাজ বড়রাণী কৌশল্যা ঠাকুরাণীকে একেবারে ছুয়ো ক'রে রেখেছেন। তা তুমি এমনই হাঁদা যে, সেখে-জুখে ভোগ কর্‌তে পার্‌লে না। যদি একটু আমার কথামত চল্‌তে, তা'হ'লে সাধ্য কি যে মহারাজ আবার নতুন বিয়ে করেন!

কৈকেয়ী । আমি কি কর্‌তে পার্‌তেম ?

মন্থরা । সবই পার্‌তে, যদি রাজার আদরে অতটা গ'লে না যেতে, যদি অতটা মাখামাখি না ক'রে একটু তারে-তারে চল্‌তে, যদি রাজার পায়ে আপনার রূপ-যৌবনের ডালি সাজিয়ে নিজের হাতে অমন ধারা ক'রে ঢেলে না দিয়ে, কেবল দূর থেকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে । দেখ্‌তে পাও না—ভোমরাগুলো, ফুলে যতক্ষণ মধু থাকে, ততক্ষণ ভোঁ ভোঁ—মধু ফুরুলেই ভোঁ দৌড়্ ! পুরুষগুলোও তাই—ওদের ষোল আনা আশা কখন পূরণ ক'রে দিতে নাই ; দিলেই তোমার দশা ! ওদের বশে রাখ্‌তে হ'লে কেবল আশার ফাঁদ পেতে বস্‌তে হবে, প্রেমের নেশায় মাতিয়ে তুল্‌তে হবে, পিরীতের বাঁশী দূর থেকে বাজাতে হবে, মুচ্‌কি হাসির খাসা চাউনি মাঝে মাঝে দেখাতে হবে, তা হ'লেই ফাঁদে ফেলান গেল আর কি ! আর যাবে কোথা । চোখ ফিরিয়েও কোনদিকে চাইবার সাধ্যি থাক্‌বে না । তখন যেমন ওঠাবে—তেমনি উঠ্‌বে, যেমন বসাবে—তেমনি বস্‌বে ; বুঝ্‌লে ?

কৈকেয়ী । বল, মন্থরা ! এখন মহারাজকে ফেরাবার আর কোন পথ আছে কি না ।

মন্থরা । পথও আছে, উপায়ও আছে, মন্থরার ঘটে সে সব বুদ্ধি ঢের আছে ; কিন্তু কে-ই বা শোনে—কে-বা করে ?

কৈকেয়ী । [মন্থরার হাত ধরিয়া] তোর হাত দুখানি ধ'রে বল্‌ছি, মন্থরা, আমি সব শুন্‌ব—সব কর্‌ব, আমায় তুই উপায় ব'লে দে—আমাকে বাঁচা—আমাকে রক্ষা কর্ ।

মন্থরা । এস তবে—আমার সঙ্গে এস ; গোপনে আরও সে সব পরামর্শ করি গে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈজয়ন্তধাম।

পুষ্পমাল্য হস্তে বিষণ্ণমুখে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া]

পুরন্দর আজি মালাকর,
তেত্রিশকোটি দেববৃন্দ যার আজ্ঞাকারী,
স্বর্গপতি সেই সুরেশ্বর
গাঁথে মালা রাক্ষসের তরে।
নন্দন-কানন-জাত মন্দার কুসুমে
নিত্য নিত্য গাঁথি' মালা
যার কণ্ঠে পরাবার তরে,
শত-শত সুরনারী করে আকিঞ্চন,
সেই পুরন্দর আজি
স্বকরে বিরচে হার রাক্ষসের তরে।
প্রতিদিন সন্ধ্যা সমাগমে
মালা করে মালাকর দেবেন্দ্র বাসব
উপনীত হয় সেই লঙ্কেশ সদনে।
মুহূর্ত্ত বিলম্বে
তিরস্কার পুরস্কার করি লাভ।
রক্ষোবৃন্দ-পরিবৃত রক্ষঃসভা মাঝে—
ক্ষোভে, দুঃখে হ'য়ে ম্রিয়মাণ

নতমুখে চেয়ে থাকি মৃত্তিকার পানে;
ঝরে ধারা ঝর্ ঝর্ সহস্রলোচনে।
রাক্ষসের ব্যঙ্গ উপহাসে
তীক্ষ্ণ শেলসম বাজে দীর্ণ বক্ষস্থলে।
হায় রে অদৃষ্ট! হায় রে দুর্ভাগ্য!
ছলিলি বিস্তর তোরা, হতভাগ্য মোরে।

ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

সময়-ফেরে, সবই ফেরে,
(কেউ) পারে না ফেরাতে তায়।
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন,
যা হবার তা হ'য়েই যায়॥
এই যে যত ধর্ম্মাধর্ম্ম,
(সবই সেই) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম,
বুঝ্‌লে পরে এ সব মর্ম্ম
জ্বলে না সে মর্ম্ম-জ্বালায়॥

ইন্দ্র। জানি—জানি—সব জানি,
মানি আমি স্বকর্ম্মের ফল।
চিনি তোমা, ভবিতব্য!
কর্ম্মফলরূপী তুমি অজেয় সংসারে।
বিধি, বিষ্ণু, ত্রিলোচন, ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি,
সকলি তোমার করে যন্ত্র-পুত্তলিকা,
সকলি তোমার কাছে পঙ্গু জড় সম।

তব শক্তি ভবিতব্য, অসীম—অতুল,
কে না জানে বল দেখি ত্রিলোক মাঝারে ?
কিন্তু তবু ভ্রান্ত মোরা,
ভ্রান্তির কুয়াশা ঘোরে ঘুরি অন্ধ হ'য়ে ;
তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ না পাই দেখিতে।

ভবিতব্য।—

[পূর্ব্বগীতাংশ]

সুখ দুঃখে ভেদজ্ঞান
ত্যজি কর সমজ্ঞান
বুঝ্‌লে পরে কর্ম্ম বিজ্ঞান,
তবেই কাট্‌বে সকল দায়।

ইন্দ্র। জানি—জানি—তাও জানি,
শোক, দুঃখ, আত্ম-অভিমান,
সকলের হেতুমাত্র—এক অজ্ঞানতা।
বিজ্ঞান-আলোকে যদি চাহ একবার,
দেখিবে এ ত্রিসংসার মাঝে
দুঃখ, শোক বলি কোথা কোন কিছু নাই।
সর্ব্বত্র শান্তির স্রোত,
সর্ব্বত্র আনন্দ রাশি,
সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের রাজত্ব।
নিত্যানন্দের অমিয় প্লাবনে
রয়েছে প্লাবিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড !
কিন্তু—কিন্তু, ভবিতব্য !
সে জ্ঞান-আলোক,

সে সত্য দর্শন,
কতক্ষণ—কতক্ষণ থাকে ?
জলদে বিজলীসম তখনি লুকায় ;
স্বপনে রাজত্ব সম তখনি ফুরায় !
অবিদ্যার ঘোর ঘনঘটা
মুহূর্ত্তে সে জ্ঞান-রশ্মি ফেলে আবরিয়া ।
অবিদ্যার ভীম ঝঞ্ঝাঘাতে
বিবেকের আনন্দ-কুটীর
ছিন্ন-ভিন্ন করি কোথা দেয় উড়াইয়া ।
পুনরায় ডুবি সেই আঁধার পাথারে ।

ভবিতব্য ।—

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

কায়-মনো-বাক্যে যদি হও হিংসাহীন,
এ দুর্দ্দিনের দিনে পাইবে সুদিন,
অহং বুদ্ধি ছাড় [illegible] চিত্ত শুদ্ধি কর
নিত্যানন্দ পাবে, ভুলাবে না মায়ায় ॥

ইন্দ্র । হিংসাশূন্য মন নির্ম্মল আকাশ ।
সে আকাশে সদা হয় চিদাভাস,
অহিংস-আহবে স্থির লক্ষ্যে পশি'
করে বিশ্বজয় সে বিশ্ব-প্রেমিক ।
অতি উচ্চ রণনীতি তার,
অব্যর্থ অহিংস অস্ত্র প্রধান সাধন ।
বিশ্বহিত মন্ত্র মাত্র
এ অস্ত্রের মহামন্ত্র সার ;

আত্মবলি এ যুদ্ধের অক্ষয় কবচ।
সমত্ব, অভেদ জ্ঞান, অস্পৃশ্য বর্জ্জন,
অসীম বীরত্ব ইহা অপূর্ব্ব গরিমা!
এ সংগ্রামে রক্ষঃসৈন্য পরিবৃত
দুরন্ত রাবণ
হবে বন্দী চিরতরে প্রেমের শৃঙ্খলে।
বিংশ বাহু বদ্ধ রবে
শত্রু সনে চির আলিঙ্গনে।

ভবিতব্য।—

[গীতাবশেষ]

সেই ত দেবতা, সেই ত দেবত্ব,
মহিমামণ্ডিত সেই ত মহত্ত্ব
সমত্বমারাধনমচ্চ্যুতস্য
হবে প্রাণ সুশীতল শান্তির ধারায়॥

[প্রস্থান।

সহসা বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহ। সত্য বৎস, পুরন্দর!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণনীতি অহিংস-সংগ্রাম।
বিশ্বপ্রেম, অস্পৃশ্য বর্জ্জন,
শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান,
এ বীরত্ব সত্যই দুর্ল্লভ।
কদাচিৎ ত্রিলোক মাঝারে
এ বীরত্ব বিকসিত শূদ্রের সমাজে।
নতুবা এ হিংসাশূন্য রণ,
অস্পৃশ্য বর্জ্জন, সমত্ব সাধন—

এই মহারণ নীতি
একমাত্র শান্ত সদাশিব
আশুতোষ ভোলা,
নির্ব্বিকল্প পরম পুরুষ যিনি,
তিনি ভিন্ন এই সাম্য রণনীতি
অন্যদেবে না সম্ভবে কভু।
বিভূতি-চন্দনে যার আছে সমজ্ঞান,
শ্মশানে সংসারে যার অভেদ কল্পনা,
কামিনী-কাঞ্চনে যাঁর বৈরাগ্য সঞ্চার,
সেই বিশ্বজয়ী হয় অহিংস-সংগ্রামে।
কিন্তু পুরন্দর!
স্বর্গ-সিংহাসন, নন্দন-কানন,
যার ভোগ্য বিলাসের স্থান,
অপ্সরার কলকণ্ঠ তানে
নিত্যমুখরিত যার প্রমোদ-উদ্যান,
আমিত্ব, প্রভুত্ব, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্
যার আধিপত্য নিত্য করিছে বিস্তার,
তাহার অন্তরে কভু
অহিংস দমননীতি নাহি পায় স্থান।
ভাব দেখি, সুরপতি!
রক্ষঃপতি রাবণের প্রতি
তিলমাত্র অহিংসার ভাব
আছে কি ওই অন্তরে তোমার?
দিবানিশি হুতাশন সম

রাক্ষসের অপমান
হু হু করি জলে না কি হৃদয়ে তোমার?
বৈর-নির্যাতন উদ্দীপনা সদা
উত্তেজিত করে না কি তোমারে বাসব?

ইন্দ্র। সত্য গুরু! সত্য অনুমান তব,
সত্যই এ হৃদয়ের পঙ্ক-আবিলতা
কিছুমাত্র হয় নি ত দূর।
সত্যই এ কলুষিত প্রাণ
হয় নি ত শত্রু প্রতি উদার—সরল?
শোক দুঃখ, ক্ষোভে ক্রোধে,
সত্যই ত দিবানিশি আছি অভিভূত।
কামিনী-কাঞ্চন, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্,
সত্যই ত আত্মহারা করিয়াছে মোরে।
বুঝিলাম সার তত্ত্ব আজি,—
যতদিন ইন্দ্রত্বের মোহ,
যতদিন ইন্দ্রত্ব-গরিমা,
অন্ধ করি' রাখিবে আমায়,
ততদিন অহিংস মন্ত্রেতে
নহে মাত্র অধিকারী ইন্দ্র কদাচন।
বৈরাগ্যে সাম্রাজ্যে ভেদ আকাশ পাতাল,
ত্যাগে ভোগে বহু ব্যবধান।

বৃহ। সত্য বৎস!
ত্যাগে ভোগে বহু ব্যবধান।
অবধান কর, পুরন্দর!

রক্ষোপতি রাজা লঙ্কেশ্বর
গর্ব্বের শিখরদেশে করেছে গমন ;
এইবার অনিবার্য্য পতন তাহার।
অতি বৃদ্ধি পতনের মূল,
চিরসত্য—ধ্রুব—সারকথা।
কিন্তু সে পতন-পন্থা আবিষ্কার তরে
তুমি তার একমাত্র হইবে নিমিত্ত।
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
ত্রিসংসারে শান্তির স্থাপন,
সর্ব্বজীবে শৃঙ্খলা সৃজনে,
এ মহান্ রাজধর্ম্ম কর্ত্তব্যপালনে
একমাত্র সুরনাথ তব অধিকার।
এ কর্ত্তব্য-অপালনে
মহা প্রত্যবায় ফল শাস্ত্রের নিশ্চিত।
তাই বলি, সুরপতি!
সম্প্রতি সে লঙ্কাপতি রাবণ নিধনে
বদ্ধপরিকর হও দেবদল সহ।
না হইলে রাবণ নিপাত
উৎপাত না হইবে দূর ত্রিলোকের কভু?
সত্যধর্ম্ম সব হবে নাশ,
নরকের তীব্র কোলাহলে
পূর্ণ হবে এই ত্রিসংসার।
হাহাকার, আর্ত্তনাদে
নিয়ত ধ্বনিত হবে দিক্ চক্রবাল।

ইন্দ্র। [করযোড়ে]
করুন আদেশ, প্রভু!
দাস ইন্দ্র সর্ব্বদা প্রস্তুত
কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য আমার?

বৃহ। কার্য্য?
কার্য্য তব অন্য কিছু নহে।
রণক্ষেত্রে অস্ত্র-বরিষণে
না মরিবে তব করে
বরদৃপ্ত দুষ্ট দশানন।
সুতরাং অন্য পন্থা করেছি চিন্তন।

ইন্দ্র। কোন্ পন্থা করুন প্রকাশ।

বৃহ। ব্রহ্মলোকে করহ গমন।
সেথায় ব্রহ্মার সনে হইয়ে মিলিত,
যাবে চলি বৈকুণ্ঠ-ভবনে ;—
যথায় বৈকুণ্ঠপতি আছেন বিরলে।
স্তবে তুষ্ট করি নারায়ণে
মর্ম্মব্যথা জানাবে তাঁহারে।
ব্যথাহারী ভগবান্
করিবেন মর্ম্মব্যথা দূর।
হে বাসব!
এ দুর্দ্দিনে একমাত্র দীনবন্ধু বিনা,
কেহ নাই দুস্তরে তারিতে।
হরিতে ধরার ভার,
সাধুগণে করিবারে ত্রাণ,

যুগে যুগে যুগ-ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
অবতীর্ণ হ'ন্ যিনি ভূভারহরণে ;
সেই নারায়ণ—
লও তাঁর চরণে স্মরণ।
করিবেন তিনি তব বাসনা পূরণ,
অচিরাৎ রাবণের হইবে পতন।

ইন্দ্র। সত্য গুরুদেব! আজি—
অন্ধ মোরে দেখাইলে পথ।
গর্ব্ব, অহঙ্কার বশে
এতদিন এ দুর্দ্দিনে দিনান্তেও কভু
দীননাথ নারায়ণে
করি নি ত বারেক স্মরণ।
এমনি অজ্ঞান, অন্ধ, ভ্রান্ত আমি, হায়!

বৃহ। এস বৎস!
শুভলগ্ন করি গে সুস্থির।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা—তোরণ-পথ।

ভিক্ষুকগণের প্রবেশ।

ভিক্ষুকগণ।—

গান।

জয় হ'ক্ রাজা, জয় হ'ক্ তোমার,
তুমিই মোদের বাপ, মা, ভাই।
দীন দরিদ্র দুঃখী মোরা, মোদের পেটে অন্ন নাই॥
পাই নে খেতে দিনে রেতে, ক্ষেতে নাই ক ধান,
নাই রে খাবার, তাই হাহাকার ক্ষিধেয় যায় রে প্রাণ,
বল, কোথায় গেলে ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষে জুটো পাই॥
খেটে-খুটেও পাই নে খেতে ভিটেয় নাইক ঘর,
আপন বল্‌তে ছিল যারা, তারাই এখন পর,
এই দুঃখের কথা, প্রাণের ব্যথা ওগো রাজা তোমায় জানাই॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

একাকী দশরথ পদচারণা করিতেছিলেন।

দশ। কারে রাখি, কারে ছাড়ি, কে বেশি সুন্দর!
কৈকেয়ী সুমিত্রা রাণী,
নারী-রত্ন সার মানি,
দু'টি পদ্মে সুশোভিত আমার অন্দর,
কারে রাখি, কারে ছাড়ি, কে বেশি সুন্দর!
কৈকেয়ী সুমিত্রাধনী
প্রেমের পরশমণি,
পরশে হরষে মোর তৃষিত অন্তর।
কারে রাখি, কারে ছাড়ি, কে বেশি সুন্দর!

সহসা উজ্জ্বলবেশে প্রেমপূর্ণ অঙ্গ-ভঙ্গিমা প্রদর্শন
করিতে করিতে একগাছি পুষ্পমাল্য হস্তে
হাস্যমুখে কৈকেয়ীর প্রবেশ।

কৈকেয়ী। দেখ দেখি, কে বেশি সুন্দর? [মালাগাছি গলায় পরাইয়া দিয়া মুখের দিকে চাহিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

দশ। [একদৃষ্টে কৈকেয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া স্বগত]
কি সুন্দর জ্যোছনার ছবি।
এ যে হাস্যময়ী বসন্তের উষারাণী,
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে বিরাজিছে সম্মুখে আমার।

কিংবা কি এ
ত্রিলোকের সমস্ত লাবণ্যরাশি
একসঙ্গে মিশি,
স্বর্গীয় প্রতিমারূপে
বিমোহিছে নয়ন আমার ;
নয়ন ফিরাতে নারি এ রূপ হেরিয়া।
এই কি আমার সেই কেকয়-কুমারী ?
এত রূপ-লাবণ্যের অমিয় মাধুরী
এতদিন কোথা ছিল তবে ?
এত ঢল-ঢল ভাব,
প্রেমিকার বিলাস-বিভ্রম
কোথায় লুকান ছিল প্রিয়ার আমার ?

কৈকেয়ী। বল দেখি, কে বেশি সুন্দর ?

দশ। হেরি তোমা ত্রিদিব-সুন্দরী,
আত্মহারা, জ্ঞানহারা আমি,
নাহি পড়ে পলক নয়নে ;
পুলকে হৃদয় মোর উঠিছে নাচিয়া।
ভাবিতেছি তাই, প্রিয়ে!
এই কি আমার সেই কৈকেয়ীসুন্দরী ?

কৈকেয়ী। প্রিয়তম! প্রাণাধিক!
আমিই তোমার সেই কৈকেয়ীসুন্দরী।
এতদিন ভাল করি দেখ নি চাহিয়া
এতদিন সরম-জড়িতা,
অবলা বালিকা মোরে,

দেখ নাই প্রেম-নেত্রে চাহিয়া,-প্রেমিক!
তাই তুমি পাও নি দেখিতে
কত প্রেম, কত ভালবাসা,
কতই সে সোহাগেরে সুধার ভাণ্ডার,
রাখিয়াছে তব তরে এ ক্ষুদ্র বালিকা!
কত প্রণয়ের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস,
কত বিরহের আকুল রোদন,
আছে গুপ্ত এ ক্ষুদ্র অন্তরে!
দেখাবার সে সুযোগ
একদিনও দাও নি ত, নাথ!
প্রাণভরা প্রেম-গীতি
একদিনও—প্রাণেশ্বর!
দেও নি ত অবসর শুনাতে আমায়?

দশ। [স্বগত]
এ কি--চমৎকার প্রণয়-উচ্ছ্বাস!
এ কি—চমৎকার প্রেম-অভিনয়!
যত শুনি—তত চমৎকার!
কিন্তু সুমিত্রার মুখে,
সুমিত্রার কোন একটী বাক্যের ভিতরে
পাই নি ত হেন রসাভাস।
সে শুধু আমায় 'দেবতা' 'দেবতা' করি'
পদতলে চাহে মাত্র স্থান;
সে শুধু আমায় ভক্তি-উপাসনা দিয়ে
তুষ্ট করি' রাখিবারে চায়;

যৌবনের অতৃপ্ত লালসা
না পারে পূরাতে মোর সুমিত্রাসুন্দরী।
আমি চাহি—
প্রাণেশ্বরী জানে তারে হৃদয়ে বসাতে ;
সে চাহে কেবল দিবানিশি সেবিকার ন্যায়
মোর চরণ সেবিতে।
সে সেবায়—সে পূজায়
মেটে না প্রাণের মম আকুল পিপাসা।

কৈকেয়ী। [হস্তধারণ]
কি ভাবিছ, প্রাণাধিক !
লহ মোরে হৃদয়ে তুলিয়ে,
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার ;
দুইজনে ভেসে যাব
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু প্রবাহ মাঝারে !
কত প্রেম-কথা, কত প্রেম-গাথা
শুনাব তোমারে, নাথ !
এইরূপে বদ্ধ আলিঙ্গনে।
[উভয় হস্তে দশরথের কণ্ঠবেষ্টন]

নেপথ্যে কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। [নেপথ্য হইতে] বাবা দশরথ ! আছ কি ?

কৈকেয়ী। [দশরথকে ত্যাগ করিয়া ব্যস্তভাবে] কঞ্চুকীদেব আস্‌ছেন, আমি আমার কক্ষে চল্‌লেম ; সেখানে আজ মহারাজের জন্য আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত থাক্‌বে, নিজেই নিমন্ত্রণ ক'রে রাখ্‌লেম।

[সত্বর প্রস্থান।

কঞ্চুকী। [নেপথ্যে] বাবা দশরথ! আছ? যেতে পারি কি?

দশ। [স্বগত, বিরক্তিভাবে] কি বিরক্ত! আমার এমন শুভ মুহূর্ত্তটা নষ্ট ক'রে দিলে! [প্রকাশ্যে] হাঁ—আছি।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। হ্যাঁ বাবা! কয়টি কথা বল্‌বার জন্য তোমার কাছে এলেম।

দশ। কি, বলুন।

কঞ্চুকী। একটু মনঃস্থির ক'রে যে শুন্‌তে হবে, বাবা!

দশ। আপনি বলুন।

কঞ্চুকী। এই বল্‌ছি কি, এই তুমি রাজসভামুখো অনেক দিন হও নি। ছোট মহারাণীকে বিবাহ কর্‌বার পর থেকে রাজ-সিংহাসন শূন্য প'ড়েই আছে। প্রজাগণের আবেদন-নিবেদন শুনে রাজত্ব পালন করা কি তুমি ভিন্ন আর কারু সাধ্য আছে?

দশ। কেন, সুমন্ত্র প্রভৃতি যে সব অমাত্যবর্গ আছেন, তাঁরা কি সে সব আবেদন-নিবেদন শুনে কোন মীমাংসা কর্‌তে পারেন না কি? কোন কারণে আমি যদি কিছুদিন রাজকার্য্য পরিদর্শন কর্‌তে নাই পারি, তা হ'লে কি এঁরা কোন কার্য্যই কর্‌তে পার্‌বেন না? আমার কি আর একটা বিশ্রামও নাই না কি? কি আশ্চর্য্য!

কঞ্চুকী। বাবা! রাজার কি আর কখন বিশ্রাম আছে? সূর্য্যের ন্যায় প্রতিদিনই প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাজাকে রাজ্যের জন্য অশ্রান্ত ভাবে খাট্‌তে হবে। সূর্য্যের বরং সন্ধ্যার পর বিশ্রাম, রাজার যে তাও নাই, বাবা!

দশ। মানুষের পক্ষে সেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম নিতান্তই অসম্ভব।

কঞ্চুকী। না, বাবা! সম্পূর্ণই সম্ভব! বিশেষতঃ সূর্য্যবংশধরগণের পক্ষে কোন দিনই এ কর্ত্তব্য অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হয় নাই। তোমার

পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন-ইতিহাস ত তোমার কিছুই অবিদিত নাই, বাবা ! একবার স্মরণ ক'রে দেখ দেখি, অসম্ভব ব'লে কোন কর্ত্তব্য, তাঁদের জীবনে কোনদিন কখন উপেক্ষিত হয়েছে কি না ? এমন কর্ত্তব্য-পালক—স্বধর্ম্ম-রক্ষক—প্রজারঞ্জক ছিলেন ব'লেই ত অদ্যাপি তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছেন। অসম্ভব শব্দ সূর্য্যবংশীয়ের অভিধানে কখন নাই, বাবা !

দশ। না, কঞ্চুকীদেব ! আমার মানসিক অবস্থা কিছুদিন হ'তে বেশ ভাল নাই, সুতরাং আমি আরও কিছুদিন বিশ্রাম লাভ কর্‌ব। আপনি আমার আদেশ অমাত্যবর্গকে জ্ঞাপন ক'রে বলুন গে যে, আমার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তাঁরাই যেন শৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। আমি এখন বিশ্রাম-আগারে চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। [কিঞ্চিৎ পরে] হা রে নারি ! তোদের কি অসীম শক্তি—যে শক্তির কাছে এমন শক্তিশালী পুরুষও শক্তিহীন অপদার্থ হ'য়ে যায় ! কি মোহিনী শক্তি তোদের, নারি ! কি অন্ধ-উন্মাদনা তোদের ঐ সৌন্দর্য্যের ভেতরে, নারি ! কি বশীকরণ-মন্ত্র তোদের ঐ রসনার সমুচ্চারিত বাক্য-বিন্যাসে, নারি ! কি আকর্ষণ শক্তি তোদের ঐ অপাঙ্গ-বিক্ষেপে, নারি ! কিন্তু যত শক্তিই নারীতে থাক্, এ ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণ ত কখন সেই নারী-শক্তির কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন ক'রে বিক্রয় ক'রে ফেল্‌তে শুনি নি। তবে কি হ'ল ! আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর, প্রাতঃস্মরণীয় রঘুর পবিত্র বংশে এমন স্ত্রৈণ, কর্ত্তব্যহীন রাজা কেন জন্মগ্রহণ কর্‌লে ? যে অযোধ্যারাজ্যে কেহ কখন একটি বুভুক্ষিতের কাতর আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পায় নি, আজ সেই অযোধ্যার তোরণ দ্বার দিবারাত্র শত শত নিরন্ন প্রজার দারুণ হাহাকারে পরিপূর্ণ। এখন কি উপায় ! কি করা যায় !

সহসা কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। কি হয়েছে, বাবা?

কঞ্চুকী। বল্‌তে বড় কষ্ট হয়—মা, বড় কষ্ট হয়! বিশেষতঃ তোমার সে কথা না শোনাই ভাল।

কৌশল্যা। না, বাবা! আপনি ত আমার কাছে কিছু লুকান না কখন!

কঞ্চুকী। লুকিয়েই বা কতক্ষণ রাখ্‌ব? শোন, মা! মহারাজ এই নূতন বিবাহের পর থেকেই রাজকার্য্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন। বিচার-প্রার্থীরা বিচার পাচ্ছে না—ধনার্থীরা ধন পাচ্ছে না—ক্ষুধাতুর অন্ন পাচ্ছে না। অন্নহীন প্রজাগণের নিদারুণ হাহাকার শুন্‌লে চক্ষু ফেটে জল আসে। আর তাদের জীর্ণ-শীর্ণ, কঙ্কাল-মূর্ত্তি দেখে সহ্য কর্‌তে পারি নাই, মা! সোণার রাজ্যেও অরাজকতা দেখা দিয়েছে! ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে বল্‌তে পারে, মা?

কৌশল্যা। মহারাজকে জানালে তিনি কি বলেন?

কঞ্চুকী। বড় আশা ক'রে—উপায় পাব ব'লে মহারাজের কাছে এসেছিলেম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কোন প্রতীকার কর্‌বার কথাই বল্‌লেন না; অমাত্যবর্গের উপর রাজ্যপালনের আদেশ দিয়ে অন্দরে চ'লে গেলেন।

কৌশল্যা। তা হ'লে বেশ, এক কাজ করুন না, বাবা! মহারাজ যখন আপনাদের উপরেই রাজত্বের ভার দিয়েছেন, তখন অমাত্যগণ সকলেই একমত হ'য়ে রাজ্যপালন করুন। অন্নহীনের জন্য অন্নভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিন্—ধনহীনের জন্য ধন-ভাণ্ডার খুলে দিন্—ক্ষুধায় কাতর প্রজাগণ যাতে মহারাজের উদ্দেশে কোন অভিসম্পাত না করে, তার উপায় ক'রে

দিন্। আপনারা থাকৃতে যদি রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়, তা হ'তে যে আর দুঃখের সীমাও থাকৃবে না, বাবা!

কঞ্চুকী। তা যেন বুঝ্লাম, কিন্তু মহারাজকে সিংহাসনে না দেখে প্রজাগণ যে, বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে; তার উপায় কি করা যাবে? মহারাজের কথাবার্ত্তায় বুঝ্তে পার্লেম, তিনি আর শীঘ্র রাজ-সিংহাসনে বসছেন না; তাঁর আর যে, রাজত্বের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে ব'লেও আমার বোধ হয় না। ঐ নূতন বিবাহই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে।

কৌশল্যা। বিবাহের দোষ কি, বাবা? নূতন রাণী সুমিত্রা ত মহারাজের কোন কর্ত্তব্যে বাধা দেয় না, বরং মহারাজ যাতে নিজের কর্ত্তব্যে বেশি ক'রে মনোযোগ দেন্, তার চেষ্টাই করে। সুমিত্রা—স্বামীকে ঠিক দেবতার ন্যায় মনে ক'রে পূজা করে।

কঞ্চুকী। তা করুক্, তবুও বল্ব যে, ঐ ছোটরাণী অযোধ্যায় আস্বার পর থেকেই মহারাজ এরূপ রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেছেন এবং রাজ্যে নানারূপ অশান্তি দেখা দিয়েছে।

কৌশল্যা। কিন্তু, বাবা! আমি নিশ্চয় ক'রে বল্তে পারি, ছোটরাণীর এতে কোন দোষই নাই; কেবল তার ভাগ্যের দোষ ব'লেই এরূপ কলঙ্ক রটেছে।

কঞ্চুকী। যা'ই হ'ক্, আমি চল্লেম; কিন্তু ভবিষ্যৎ বেশ ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। [প্রস্থান।

কৌশল্যা। [স্বগত] কি জানি, কি হবে! কেন মহারাজ এমন রাজকার্য্যে উদাসীন হলেন? রাজ্যে অরাজকতা এলে যে বিপদের সীমাও থাকৃবে না। ভগবন্! হরি! রক্ষে কর, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন যে বিপদে আর কেউ রক্ষে কর্তে পার্বে না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্বর্গ-পথ।

শনির প্রবেশ।

শনি। "স্বনামো পুরুষ ধন্য" এ কথার সার্থকতা এই দেবতার মধ্যে এক আমাকে দিয়েই রক্ষা হয়েছে। এই ত্রিসংসারে শনিকে মেনে না চলে—শনিকে ভয় না ক'রে চলে, এমন একজনও দেখা যায় না। অথচ আমার রাজ্য নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সহায় নাই, সম্পদ্ নাই, যুদ্ধ নাই, অস্ত্র নাই, কিছুই নাই; তবুও আমাকে ভয় না ক'রে পার্‌বার যো নাই। তা আছি বেশ, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, একবারে কাশীধামের ষণ্ডদের মতন নির্ব্বাধ—স্বাধীন—সুস্থ—পরমসুখী। এই যে লঙ্কার রাবণ এসে স্বর্গটা উদ্বাস্ত ক'রে তুলে গেল, তাতে অপরাপর সমস্ত দেবতাকেই রাবণের কাছে দাসত্ব কর্‌তে হচ্ছে। স্বয়ং সুরপতি বাসবকে পর্য্যন্ত রাবণের মালাকররূপে প্রতিদিন মালা যোগাতে হচ্ছে, স্বয়ং শমন দাদাকে পর্য্যন্ত যার অশ্বের ঘাস যোগাতে হচ্ছে, "অন্য পরে কা কথা"। কিন্তু শর্ম্মার কাছে ও রাবণই বল, আর ইন্দ্রজিৎই বল, কোন কর্ত্তাই ঘেঁস্‌তে পারেন না। যে রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন আজ পরিত্রাহি রবে ডাক্ ছাড়্‌ছে, যে রাবণকে নিপাত কর্‌বার জন্য সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের শরণাপন্ন হয়েছেন, সেই রাবণকেও আমার অব্যর্থ শুভদৃষ্টির ফল ভোগ ক'রে যেতেও হয়েছে। কাজেই আর যাদু আমাকে নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌তে সাহস করেন না। বর্ত্তমানে শারীরিক, মানসিক সুখে সুখী বল্‌তে হ'লে দেবতাদের মধ্যে এক আমি ভিন্ন দ্বিতীয় নাস্তি, এ কথা বেশ উঁচু গলা ক'রেই বল্‌তে পারি।

ধীরে ধীরে হাস্যমুখে রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। এই যে, দেবতাকে যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম।

শনি। আরে রোহিণী ঠাকরুণ না কি? আমিও একবার দেখা কর্‌তে যাব ভাব্‌ছিলেম; তা ভালই হয়েছে যা হ'ক্, বলি—এখন কি মনে ক'রে গরীবের কাছে আগমন?

রোহিণী। এসেছি—একটা খবর জান্‌তে।

শনি। কোথাকার? স্বর্গের না মর্ত্তের?

রোহিণী। মর্ত্তের।

শনি। সে আমি অনেকক্ষণই বুঝ্‌তে পেরেছি। সেই অযোধ্যার রাজা দশরথ—সিংহল-নন্দিনী সুমিত্রাকে বিবাহ কর্‌বার পর কালরাত্রিতে যে অন্যায় ঘটনা ঘটে, এই কথা ত?

রোহিণী। তার ফলাফলটা কতদূর গিয়ে দাঁড়াল, তাই জান্‌তে এসেছি।

শনি। তা আর জান্‌তে এসেছ কেন? রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়্‌লে যেমনটি হ'য়ে থাকে, তেমনটিই হয়েছে। বিবাহের পর কিছুদিন দশরথ সেই সুমিত্রার ওপরই ঝুঁকে পড়েছিল, তারপর এই শর্ম্মার দৃষ্টির ফলে সেই আদরিণী সুমিত্রা এখন রাজার চক্ষে দুয়ো—আর মুখও দেখেন না। এখন কৈকেয়ীরাণীই হয়েছে সর্ব্বে-সর্ব্বা, রাজা এখন কৈকেয়ীর প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছেন, রাজসভা মুখোও আর তাকে কেউ দেখ্‌তে পায় না; রাজ্যে এখন দস্তুর মত অরাজকতা লেগে গেছে। অনাবৃষ্টি, শস্যনাশ, মহামারী, অনাহারে মৃত্যু, অত্যাচার, অনাচার যে কয়টি আমার মুঠোর ভেতর আছেন, সে কয়টিই গিয়ে অযোধ্যায় হাজির হ'য়ে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন আর কি! সেই সব

তদারক করতে কয়দিন হ'ল অযোধ্যায় গিয়েছিলেম; দেখ্‌লেম—কোন দিকেই কোন বে-বন্দোবস্ত নাই; দেখে—উৎসাহ দিয়ে চ'লে এলেম।

রোহিণী। আমার কিন্তু শুনে ভারি কষ্ট হচ্ছে। আহা, বেচারা সুমিত্রা নিতান্ত সরলা বালিকা! সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে রাজার চক্ষে বিষ হ'য়ে উঠ্‌ল। তাতে আবার কৈকেয়ীর মতন সতীন ঘরে, অভাগিনীর নাকালের তা হ'লে সীমাও থাক্‌বে না।

শনি। আহা-হা, তা হ'লে একটু কেঁদে ফেল, আজ্ঞাকারী চক্ষুর জল ত তোমাদের হাজির হ'য়েই আছেন।

রোহিণী। মেয়েজাতির কষ্ট তোমরা কি বুঝ্‌বে, দেবতা! আপ-নার স্বামীর কাছে যে স্ত্রী দু চক্ষের বিষ, তার যে কি কষ্ট—কি যন্ত্রণা, সে তোমরা পুরুষ হ'য়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে না; বিশেষতঃ আবার তুমি।

শনি। দোষটা যে সবই আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ দেখ্‌ছি। সুমিত্রা-রাণীর এই দুর্দ্দশার কারণ কি শুধু আমি? সেদিন যদি রোহিণী-নক্ষত্রের সঞ্চার না হ'ত, তা হ'লে কি শনির দৃষ্টি পড়ে? বিবাহের কালরাত্রিতে রোহিণী-নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি পড়্‌লে যা ঘটে, তাই ঘটেছে। এ ঘটনার মূলে তুমিও আছ, আমিও আছি; এ কাজে লাভের সম্ভাবনা থাক্‌লে বখ্‌রাটা বোধ হয় ছাড়্‌তে না।

রোহিণী। তাই ত গা! এখন ভাব্‌ছি, কেনই বা সেদিন আমার কুদৃষ্টি পড়্‌ল। তখন যে এদ্দুর গড়াবে, সেটা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। আর তুমিও যে তখন সেখানে গিয়ে জুট্‌বে, তাই বা কে জানে?

শনি। আরে, আমার যে ঐ কাজ, কেবল রন্ধ্র খুঁজে বেড়াই। ওরূপ ঘটনা যেখানেই ঘটুক্ না কেন, শনির মাথায় অমনি টনক্ ন'ড়ে ওঠে।

রোহিণী। কদ্দিন এ ভাবে তার কাট্‌বে তা হ'লে?

শনি। সেটার খবর আমি ত বল্‌তে পারি না, সেটা সেই বিধাতা ঠাকুরের কাছে গেলে জান্‌তে পার্‌বে।

রোহিণী। যেরূপ বর্ণনা কর্‌লে, তাতে দেখ্‌ছি—অযোধ্যার রাজ্যটা ছারেখারে যাবার জোগাড় হয়েছে।

শনি। তা না হ'লে আর শনির দৃষ্টির বাহাদুরীটে কি হ'ল ?

রোহিণী। অযোধ্যার রাজবংশকে ত সূর্য্যবংশই বলে, তা তুমি শেষ-কালে তোমার বাপের বংশটা ধ্বংস কর্‌তে বস্‌লে ?

শনি। শনি কখন বাপ-টাপের তোয়াক্কা রাখে না; বাপ্‌ ত বাপ্‌, স্বয়ং শিবের পুত্র গণেশের মুণ্ডুর কথা স্মরণ আছে ত ?

রোহিণী। পার্‌ছ না কেবল রাবণের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে; সেখানে বুজ্‌রুকি খাটে না।

সহসা ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

সেথায় আর খাটে না বুজ্‌রুকি।
সেথায় গেলে যাদুধনের চোখে লাগ্‌বে ঘুরুকি॥
ওযে সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি শনির শক্তের কাছে নয়,
নরম পেলেই করেন তারে, এক দৃষ্টিতেই ক্ষয়,
লঙ্কা গেলেই শঙ্কা পাছে
শেষটা কর্‌তে হয় বা মজুরকি॥
ওযে দেশের শত্তুর, দশের শত্তুর, বাপের কুপুত্তুর,
(নৈলে) সূর্য্যবংশে ধ্বংসের চিতা জ্বাল্‌ত না আর হ'লে সুপুত্তুর
নাই কাণ্ডাকাণ্ড ঘোর পাষণ্ড যত লণ্ডভণ্ডের ঠাকুরটি॥

[প্রস্থান।

রোহিণী। কি ব'লে গেল ?

শনি। হাঁ, তুমিও যেমন ? লোকের বলাবলির ধার ধার্‌লে কি শনির কাজ এতদিন চল্‌ত ? ও সব আজন্মকাল থেকেই শুনে আস্‌ছি, ধাতে স'য়ে গেছে—কিছুই ব'য়ে যায় না ।

রোহিণী। আমার এই সবে হাতে-খড়ি, তাই বোধ হয়, এতটা লেগেছে।

শনি। আমার পাঠশালে কিছুদিন পড়্‌লেই সব স'য়ে যাবে !

রোহিণী। থাক্, আমার আর তোমায় পাঠশালে প'ড়ে কাজ নেই ; আমি এখন চল্‌লেম। সেদিন থেকে মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ছিল, তাই খবরটা জান্‌তে এসেছিলেম। আসি তবে।

[প্রস্থান।

শনি। ভবিতব্য বেটা ত ভারি শক্ত-শক্ত শুনিয়ে গেল ! ও বেটার আস্পর্দ্ধাটা চিরকালই অমন-ধারা বেয়াড়া ধরণের। বেটা কর্ম্মফলরূপে সবারই কর্ম্মের পথে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কাকেও খাতির করে না। বেটাকে দেখ্‌লে আমার মতন দেবতারও বুকের ভেতর কেমন দুর্‌দুর্ কর্‌তে থাকে। যা যা ক'রে যাচ্ছি, তার ত একটা ফল আছেই। কি জানি, ভবিতব্য বেটা আবার কোন্ ফল হ'য়ে তখন দেখা দিতে আস্‌বে ? এক-এক সময়ে যেন প্রাণটা কেমন আঁৎকে ওঠে। বিবেকের ক্ষীণ স্বরটা এক-একবার কখন কখন কাণের ভেতর যে প্রবেশ না করে, তা নয়। তবে শর্ম্মা তাতে ভেব্‌ড়ে যান্ না ; এই একটা যা সাহস আছে। যাক্—ও সব চিন্তা কর্‌লে একদিন হয় ত মাথাটাও বিগ্‌ড়ে যেতে পারে। দূর ছাই—দূর ছাই ! আমিও আপনার কাজে যাই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অযোধ্যা—অন্তঃপুর।

ধীরে ধীরে দশরথের প্রবেশ।

দশ। কেন? কি অন্যায় করেছি? ইচ্ছা হয় না—ভাল লাগে না, তাই কাছে যাই না। যে কয়দিন ভাল লেগেছিল, যে কয়দিন ভালবেসেছিলেম, সে কয়দিন ত কাছ ছাড়া করি নি। এখন আর পারি না, ছোটরাণীকে দেখ্‌লে এখন দুই চোখের বিষ ব'লে বোধ হয়। তার সেবা, ভক্তি, পূজা, ও সব যেন একটা বিরক্তি এনে দেয়। তার মুখে না আছে—একটা প্রেমের উচ্ছ্বাস, তার চোখে না আছে—একটা অপাঙ্গ-বিক্ষেপ, না আছে—তার প্রাণে একটা মাখামাখি ভাব! কেবল আছে—সেই নীরস—শুষ্ক—রুক্ষভাষার কর্ণ-কঠোর ধ্বনি। কেবল আছে—সেই কচিমুখে মান্ধাতার আমলের একঘেয়ে দস্তুর মতন বুড়োমি। সে কি ভাল লাগে? স্ত্রী যদি স্বামীর মনোরঞ্জন কর্‌তে না পারে, তবে তেমন স্ত্রীর জন্য স্বামীই বা সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দেবে কেন? কেন, এই যে মেজরাণী কৈকেয়ী আছে, তার আমার ওপর কি টান্! কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসা! কি প্রাণভরা প্রেম-উচ্ছ্বাসে মাতিয়ে তোলা! কি নববাসন্তী-শ্রীর মত হাস্যময়ী পুষ্পরাণী সেজে আমার প্রাণে শান্তিসুধা ঢেলে দেবার চেষ্টা! সাধে কি রাজকার্য্য ছেড়ে কৈকেয়ীর কাছে বাঁধা পড়েছি?

ধীরে ধীরে বিষন্নমুখী সুমিত্রার প্রবেশ।

[সুমিত্রা সত্বর আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দশরথকে প্রণাম করিলেন]

দশ। [স্বগত] এই সব অতি-ভক্তির ভাব দেখ্‌লে, বিরক্তি না এসে কি থাকৃতে পারে ?

সুমিত্রা। অভাগিনী পদতলে কি অপরাধ করেছে, মহারাজ ?

দশ। [বিরক্তিভাবে স্বগত] সেই নীরস প্রেমশূন্য সেকেলে ভাষা।

সুমিত্রা। কতদিন ঐ পাদপদ্ম পূজা কর্‌তে পারি নি ব'লে বড় কষ্ট পাচ্ছি যে, নাথ!

দশ। ভাগ্যে ছিল, পাচ্ছ; আমি তার কি কর্‌ব ?

সুমিত্রা। তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে, প্রভু ?

দশ। [স্বগত] এই কি সম্বোধন হ'ল ?

সুমিত্রা। এস, আমার সর্ব্বস্বদেবতা! অভাগিনীর গৃহে এস, আমি ঐ পা দুখানি পূজা ক'রে সার্থক হই গে।

দশ। না, এখন আমার সময় হবে না; আমার অনেক কাজ হাতে। দুঃখের বিষয়, তোমাকে সার্থক কর্‌বার সময় এখন আমার নাই।

সহসা কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। কোন্ কাজ হাতে আছে, মহারাজ ? সব কাজই ত পরিত্যাগ ক'রে ব'সে আছ।

দশ। তুমিও এসে জুট্‌লে ?

কৌশল্যা। কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে আমার গৃহে যেতেও বল্‌ব না, বা আমার কোন দুঃখ কষ্টও তোমাকে জানাব না। আমি বেশ আছি—আমার কোন দুঃখ কষ্ট নাই। কিন্তু এ যে নিরীহ বালিকা, সংসারের কিছুই জানে না; বিবাহের পর এক স্বামীকেই চেনে—স্বামীকেই বোঝে—প্রাণের ভক্তি দিয়ে একমাত্র স্বামী-দেবতার পদপূজা কর্‌তেই শিখেছে; তার প্রতি এমন নির্দ্দয় হ'লে কেন, মহারাজ ?

দশ। অত নির্দ্দয়-সদয় আমি বুঝি না, কৌশল্যা! আমি—আমার

প্রাণের শান্তির জন্য যে পথ সম্মুখে সুন্দর—সরল ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌ব, সেই পথেই ছুট্‌ব। কেউ সে নির্ব্বাধ গতিকে প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না।

কৌশল্যা। বিবাহের পূর্ব্বে ত সে চিন্তা ক'রে দেখেন নি, নাথ!

দশ। বিবাহের পূর্ব্বে দেখি নি, পরেই না হয় দেখেছি; তাতেই বা কি এসে-গেল?

কৌশল্যা। কি এসে-গেল না গেল, তা যদি একটুও চিন্তা ক'রে দেখ্‌তে, তা হ'লে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তে।

দশ। সে চিন্তা ক'রে দেখ্‌বার সময় আমার নাই জেনে রেখো।

কৌশল্যা। কিসের সময় নাই? কিসের ব্যস্ততা—মহারাজকে এমন ব্যাকুল ক'রে তুলেছে, তা কি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না? কিসের জন্য আজ সহস্র সহস্র অন্নহীনের কাতর আর্ত্তনাদ মহারাজের কর্ণে প্রবেশ কর্‌ছে না, তা কি আমি জান্‌তে পার্‌ছি না? কিসের মোহিনীশক্তি আজ মহারাজকে এমন বিবেকশূন্য পথে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তা কি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, মহারাজ? কোন্ ত্রুটির জন্য আজ মহারাজের সোণার রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছে, তা কি শুন্‌তে পাচ্ছি না? মহারাজ! অযোধ্যার প্রতিপালক! একবার বাইরে গিয়ে রাজ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এস ত দেখি। যে রাজ্যবাসিগণ প্রতিদিন তোমার জয়কীর্ত্তন না ক'রে শয্যাত্যাগ কর্‌ত না; আজ একবার শুনে এস ত দেখি, তাদের মুখ থেকেই আবার তোমার শতশত নিন্দাবাদ উত্থিত হ'য়ে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুল্‌ছে কি না। রাজাধিরাজ! রঘুবংশতিলক! একবার চক্ষু মি'লে রাজ্যের দশা দেখ এবং বেশ ক'রে নিজ জীবনের পূর্ব্বাপর আলোচনা ক'রে দেখ, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে—তা হ'লেই হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, বর্ত্তমান্ অবস্থা তোমাকে কত অধঃপতনের দিকে হাতে ধ'রে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

সহসা কৈকেয়ীর প্রবেশ।

কৈকেয়ী। [দশরথের হস্ত ধরিয়া] এ কি! এখানে কেন? আমার কাছে এস।

[দশরথের হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

কৌশল্যা। দেখ্‌লে, ভগিনি! রোগ কোথায়? আর কি কর্‌বে, বোন্? যেমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছিলে, তার ফল ভোগ কর।

সুমিত্রা। আমি আমার জন্য ভাব্‌ছি নে, দিদি! কিন্তু রাজ্যের উপায় কি হবে,

কৌশল্যা। সে উপায় এক ভগবান্ ভিন্ন আর কারো হাতে নাই। দিন দিন যেরূপ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে, তাতে যে কি গিয়ে দাঁড়াবে, তা ভাব্‌লেও প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে। মহাত্মা কঞ্চুকীদেবকে অন্নহীন দরিদ্রের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত ক'রে দিতে বলেছি; কিন্তু সে রাজকোষ নিঃশেষ হ'তে কয়দিন লাগে, বোন্? তারপরের উপায় কি? হায়, মহারাজ! একদিন এ নেশা কাটবেই, কিন্তু সেদিন যে আর অনুতাপ ক'রেও কূল পাবে না! হা রাক্ষসী কৈকেয়ী! তো হ'তেই সোণার রাজ্য ছারখার হ'ল! কালসাপিনি! তুই কেন সর্ব্বনাশ কর্‌তে এই অযোধ্যায় প্রবেশ করেছিলি?

সুমিত্রা। না, দিদি! বোধ হয়, আমার জন্যই রাজ্যে এমন সর্ব্বনাশের আগুন জ্ব'লে উঠেছে। আমি মহাপাপিনী, আমি এসে অবধি রাজ্যে এই সব অশান্তি দেখা দিয়েছে। ব'লে দাও, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কি কর্‌লে যেমন ছিল তেমনি হয়? কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে—এই অশান্তির নিবৃত্তি হয়? যদি প্রাণপাত ক'রেও কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তা' হ'লে বল দিদি, আমি এখনই এ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিই।

কৌশল্যা। কি দোষ তোর, ভগিনি! যার দোষে এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে, তার গ্রাস হ'তে মহারাজকে মুক্ত কর্তে পার্‌লে, তবে উপায় হ'ত,—তবেই আবার রাজ্যে শান্তি ফিরে আস্‌ত। সে উপায় ত আমাদের হাতে নাই, সুমিত্রা! যাও, লক্ষ্মী বোন্ আমার! আপনার গৃহে যাও। দিবারাত্র মহারাজের মঙ্গলের জন্য—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, ভগবান্‌কে ডাক; তিনি যদি মুখ তুলে চান্। আমি ত দিবারাত্র কেবল তাঁর দিকেই চেয়ে প'ড়ে আছি।

কঞ্চুকী। [নেপথ্য হইতে] বড় মা! আছিস্ কি?

কৌশল্যা। হাঁ, বাবা! আসুন। [সুমিত্রার প্রতি] যা, বোন্, ঘরে গিয়ে ভগবান্‌কে একমনে ডাক্ গে। কঞ্চুকী দেব আস্‌ছেন।

[সুমিত্রার প্রস্থান।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। [হতাশভাবে] না, মা! আর পার্‌লেম না। দ্বারে শত শত কঙ্কালমূর্ত্তি 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে প্রাণান্ত চীৎকার কর্‌ছে, কিন্তু রাজকোষ ধনশূন্য, একটি কপর্দ্দকও নাই; চারিদিকেই অন্ধকার দেখ্‌ছি।

কৌশল্যা। ভাণ্ডারে কি তণ্ডুলও নাই?

কঞ্চুকী। না—না, কিছু নাই—বেটি, কিছু নাই।

কৌশল্যা। এক কাজ করুন, বাবা! তবে আমার যে সমস্ত রত্নালঙ্কার আছে, আমি এখনই এনে আপনাকে দিচ্ছি; আপনি সেই সব বসন-ভূষণ বিক্রয় ক'রে দীনহীনকে অন্ন দিয়ে বাঁচান্।

কঞ্চুকী। কিন্তু—কিন্তু সেই অপদার্থটা এখন কোথায়? ব'লে দে, আমি একবার তাকে নিয়ে সেই কঙ্কালমূর্ত্তি বুভুক্ষু জনতার সম্মুখে দাঁড় করাব; একবার সেই স্ত্রৈণটা গিয়ে দেখুক, তার সাধের প্রজাগণ কি ভাবে মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। অপদার্থ একবার তার রাজ্যের দিকে চেয়ে

দেখুক্—কেমন ক'রে রাজা, তার নিজের হাতে আগুন জেলে ছারখার ক'রে ফেলেছে। ব'লে দে—সে সর্ব্বনেশে রাজা কোথায় ? আমি একবার—সে কেমন রাজা, তাই দেখ্‌ব।

কৌশল্যা। কোন ফলই হবে না, বাবা ! মিছে কেন মনঃকষ্ট বাড়াতে যাবেন ? তাঁর কিছুই দোষ নাই, সবই আমাদের কপালের দোষ, বাবা।

কঞ্চুকী। তা বৈ কি, তোদের কপালের দোষ বৈ কি ! এখনও স্বামীর দোষ ঢাক্‌বার চেষ্টা ? আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে বুঝি ? ঐরূপ দোষ ঢেকে ঢেকে নিয়ে বেড়িয়েই ত তুই তোর নিজেরও সর্ব্বনাশ কর্‌লি, শেষ তারও সর্ব্বনাশ কর্‌লি। বোকা বেটী, তুই যখন বড়রাণী—তখন তুই যদি একটু শক্ত হ'য়ে চল্‌তিস্, তা হ'লে কি রাজা তোর দিকে না চেয়ে অন্য স্ত্রীকে নিয়ে এইরূপ জড়ের মতন প'ড়ে থাক্‌তে পার্‌ত ?

কৌশল্যা। সে যাক্ গে, বাবা ! আপনি চলুন, আমার সমস্ত আভরণ নেবেন চলুন। বেশি বিলম্ব কর্‌লে ক্ষুধার্ত্তরা আরও কাতর হ'য়ে পড়্‌বে।

কঞ্চুকী। তাতেই বা কয়দিন চল্‌বে ?

কৌশল্যা। যে কয়দিন চলে চল্‌বে। তারপর যে ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা আমাদের হাতে নাই, ভগবানের মনে যা থাকে, তাই হবে, বাবা ! আপনি আসুন, বড় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

কঞ্চুকী। রাজ্যের রাজা জীবিত থাক্‌তে, শেষে প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য রাণীর অঙ্গ-আভরণ শূন্য ক'রে নিতে হবে ?

কৌশল্যা। তা হ'লেই বা, প্রজারক্ষা-ধর্ম্মে রাজার অধিকার থাক্‌বে, আর তার সহধর্ম্মিণীর বুঝি সে পুণ্য সঞ্চয়ে কোন অধিকারই থাক্‌বে না, এ কেমন কথা, বাবা ?

কঞ্চুকী। বুঝেছি, তোকে নিরস্ত করতে পার্‌ব না ; কিন্তু একবারটি রাজার কাছে যেতে যেন বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে, মা !

কৌশল্যা। থাক্, বাবা! এখন নয়, এখন যে কাজ হাতে—সেই কাজ আগে সমাধা করুন; তার পরে না হয় মহারাজের খোঁজ নেবেন।

কঞ্চুকী। [স্বগত] কি উচ্চ তুই, মা! কি পতিব্রতা তুই, মা! কি মাতৃত্বের মহিমময়ী জননীমূর্ত্তি তুই, মা! [উভয়ের প্রস্থান।

অন্য দিক্ দিয়া মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। দেখ সকলে একবার মন্থরার বুদ্ধির দৌড়টা। কোথাকার জল কোথায় নিয়ে দাঁড় করাচ্ছি। রাজাকে এখন একবারে মেজরাণীর পোষা জানোয়ার ক'রে ছেড়েছি। সুমিত্রা রাণীর নামও রাজা এখন আর শুন্‌তে পারেন না। মেজরাণীর মরা মালঞ্চে ফুল ফুটিয়েছি, হাসি আর এখন মুখে ধরে না। আহ্লাদে আর এখন মাটীতে পা দিয়ে হাঁটে না। ও দিকে ছোটরাণীও একেবারে চোখের জলে পথ দেখ্‌তে পায় না। রূপের বড়াই সব ভেঙে দিয়েছি। ছোটরাণীর সেই হারামজাদা দাসীটা আর এখন আমার পিঠের উঁচুটা দেখে মুচকী হাসি হাসে না, মুখ শুকিয়ে গেছে, আমায় দেখ্‌লে ভয়ে আর কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। ঐ মুখপোড়া দাসীটার ব্যঙ্গ হাসি দেখেই ত এ কাজে লেগেছিলাম, নৈলে আমার আর এতে স্বার্থটা কি হ'ল? হারামজাদা মাগী আবার আমাকে কুজী কুজী ব'লে ডাকৃতে সুরু করেছিল। ওরে চোখখাগীর বেটি! ওটা কি আমার কুজ, যে ঠাট্টা কর্‌বি? ওটা যে আমার বুদ্ধির থলি। বিধাতা-পুরুষ অপর লোকের মাথার ভেতর বুদ্ধির থলি গেঁথে দেন, আর আমার বুদ্ধির থলিটা খুব বড় রকমের কি না? তাই মাথার ভেতর ধরাতে না পেরে একেবারে পিছন দিকে পিঠের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। নৈলে এতবুদ্ধি আমদানী কর্‌তুম কোত্থেকে? যাই—এখন মেজোরাণীর কুঞ্জে একবার যাই। গেলেই কিছু-না-কিছু একটা বকশিস্ লাভ আছেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

রাবণ, সারণ, সৈনিকদ্বয় ও প্রহরী সভাসদবর্গ
যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রাবণ। অদ্যকার সভার অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় কি কি আছে, সারণ?

সারণ। [লিপি দেখিয়া] আজ্ঞে, মহারাজ! আজ আর অন্য বিশেষ কর্ত্তব্য হাতে নাই; কেবলমাত্র কয়টি বিষয় অবশ্য কর্ত্তব্য আছে।

রাবণ। কি কি?

সারণ। প্রথম, স্বর্গে যে গুপ্তচর প্রেরিত হয়েছে, তার অদ্যই ফিরে আস্‌বার কথা; সে ফিরে এলে, তার মুখে গুপ্তবার্ত্তা শুনে সে বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা।

রাবণ। আর—আর?

সারণ। দ্বিতীয় হচ্ছে—মহারাজের বিনানুমতিতে সুরপতি বাসব সাতদিন পর্য্যন্ত লঙ্কার সভাতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং নিজের হস্তে মালাও রচনা ক'রে পাঠান নি, সে সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা।

রাবণ। হাঁ—হাঁ, নিশ্চয়ই। তার পর?

সারণ। উপস্থিত আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।

রাবণ। আচ্ছা—বেশ, গুপ্তচর এখনও ফির্‌ছে না কেন? তার ত আরও পূর্ব্বে ফের্‌বার কথা। হুঁ, কার্য্যে শৈথিল্য এসেছে। আমার

কর্ম্মচারিগণ সকলেই দেখ্‌ছি, একটু-একটু ক'রে আলস্য, ঔদাসীন্য, শৈথিল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। রাবণের রক্তচক্ষু যে এত শীঘ্র সকলে বিস্মিত হবেন, সেটা আমি ভাব্‌তে পারি নি বটে।

একজন গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। [অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল]

রাবণ। কি সংবাদ, দূত ?

গুপ্তচর। আজ্ঞে, স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে মহারাজের বিরুদ্ধে খুবই একটা ষড়্‌যন্ত্র চল্‌ছে।

রাবণ। কি রকম ?

গুপ্তচর। স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হ'য়ে সম্প্রতি বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণের শরণাগত হয়েছিলেন।

রাবণ। হুঁ, তার পর ?

গুপ্তচর। তার পর—যতদূর সম্ভব বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি, মহারাজ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ না কি দেবগণকে আশ্বাস দিয়েছেন—তিনি শীঘ্রই অযোধ্যাপতি দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে, রক্ষঃকুল সমূলে নির্ম্মূল ক'রে ধরার ভার লাঘব কর্‌বেন।

[রাবণ দন্তে দন্তে পেষণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিলেন]

সারণ। সুরপতি বৈকুণ্ঠ হ'তে স্বর্গধামে কি ফিরে এসেছেন ?

গুপ্তচর। হাঁ, গতকল্য ফিরে এসেছেন, এবং এই আনন্দ-সংবাদে সুরপুরে বিশেষ আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হয়েছে।

রাবণ। আচ্ছা—স্থানান্তরে যাও।

[গুপ্তচরের প্রস্থান।

মন্ত্রী সারণ !

সারণ। [করযোড়ে] আজ্ঞা করুন।

রাবণ। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তা হ'লে আমার একজন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী।

সারণ। তাই ত' বোধ হচ্ছে, মহারাজ!

রাবণ। বড় একটা ভুল ক'রে ফেলেছি কিন্তু।

সারণ। মহারাজের ভুল?

রাবণ। হাঁ, আমারই ভুল। পৃথিবী এবং স্বর্গ বিজয়ের পর বৈকুণ্ঠ জয় না ক'রে লঙ্কাপুরে ফিরে আসাই সেই মহাভুল। মন্ত্রী! লঙ্কাপতি রাবণের বাহুবল, বৈকুণ্ঠের পতি হরির নিকট প্রকাশ না করবার ফলেই আজ নারায়ণের অসম্ভব স্পর্দ্ধার কথা শুনতে হচ্ছে; আচ্ছা—শীঘ্রই এই ভুলের সংশোধন ক'রে নিতে হচ্ছে। মন্ত্রী! আমি যত শীঘ্র পারি, সসৈন্যে বৈকুণ্ঠ আক্রমণ করব, তুমি আজই রাজ্যমধ্যে আমার এই আদেশ ঘোষণা ক'রে দাও যে, সকলেই যেন সশস্ত্র হ'য়ে আমার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকে।

অদৃশ্যভাবে ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

ঘুঘু তুমি ফাঁদ দেখ নি।
তোমার মরণের ফাঁদ পেতেছে চাঁদ,
সেই ফাঁদের কাছে যাও দেখি নি।
কটাক্ষে যার ব্রহ্মাণ্ড লয়,
তারে তুমি করবে জয়,
যার নামে শমন হয় পরাজয়
তাও কি কখন শোন নি।

[প্রস্থান।

রাবণ। এত সাহস কার, সারণ?

সারণ। কাকেও ত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, মহারাজ!

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী। দেখ্‌তে পাবেও না, ওর নাম কর্ম্মফলরূপী ভবিতব্য।

রাবণ। দেবতার প্রেরিত বোধ হয়।

বিভী। না, মহারাজ! ভবিতব্য কারও প্রেরণায় চালিত হয় না, সে নিজে একজন স্বতন্ত্র স্বাধীন।

রাবণ। মরুক্ গে যাক্। দেবতাদের স্পর্দ্ধার কথা শোন নি, বিভীষণ?

বিভী। না, মহারাজ!

রাবণ। তারা সব আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের শরণাগত হয়েছে।

বিভী। শরণাগতপালক নারায়ণ কি বলেছেন?

রাবণ। সে বড় হাস্যের কথা ভায়া, তিনি শীঘ্রই না কি অযোধ্যায় দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে রক্ষঃকুল সমূলে নির্ম্মূল করবেন ব'লে আশ্বাস দিয়েছেন। যে মানুষ হ'ল—আমাদের ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য, নারায়ণ সেই মানুষ হ'য়ে আমাদের বিনাশ করবেন, হাস্যের বিষয় নয় কি?

বিভী। না, মহারাজ! হাস্যের বিষয় একেবারেই নয়, বরং চিন্তার বিষয়।

রাবণ। কিসে?

বিভী। আপনি যখন তপস্যা ক'রে বিধাতার নিকটে বর গ্রহণ করেছিলেন, তখন কি আপনি এই বর প্রার্থনা করেন নি যে, একমাত্র নর ও বানর ব্যতীত সুর অসুর, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, সকলের নিকটেই আপনি অবধ্য হবেন!

রাবণ। তাই বুঝি, তোমার মানুষের নাম শুনে ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠেছে, বিভীষণ?

বিভী। আজ্ঞে, যথার্থই প্রাণ কেঁপে উঠেছে; শরণাগতপালক নারায়ণ যদি দেবতাদের ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর বাক্য কখন অন্যথা হবে না।

রাবণ। মানুষের হস্তে রাক্ষস নাশ হবে, শেষে এইরূপ তোমার বিশ্বাস দাঁড়াল, বিভীষণ?

বিভী। কেবল মানুষের নামটিই করছেন, মহারাজ, কিন্তু কে সেই মনুষ্যরূপে দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করবেন, সে কথাটা কি একবার ভেবে দেখ্‌ছেন না? মহারাজ, সামান্য এইটুকুমাত্র ভেবে দেখুন না কেন, যিনি ইচ্ছা করলে চক্ষুর পলকে এরূপ কোটী কোটী লঙ্কার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংসার হ'তে মুছে ফেলে দিতে পারেন, তিনি কেন এই সামান্য রক্ষঃকুল নির্ম্মূল করবার জন্য মানুষ হ'য়ে জন্মাতে চেয়েছেন? মনুষ্যরূপ ধারণ করবার কারণই হ'ল কেবল—ব্রহ্মা যে আপনাকে দেবগণের অবধ্য ব'লে বর দিয়েছেন, সেই ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা করবার জন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

রাবণ। হাঁ, কথাটা নিতান্ত অযৌক্তিক ব'লে মনে হচ্ছে না।

বিভী। আরও স্মরণ ক'রে দেখুন, মহারাজ! বেদবতীর হরণ বৃত্তান্ত। সেই মহাসতী মহারাজকে কি ব'লে অভিসম্পাত করেছিলেন?

রাবণ। হাঁ—হাঁ, মনে পড়েছে বটে, তাতেও সেই অযোধ্যার কথা ছিল বটে!

বিভী। আরও স্মরণ করুন—সেই অযোধ্যাপতি মহাবীর মান্ধাতার কথা; তাঁরই বংশধরের হস্তে আপনার মৃত্যু।

রাবণ। স্মরণ হচ্ছে, কিন্তু সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না।

বিভী। আপনি বিশ্বাস কর্‌তে না পারেন, কিন্তু কার্য্য কারণগুলি সবই যে দেখ্‌ছি, একসঙ্গে মিলিত হচ্ছে, মহারাজ !

রাবণ। আমি ত মনে করেছি, শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গিয়ে বৈকুণ্ঠপতির শক্তি পরীক্ষা কর্‌ব, দিগ্বিজয়ের সময় বৈকুণ্ঠ জয় করা হয় নি, সেই ভ্রম এবার সংশোধন ক'রে নেবো।

বিভী। একেবারে বৈকুণ্ঠ জয় কর্‌বেন ব'লেই স্থির ক'রে ব'সে আছেন মহারাজ, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে যাবার অধিকার বা শক্তি আপনার আছে কি না, সেটা ভেবে দেখেন নি বোধ হয় ?

রাবণ। রাবণের অপ্রতিহত গতিকে আবার কে বাধা দেবে, বিভীষণ ?

সহসা অদৃশ্যভাবে পুনঃ ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবি।—

গান।

হায়, সে জ্ঞান যদি থাকৃত।
তা হ'লে কি এমনি ক'রে কল্পনার পট আঁকৃত।

রাবণ। ঐ আবার এসেছে।

ভবি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

আস্‌ব আবার যাব আবার,
এমনি আমার কাজের ব্যাপার,
নৈলে কি সব কথা আমার কাণে তোমার বাজ্‌ত।

রাবণ। একবার দেখ্‌তে পেলে হ'ত যে ! [চারিদিকে নিরীক্ষণ]

ভবি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কর্ম্মফলেই থাকি আমি কর্ম্মফলেই বাসা,
কর্ম্মফলের সঙ্গে আমার ভবে যাওয়া-আসা,
কর্‌তে আমার সঙ্গে ভালবাসা
(যদি) সে বুদ্ধি তোমার থাকৃত।

[প্রস্থান।

রাবণ। এতদিন ত এ সব উপদ্রব এসে জোটে নাই।

বিভী। এই সব কারণ দ্বারাই যে ভবিষ্যতের অবস্থা অনেকটা অনুমান ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

রাবণ। ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কার্য্য কর্‌তে রাবণ কখন শিক্ষা করে নাই, এ কথা ত তোমার বিশেষ ভাবেই জানা আছে, বিভীষণ!

বিভী। অবস্থা ভেদে কার্য্য প্রণালীরও পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

রাবণ। যাক্, এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বৈকুণ্ঠে আমার যাবার অধিকার নাই কিসে?

বিভী। বৈকুণ্ঠে গমন কর্‌বার মত পুণ্য সঞ্চয় ত মহারাজের নাই।

রাবণ। কেন, বাহুবল আছে ত?

বিভী। বাহুবল প্রকাশের স্থান বৈকুণ্ঠধাম নয়, মহারাজ!

রাবণ। কেন নয়?

বিভী। অবলম্বনহীন মহাশূন্যে বৈকুণ্ঠধাম স্থূল দৃষ্টির অলক্ষ্যভাবে বিরাজমান্। একমাত্র পরম ভাগবৎ যোগিগণ ও দেবতাগণ ভিন্ন অন্য কেহই সেখানে গমন কর্‌তে পারে না।

রাবণ। শুনেছি, নারায়ণ একজন ধূর্ত্ত মায়াবী, তাই বোধ হয়, মায়াবলে বৈকুণ্ঠধাম অন্যের অদৃশ্য ক'রে রেখেছে।

বিভী। না, মহারাজ! তিনি মায়াবী নন্ বরং মায়াতীত।

রাবণ। জানি, তুমি তার একজন পরম ভক্ত, তাই তার নিন্দার পরিবর্ত্তে সুযশ কীর্ত্তনই কর্‌বে।

বিভী। তাঁর ভক্ত হ'তে পারি, এমন সৌভাগ্য কি এই রাক্ষসাধম বিভীষণের কখন হবে?

রাবণ। [গম্ভীরভাবে] যাও—বিভীষণ, স্থানান্তরে যাও; আমি এখন অন্যান্য রাজকার্য্যে নিযুক্ত হব।

বিভী। আসি তবে, মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাবণ। সমস্ত কথাই ত শুন্‌লে, সারণ, এখন তোমার মতামত কি জান্‌তে চাই।

সারণ। আমার মতে, বৈকুণ্ঠ যখন লোক-চক্ষুর অন্তরালেই অবস্থিত, তখন বৈকুণ্ঠ আক্রমণের উদ্যোগ না ক'রে নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

রাবণ। আচ্ছা—তাই না হয় হ'ল; কিন্তু নারায়ণ যাতে অযোধ্যায় গিয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে না পারেন, তার কি ব্যবস্থা করা যায়? সত্য হ'ক্ আর মিথ্যাই হ'ক্, কথাটা যখন শোনা গেল, তখন সে বিষয়ের একটা মীমাংসা না করা কখনই রাজনীতির অনুমোদিত নয়।

সারণ। তা হ'লে কি অযোধ্যার একেবারে চির উচ্ছেদসাধন কর্‌তে চান্?

রাবণ। তাই ত চাই, কিন্তু মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ বড়ই গ্লানির কথা—বড়ই লজ্জার কথা!

সারণ। তার চেয়ে এক কাজ কর্‌লেই ত হয়, মহারাজ!

রাবণ। কি?

সারণ। প্রকাশ্যভাবে যদি দশরথের সঙ্গে শত্রুতা করা লজ্জার বিষয় ব'লেই মনে করেন, তা হ'লে এক কাজ করা যেতে পারে। নারায়ণ যখন দশরথের গৃহে অর্থাৎ দশরথের ঔরসে তাঁর পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন ব'লেই স্থির করেছেন, তখন যাতে সেই দশরথ মহিষিগণের গর্ভধারণশক্তি নষ্ট ক'রে দেওয়া যায়, তার জন্য লঙ্কাপুরী হ'তে কোন চতুরা মায়াবিনীকে গুপ্তভাবে অযোধ্যায় পাঠালেই ত

অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হ'তে পারে। ওরূপ মন্ত্রৌষধি দ্বারা কিংবা যাদু-বিদ্যা প্রয়োগ দ্বারা গর্ভ-নাশ কর্‌বার শক্তি ত মহারাজের রাজ্যে অনেক রাক্ষসীরই আছে।

রাবণ। তা হ'তে পারে, কিন্তু—[অন্যমনে কিঞ্চিৎ চিন্তা] কিন্তু সে গুপ্ত-রহস্য যদি ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সকলেই একবাক্যে ত্রিলোক-বিজয়ী দশাননকে নিতান্ত কাপুরুষ এবং ভীরু ব'লেই মনে করবে। তাই ঐ দুর্ব্বল-পন্থার অনুসরণ করতে যেন নিতান্ত গ্লানি ব'লে বোধ হচ্ছে। আচ্ছা—এ বিষয়ে যা স্থির সিদ্ধান্ত হয়, সে আগামী কল্য প্রত্যূষেই প্রকাশ করা যাবে। আজ আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য এখনও হচ্ছে। সুরপতি ইন্দ্রের, এই আমার আদেশ উপেক্ষার জন্য দণ্ডবিধান নিতান্তই কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। নতুবা এ বিষয়ে উদাসীন থাকলে নিশ্চয়ই সুরগণ আরও গর্ব্বিত হ'য়ে উঠবে। যাও, সৈনিকদ্বয়! তোমরা এখনই সদলে স্বর্গে গিয়ে কেবলমাত্র বাসবকে অবিলম্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার আদেশ জ্ঞাপন করবে। আদেশ পালনে অনিচ্ছা কিংবা শৈথিল্য দেখ্‌লে বল-প্রয়োগেও দ্বিধা করবে না। প্রয়োজন বোধ ক'র্‌লে চরমুখে সংবাদ দিলেই যথেষ্ট সৈন্য প্রেরণ করা যাবে। যাও—এখনই যাও।

[অভিবাদনান্তে সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘ। মহারাজ!
নমে পদে পুত্র মেঘনাদ। [প্রণাম]

রাবণ। এস, বৎস!

মেঘ। শুনিলাম চরমুখে,
সুরপতি ইন্দ্রে না কি আনিবার তরে,
হয়েছে প্রেরিত স্বর্গে রক্ষঃসৈন্যগণ?

রাবণ। হাঁ, বৎস !

সুরপুরে সুরপতি স্বয়ং বাসব
সুরগণ সহ হইয়া মিলিত,
আমার বিরুদ্ধে না কি করিছে চক্রান্ত।
তাই ইন্দ্রে আনিবার তরে
প্রেরিয়াছি সৈন্যবৃন্দে আজি।

মেঘ। সেনাপতি পদে কেবা হইল বরিত ?

রাবণ। সেনাপতিরূপে কেহ হয় নি প্রেরিত।

মেঘ। যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য হয় ?

রাবণ। যদি হয়
তখন সে সেনাপতি হবে নির্ব্বাচিত।

মেঘ। রক্ষঃপতি ! প্রার্থনা আমার,
সম্প্রতি সেই
সেনাপতি পদে মোরে করুণ বরণ,
বাসবের সহ রণ বড় আকিঞ্চন।

রাবণ। কেন, বৎস ! স্বর্গ-জয়কালে
সে সাধ ত করেছ পূরণ,
পরাজয় করি ইন্দ্রে,
ইন্দ্রজিৎ নাম তব ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে।

মেঘ। সে লজ্জার কথা মনে হ'লে
লজ্জায় আনত হয় মস্তক আমার।
মহারাজ ! করুন স্মরণ,
স্বর্গজয়কালে
মেঘ-অন্তরালে পশি'

তস্করের ন্যায় করি' রণ
পরাজয় করেছিনু সুরেন্দ্র-বাসবে।
সম্মুখ সমরে করিয়া সমর,
পারি নাই লভিতে বিজয়।
সেই দুঃখে, সেই ক্ষোভে
অদ্যাবধি আছি ম্রিয়মাণ।
সেই হ'তে প্রাণপণে
দিবানিশি রণচর্চ্চা করিয়াছি আমি।
তাই বলি, রক্ষঃপতি!
অনুমতি দেহ পুত্রে,
এ সুযোগে সম্মুখ সমরে যুঝি'
বাসবেরে করি পরাজয়,
ঘুচাই মনের খেদ—মনের কালিমা।

রাবণ। তুষ্ট আমি পুত্র, তোমা প্রতি।
তব এই বীরোচিত বাসনা শ্রবণে
বীর পিতা তব,
এক মহা গর্ব্ব করে অনুভব।
সার্থক রাবণ পুত্র তুই মেঘনাদ,
দিনু অনুমতি তোমা—

সহসা বেগে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী। [প্রবেশ পথ হইতে] মহারাজ! মহারাজ! সহসা অনুমতি দিয়ে ফেল্‌বেন না। [নিকটে আগমন]

রাবণ। কেন, কি হয়েছে? অনুমতি দিতে বাধা দিচ্ছ কেন?

বিভী। প্রয়োজন নাই ব'লে। স্বর্গে ত যুদ্ধ ঘট্‌বার কোন সম্ভাবনাই নাই, মহারাজ!

রাবণ। যদি ঘটে?

বিভী। কখনই ঘট্‌বে না। কেননা, গুপ্তচর মুখে যখন সংবাদ পেলেম যে, স্বয়ং নারায়ণই নররূপে আপনার প্রতিকূলতাচরণ কর্‌বেন ব'লে সুরগণকে ভরসা দিয়েছেন, তখন আর স্বর্গে যুদ্ধের আশঙ্কা কেন কর্‌ছেন, মহারাজ? বিনা কারণে কেন আবার স্বর্গের শান্তি ভঙ্গ কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছেন?

রাবণ। আমার উচ্ছেদ সাধনের জন্য যে ষড়্‌যন্ত্র পরিচালনা কর্‌তে পারে, সে কি আমার বিদ্রোহী শত্রু নয়? প্রথমতঃ সেই বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করাই সামরিক নীতির একটা প্রধান কার্য্য।

বিভী। মহারাজ! যদি বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ দেবগণের নিকট আপনার উচ্ছেদ সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন ব'লে অঙ্গীকার ক'রেই থাকেন, তা হ'লে কিছুতেই তাঁর হাত হ'তে আপনার পরিত্রাণের উপায় নাই জান্‌বেন। বৃথা সুর-রক্তে স্বর্গ রঞ্জিত কর্‌লে কোন ফলই হবে না।

রাবণ। দেখ, বিভীষণ! রাজনীতি-ক্ষেত্রে মন্ত্রণা দেবার জন্য ত উপযুক্ত মন্ত্রীর আমার কিছুমাত্র অভাব নাই। তোমার এ ক্ষেত্রে কোন কথা না বলাই সঙ্গত মনে করি। বিশেষতঃ যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু, এমন কি, যে আমার উচ্ছেদ সাধনে কৃত-সঙ্কল্প, তুমি তারই একজন বিশেষ পক্ষপাতী পরম ভক্ত। রাজনৈতিক চক্ষে দেখ্‌তে গেলে তোমাকেও সেই শত্রু শ্রেণীভুক্ত মনে করাই উচিত। কিন্তু সে নীতি অবলম্বন না ক'রে যে, এখনও তোমার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা যাচ্ছে, সেইটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ ব'লে জেনো। সুতরাং দেশ কাল বিবেচনা ক'রে তোমার এখন নীরব থাকাই ভাল।

বিভী। মহারাজের বাক্য অবনতমস্তকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি? তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার কথা বল্‌বার অধিকার না থাক্‌লেও ভ্রাতৃত্ব হিসাবে ভ্রাতৃস্নেহে প্রণোদিত হ'য়ে সরল, সত্য, হিতবাক্য প্রয়োগ করাও কি আমার পক্ষে মহারাজ অনধিকার চর্চ্চা ব'লে মনে করেন? রাজ-সিংহাসনে আপনি পৃথিবী পালক সম্রাট্ হ'তে পারেন; কিন্তু মায়ের স্নেহ-রাজ্যে যে চিরশান্তিময় স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপিত রয়েছে, সে সিংহাসনে ত আপনার ও আমার তুল্য অধিকারই আছে, মহারাজ! সে দুর্লভ রাজ্যে যে, আপনি দাদা, আমি ভাই। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই যে মাতৃস্তন্যের সুধা-ধারা সমভাবে পান ক'রে আজ জীবন-পথের এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে, সে আস্বাদন ত বিস্মৃত হবার কথা নাই, দাদা! যে মাতৃ-স্নেহ গঙ্গার পূত-স্নিগ্ধ স্রোতে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে আজ আমরা সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ কর্‌ছি, সে সোদর-প্রেম, সোদর-প্রীতির অমিয় প্লাবনকে বাধা দিতে পারে, এমন রাজনৈতিক ব্যাপারের এমন কোন্ শাসন আছে, রক্ষোনাথ?

রাবণ। বিভীষণ! মূর্খ তুমি ত্রিলোকবিজয়ী রাজনীতি বিশারদ দশাননের রাজদণ্ড পরিচালনার কঠোর নিয়ম-সূত্রগুলি ভুলে যাচ্ছ। নতুবা ভ্রাতৃস্নেহের তরল উচ্ছ্বাসে রাবণের কঠোর কর্ত্তব্যময় রাজনীতির সুদৃঢ় শৈলচূড়াকে প্লাবিত ক'রে ভূমিসাৎ কর্‌বার ব্যর্থ আশাকে পোষণ কর্‌তে না। যা হ'ক্, তুমি এখন স্থানান্তরে গিয়ে শ্রান্তি দূর কর্‌তে পার।

বিভী। যে আজ্ঞা, যাচ্ছি। কিন্তু তবুও বল্‌ব, শত রাজ্য-কর্ত্তব্যের কঠোরতাকে গলিয়ে জল ক'রে ফেল্‌তে যদি কেউ পারে, তবে সে ভ্রাতৃ-স্নেহ—তবে সে ভ্রাতৃস্নেহ!

[প্রস্থান।

মেঘ। মহারাজ! অধম পুত্র জান্‌তে পারে কি যে, কে সেই নারায়ণ? যে আমার এই ত্রিলোকবিজয়ী পিতাকে উচ্ছেদ কর্‌ব কল্পনা

পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে? যদি অনুমতি পাই, তা হ'লে একবার সেই বল-দর্পিত নারায়ণের কত বল—কত বীর্য্য—কত শক্তি, তার পরীক্ষা কর্‌বার জন্য আপনার এ অধম পুত্র এখনই প্রস্তুত আছে।

রাবণ। এইরূপ উদ্যম-উৎসাহপূর্ণ বাক্যে আমি আজ বড়ই সুখী হলেম, পুত্র! তবে নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধাদির অনেক গূঢ় রহস্য আছে, সে সব কথা সময়ান্তরে তোমাকে বল্‌ব।

মেঘ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রাবণ। তবে তুমি ইন্দ্রসহ সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, সে বিষয়ে তোমাকে স্পষ্ট আদেশ দিচ্ছি, তুমি এখনই সসৈন্যে যাত্রা কর্‌তে পার।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

রাবণ। কি সংবাদ?

প্রতি। দ্বারদেশে রক্ষঃসৈন্য-বেষ্টিত সুরপতি বাসব উপস্থিত।

রাবণ। এখনই এখানে আন্‌তে বল।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

তোমার আর স্বর্গ পর্য্যন্ত যেতে হ'ল না, বৎস! সম্মুখ-যুদ্ধের সাধ পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লে না ব'লে বোধ হয় দুঃখিত হ'লে?

সৈন্যপরিবেষ্টিত, মাল্যহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ।

[সক্রোধে গম্ভীর ভাবে] সৈন্যগণ! এখনই বন্দী ক'রে কারাগারে রক্ষা কর। কল্যকার সভায় বন্দীর বিচার অবধার্য্য রৈল। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] সভা ভঙ্গ।

[সৈন্যগণ ইন্দ্রকে বন্দী করিল]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গপথ।

গীতকণ্ঠে স্বর্গবাসিগণের প্রবেশ।

স্বর্গবাসিগণ।—

গান।

হায় হরি, কি করিলে
ডুবাইলে সুরপুরী—অন্ধকারে।
আজ স্বর্গপতি-সুরপতি
বন্দী রক্ষঃ-কারাগারে।
সুর-গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম দূরে গেল,
কি হবে উপায় ঘোর নিরুপায়,
ডুবেছি অকূল-পাথারে।
কোথা আছ বিপদ্‌বারী,
দাও হে অভয় পদ-তরী,
তোমা বিনে বিপদ-বারী-
নাই হে শক্তি তরিবারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

একাকিনী কৈকেয়ী চিন্তা করিতেছিলেন।

কৈকেয়ী। কি হচ্ছে, কি ক'রে যাচ্ছি, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আমার নিজের ওপর আমার কোন স্বাধীনতাই নাই। মন্থরা আমাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, যন্ত্র-পুত্তলিকার মতন সেইদিকেই যাচ্ছি। কি সুখ পাচ্ছি—কি শান্তি পাচ্ছি, তাও ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। রাজাকে যতদূর বশে আন্‌বার, তা ত এনেছি। সপত্নীদের মুখদেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করেছি, রাজ-সিংহাসনের কথাও বোধ হয় মনে নাই। রাজ্য শ্মশান হ'য়ে যাচ্ছে, প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, বভুক্ষুর আর্ত্তনাদে দেশ ছেয়ে গেছে, তবুও সেদিকে রাজার দৃক্‌পাতও নাই। দিবারাত্র কেবল এক আমারই উপাসনা—আমারই ভজনা—আমারই অর্চ্চনা। কৈ, এত আদর, ভালবাসা পেয়েও ত প্রাণে যথার্থ সুখ, শান্তি আস্‌ছে না। বড়রাণী বা ছোটরাণী—কৈ তারা ত আমার মত পতিকে বশ কর্‌বার জন্য কোন চেষ্টা করে না; বরং তারা স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি ক'রে পূজা ক'রে মনে মনে আমা হ'তে যথেষ্ট শান্তি লাভ কর্‌ছে। তবে আমি এ কি কর্‌ছি? স্বামীকে কলের-পুতুলের মত ওঠাচ্ছি—বসাচ্ছি; এই কি পত্নীর ধর্ম্ম! এই কি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী আর্য্যনারীর কর্ত্তব্য! আর এই কি প্রেম? এই কি প্রণয়? ছিঃ ছিঃ, আমি কত নেমে পড়েছি! মন্থরা আমাকে কত নীচে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। যে বৃত্তি বারাঙ্গনায়, যে বৃত্তি কামুকা পিশাচীর, আমি সেই বৃত্তি আশ্রয় ক'রে মহারাজ

দশরথের ধর্ম্মপত্নী ব'লে জনসমাজে পরিচয় দিচ্ছি। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! আমারই জন্য রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছে, আমারই জন্য সোণার রাজ্য শ্মশান হ'য়ে গিয়েছে; এক আমারই জন্য অমন দেবতা আজ কি সেজে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন! এ অন্যায় কার পাপে? এ অরাজকতা কার পাপে? এর জন্য দায়ী কে? ধর্ম্মের বিচারে—সমাজের বিচারে, যথার্থ দোষী তবে কে হবে? আমি। আমি পাপিয়সী কৈকেয়ী আমি। না, আর এ পথে চল্‌তে পারা যায় না। এখনও যেটুকু সময় আছে, তার মধ্যেই ফির্‌তে হবে। মন্থরাকে স্পষ্টা-স্পষ্টি ব'লে দেব, তুই আর আমার কাছেও আসিস্ নি। কিন্তু রাজাকে কেমন ক'রে ফিরাব? যেভাবে হ'ক্ ফিরাতে হবে; সেই ফিরাণই এখন আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজাকে যদি আবার দেবতা ক'রে গড়্‌তে পারি, তা হ'লেই আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। ঐ যে—মন্থরা আস্‌ছে, দেখ্‌লে আজ ভয় হচ্ছে।

ধীরে ধীরে হাস্যমুখী মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। এ কি! এ যে জোড়া ভাঙা দেখ্‌ছি, এমনটি ত আর কখন দেখি নি; হ'ল কি তবে? পৃথিবীটে উল্‌টে যাবে না কি গা? বলি, ও মেজ মা! কাণ্ডখানা কি বল ত?

কৈকেয়ী। হাঁ, মন্থরা। আজ থেকে এই ভাবেই কৈকেয়ীকে দেখ্‌তে পাবি।

মন্থরা। তা হ'লে ত পৃথিবীটে সত্যি-সত্যিই না উল্‌টে আর যায় না।

কৈকেয়ী। আর তোর ও রঙ-তামাসা আমার ভাল লাগ্‌ছে না, মন্থরা!

মন্থরা। তা কি আর লেগে থাকে? জগতের গতিকই ত এই। কাজ ফুরিয়ে গেলেই তুমিই বা কে আর আমিই বা কে, এ ত জানাই আছে।

কৈকেয়ী। মন্থরা! যথার্থই বল্‌ছি, তোর ঐ সব কথা আজ আমার কাণে শেলের মতন বিঁধ্‌ছে। তুই পারিস্‌ ত আমার কাছ থেকে স'রে যা ; আমার মন এখন একটুও ভাল নাই।

মন্থরা। কেন, আজ কি আবার মানের পালা জুড়ে দিয়েছ না কি?

কৈকেয়ী। সে পালা বোধ হয়, আর জুড়ে দিতে হবে না। ভগবানের কাছে আজ প্রাণ খুলে প্রার্থনা করছি যে, ঠাকুর! আর যেন আমাকে নরকে ডুবিয়ে রেখো না। যে চক্ষু আজ ফুটেছে, আর যেন হে হরি, সে চক্ষু আমার অন্ধ ক'রে দিয়ো না। যে পথ ছেড়ে দিতে বসেছি, হে অন্তর্য্যামী! আর যেন আমাকে সে পথের দিকে টেনে নিয়ে যেয়ো না।

মন্থরা। [বিস্মিতনেত্রে] ওমা, ব্যাপার ত গুরুতর! একেবারে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত্‌ আরম্ভ হ'ল যে! মেজ মা, তোমাকে কি ভূতে পেলে না কি?

কৈকেয়ী। যে ভূতে পেয়েছিল, সে ভূত ত ছাড়াতে বসেছি।

মন্থরা। ও ভূত কি ছাড়্‌বে?

কৈকেয়ী। না ছাড়ে, বিষ খেয়ে মর্‌ব।

মন্থরা। একবারে বিষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল দেখ্‌ছি।

কৈকেয়ী। যে বিষ তুই এতদিন ব'সে ব'সে পান করিয়েছিস্‌, সেই বিষের ক্রিয়া এতদিন পরে হঠাৎ আজ দেখা দিয়েছে, মন্থরা সে বিষের ক্রিয়া নষ্ট কর্‌তে বিষ বৈ আর কিছুতে হবে না, বোধ হয়।

মন্থরা। হুঁ—তাই বল! বিষ তা হ'লে আমিই খাইয়েছি, বটে?

কৈকেয়ী। তুই নয়? কে আমাকে স্বামী বশ কর্‌বার বশীকরণ মন্ত্র এতদিন ব'সে শিখিয়েছিল? কে আমাকে সপত্নী-বিদ্বেষের পথে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এসেছিল? কে আমাকে স্বামী দেবতা ভুলিয়ে, স্বামীকে

খেলার পুতুল ক'রে নাচিয়ে বেড়াতে মন্ত্রণা দিয়েছিল ? কার কুমন্ত্রণার ফলে আজ আমার হৃদয়ে এই অনুতাপের আগুন জ'লে উঠেছে ?

মন্থরা। বটে—বটে ! এতদূর গড়িয়েছে ? বলি, যার জন্তে করি চুরি, সেই বলে চোরা ! আচ্ছা—আচ্ছা, দেখা যাবে ! মন্থরা মরছে না।

দশরথের প্রবেশ।

দশ। কি রে, মন্থরা ! বলি, মন্থরা মরছে না কি ? কি হয়েছে ?

মন্থরা। [চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে] না, মহারাজ ! কিছুই হয় নি, আমাকে বিদায় ক'রে দিন্, আমি—আমার যেখানে খুসী সেইখানে চ'লে যাই ; আমি আর এখানে একতিলও দাঁড়াব না। আমার কপালে যা ছিল, তা হয়েছে।

দশ। ব্যাপারটা কি ? মেজরাণী বকেছেন বুঝি ? আরে বোকা, সত্যি-সত্যিই কি মহিষী তোমায় বকেছেন ! তবে বেশি ভালবাস্‌লে তার সামান্য কথাই বেশি ক'রে প্রাণে লাগে। [কৈকেয়ীর প্রতি] হাঁ প্রিয়ে, তোমার মন্থরাকে আজ কাঁদিয়ে দিয়েছ কেন ? ও তোমার কি অপরাধ করেছে ? যাই ক'রে থাক্, তার জন্য আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আহা, মন্থরার উপরে কি অভিমান দেখাতে হয় ! ও ভালমানুষ সৈতে না পেরে কেঁদে ফেলেছে। ছিঃ মন্থরা, কেঁদো না, আবার হয় ত এখনই মহিষী তোমাকে গলার হারটাই পুরস্কার ক'রে ফেল্‌বেন।

কৈকেয়ী। [করযোড়ে] মহারাজ ! পতিদেবতা ! এ অধীনীর একটি কাতর প্রার্থনা—

দশ। [সবিস্ময়ে] ওকি—ওকি ! মহিষি, প্রাণেশ্বরি ! আজ এমন সম্বোধন কেন ? ওরূপ নীরস ভাষার নীরস সম্বোধন ত তোমার মুখের নয়, প্রাণেশ্বরি !

কৈকেয়ী। আজ থেকে এই সম্বোধনের অধিকারই আমায় দেন্, মহারাজ! যা আমার পক্ষে ন্যায্য—আপনার পক্ষে ন্যায্য, আজ হ'তে ন্যায্য পথেই দুইজনে যাই চলুন, মহারাজ! এতদিন যে খেলা দুইজনে খেলে এসেছি, আসুন—সে খেলা আমরা জন্মের মত ভুলে যাই, মহারাজ! আমরা পথ ভুলে এতদিন অন্য পথে পড়েছিলেম। আবার যখন পথের সন্ধান পেয়েছি, তখন আর পথ ছাড়্ব না। তাই বল্‌ছি, হৃদয়-দেবতা! চলুন—আজ হ'তে আমরা সেই পথে যাই, যে পথে গেলে পতি-পত্নীর ধর্ম্মবন্ধন চির অটুট থাক্‌বে—যে পথে গেলে এ পঙ্কিল পথের দিকে আর ফিরেও তাকাতে ইচ্ছা হবে না।

দশ। মহিষি! প্রিয়তমে! এ কি শোনাচ্ছ আজ! এ কি পথ দেখিয়ে দিচ্ছ আজ! যে বাঁশী শুনে এতদিন মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিলাম—যে পথে গিয়ে এতদিন প্রেমকুঞ্জের পুষ্পশয্যায় শুয়ে বিভোর হ'য়ে ঘুমিয়ে-ছিলেম, সে বাঁশী আজ কোথায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছ? সে পথ ফেলে এ কোন্ পথ ধ'রে চলেছ? ক্ষণকাল সঙ্গছাড়া হয়েছিলাম, এর মধ্যে এমন একটা জগতের বিপর্য্যয় এনে কে দিলে? হৃদয়েশ্বরি! অভিমান ছেড়ে হৃদয়ে এস, হৃদয় সুশীতল হ'য়ে যাক্।

কৈকেয়ী। স্বামিন্! উপাস্যদেবতা! যেখানে পত্নীর ন্যায্য অধিকার আছে, যে স্থানে নারীর জন্য বিধাতা স্বর্গ ক'রে গ'ড়ে রেখেছেন, যে স্থান নারীর পুণ্যতীর্থরূপে নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন, সেই চরণে—সেই স্বর্গ-নিকেতনে—সেই পুণ্যতীর্থে আজ হ'তে অভাগিনী একটুমাত্র স্থান ভিক্ষা কর্‌ছে—তাই দিন, তাতেই আমার মহাশান্তি, মহাসুখ হবে।

দশ। [স্বগত] এ কি চমৎকার! এ কি অসম্ভব! এ কি প্রহেলিকা! সংসারে কি এত অসম্ভব কখন সম্ভব হ'তে পারে? জগতে কি এত পরি-বর্ত্তন কখন ঘটতে পারে? আশ্চর্য্য! বিস্মিত হয়েছি! স্তম্ভিত হয়েছি!

কৈকেয়ীর মুখে এ কি ভাষার সমাবেশ! যে কৈকেয়ীর কাছে এলে সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার নিয়ে প্রিয়া আমার বক্ষে তখনই ঢ'লে পড়েছে, আজ সে কতদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আজ তাকে স্পর্শ করতেও সাহসে কুলাচ্ছে না। [পদচারণা]

মন্থরা। [স্বগত] তাই ত! মহারাজও দেখ্ছি, কেমন যেন এক রকম বে-ভাবের মতন হ'য়ে যাচ্ছেন! রকম যেন ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না। গতিক দেখে সরতে হচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, আমার নামও মন্থরা।

[অলক্ষ্যে প্রস্থান।

দশরথ। [স্বগত] মহিষী বলেছেন, পথ ভুলে এতদিন বিপথে ঘুরে বেড়িয়েছি, সত্যই কি তাই? পতি-পত্নীর জন্য বিধাতা কি সত্য-সত্যই এক স্বতন্ত্র পন্থার সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন? সে পন্থার অনুসরণ করলে কি যথার্থই সেখানে দেখ্তে পাওয়া যায় যে, পতি দেবতা, পত্নী তার পদ-সেবিকা? পতি পূজ্য, পত্নী উপাসিকা? অথচ উভয়েই আবার অভেদাত্মা। এ বড় গুরুতর সমস্যা!

নেপথ্যে ভবিতব্য।

ভবিতব্য।—

গান।

খাঁটী পথে নজর পড়েছে।
এদ্দিন ধ'রে ভুলের পথে, কেবল ঘুরে ঘুরে মরেছে।
রূপের নেশায় মত্ত হ'য়ে ছিল রে অজ্ঞান,
ভাল-মন্দ, সুপথ-কুপথ ছিল না সে জ্ঞান,
ভুলের বিকার কেটে এবার বিচার বুদ্ধি ধরেছে।

কৈকেয়ী। ঐ শুনুন, মহারাজ! দৈববাণী কি বলে?

ভবিতব্য।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

রূপে খাঁটী প্রেম মেলে না, মিছে কাঁদে পড়া,
ব'সে কেবল মনের ভেতর আকাশ-কুসুম গড়া,
রূপের নেশা ভেঙেছে তার, খাঁটী প্রেম যে করেছে।

[প্রস্থান।

দশ। রূপে আর প্রেমে তা হ'লে ত কোন সম্বন্ধই নাই। রূপ দু'দিনের, প্রেম চিরস্থায়ী। রূপ নেশা, আর প্রেম স্বচ্ছ মন্দাকিনীর স্বচ্ছ বারি। রূপ মোহ, প্রেম অবিকৃত-অনাবিল—নিত্য-সৌন্দর্য্যময় ঈশ্বরানুভূতি। এ সব তত্ত্বও জান্‌তেম, কিন্তু কৈ—এতদিন ত মনে আসে নি? কিসের যেন একটা গাঢ় আবরণে এ সব চিন্তা ঢেকে রেখেছিল!

কৈকেয়ী। হাঁ, মহারাজ! সত্যই তাই। মায়াবিনী আমিই আপনার সরল হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি এতদিন রূপের মোহ দিয়ে—বিলাসের ব্যসন দিয়ে—বাসনার অতৃপ্তি দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। আমি মহাযাদুকরী সেজে-মিথ্যা ভালবাসার কুহক দেখিয়ে—মিথ্যা প্রণয়ের উচ্ছ্বাস দেখিয়ে—মিথ্যা প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে মহারাজকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলাম। আপনার কোন দোষই নাই, মহারাজ! আমিই সুমিত্রার হিংসায় মন্থরার কুপরামর্শে মহারাজকে এমন অন্ধ ক'রে রেখেছিলাম। এ পাপের বুঝি আর আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই, মহারাজ!

দশ। প্রায়শ্চিত্ত যদি থাকে, তবে তোমারই আছে, কৈকেয়ি! কেন না—তোমাকে ভগবান্ প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপনা হ'তেই অনুতাপ দিয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু হায়, আমার বুঝি আব সে পথও নাই। আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ ঐ দেখ, মহিষি, কত কোটি-কোটি বুভুক্ষু প্রজার দারুণ অভিসম্পাত দিয়ে ঘেরা রয়েছে। আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ ঐ

দেখ কৈকেয়ী, কত সহস্র-সহস্র অনশন-মৃত প্রেতাত্মাগণের উষ্ণ শ্বাস—অগ্নিশিখার ন্যায় চারিদিকে আকীর্ণ রয়েছ। উঃ! কি কাল-ঘুম ভেঙে গেল! কি অন্ধ চক্ষু ফুটে গেল! কি করেছি? কি ভীষণ অনল রাজ্যে জ্বেলে দিয়েছি! কি সর্ব্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি! উঃ—

নেপথ্যে প্রজাগণ। কোথায় মহারাজ! না খেয়ে মলেম, গরিব-প্রজাদের অন্ন দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

দশ। [বিচলিত হইয়া] ঐ শোন—ঐ শোন, মহিষি! প্রজাগণের আর্ত্তনাদ! এতদিন পাষণ্ডের বধির কর্ণে প্রবেশ করতে পারে নি।

বেগে উন্মত্তবেগে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। [ব্যস্তভাবে] কৈ, রাজা! কোথা, রাজা! কোথায় নারীর অঞ্চলতলে লুকিয়ে আছে? ঐ যে—ঐ যে, রাজা। রাজা! রাজা! নিষ্ঠুর! নির্দ্দয়! পাষণ্ড! শোন্—শোন্, যা কখন অযোধ্যায় কেউ শোনে নি, তাই শোন্।

নেপথ্যে পুনঃ প্রজাগণ।—হায়! হায়! দুটি অন্নের জন্য আজ কোটি কোটি প্রজা প্রাণ দিচ্ছে। কোথায়, মহারাজ! অন্ন দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

কঞ্চুকী। শুন্‌ছ? বধির কর্ণে ও হাহাকার প্রবেশ করছে ত?

দশ। হায়! হায়! কি করেছি—কি করেছি! কঞ্চুকীদেব! কঞ্চুকীদেব! দাও—অন্নভাণ্ডার খুলে দাও, ধনভাণ্ডার খুলে দাও। নিরন্ন প্রজার প্রাণ বাঁচাতে হবে।

কঞ্চুকী। সব দিয়েছি, তোমার অপেক্ষা রাখি নাই; বড়রাণী-মার আদেশে ধনভাণ্ডার, অন্নভাণ্ডার সব খুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সব শূন্য—সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। আর কোন উপায় নাই।

দশ। আর কোন উপায়ই নাই?

কঞ্চুকী। না, আর কোন উপায়ই নাই, মহারাজ! তাই বিদায় নিতে এসেছি, অযোধ্যা ছেড়ে চ'লে যাব। যেখানে তোমার মত স্ত্রৈণ রাজার নাম শুন্‌তে হবে না—সেই দেশে চ'লে যাব! নতুবা এ সব শোকাবহ দৃশ্য আর বৃদ্ধবয়সে দেখে সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। তোমার অনাচার—তোমার অবহেলাতেই আজ অযোধ্যার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তোমার অনাচারের ফলেই রাজ্যে শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই এই ভীষণ রোমহর্ষণ ব্যাপার! একবার চল, রাজা! তোরণের বহির্ভাগে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে আস্‌বে, রাজা! নগরের মধ্য দিয়ে একবার ভ্রমণ ক'রে আস্‌বে, রাজা! দেখ্‌বে সে কি ভীষণ দৃশ্য! দেখ্‌বে সে কি করুণ দৃশ্য! দেখ্‌বে—নগরপথ স্তূপীকৃত অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ। দেখ্‌বে—মৃতাবশিষ্ট জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার নরনারীগণ অতি ক্ষীণকণ্ঠে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রবে কেমন ক'রে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়েছে। দেখ্‌বে—ক্ষুধার্ত্ত পিতা কেমন ক'রে শিশুপুত্রের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছে! দেখ্‌তে পাবে—ক্ষুধাতুরা উন্মাদিনী মাতা কেমন ক'রে কোলের শিশুর গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছে। দেখ্‌তে পাবে—মানুষ হ'য়ে রাক্ষসের ন্যায় কেমন ক'রে মানুষের অস্থি-মাংস চর্ব্বণ কর্‌ছে।

দশ। [অনুতপ্ত ও উন্মত্ত হইয়া] কৈকেয়ি! পাপিয়সি! রাক্ষসি! তুই আমাকে কি ক'রে ফেলেছিলি? সর্ব্বনাশি! তোরই জন্য আজ এই ভীষণ দৃশ্যের বর্ণনা শুন্‌তে হচ্ছে। আয়—আয়, রাক্ষসি! তোকে হত্যা ক'রে ফেলি। [অসি উত্তোলন]

কৈকেয়ী। তাই করুন, মহারাজ! তাই করুন। এই আমি ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এখনই আমার মস্তক ছেদন ক'রে ফেলুন, নতুবা আর আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। [সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

দশ। তবে তাই করি। [অস্ত্রাঘাতোদ্যত]

সহসা বেগে কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। [অস্ত্র ধরিয়া ফেলিলেন] করেন কি—করেন কি ?

কৈকেয়ী। বাধা দিয়ো না, দিদি! বাধা দিয়ো না; মহারাজের হাতে ছেড়ে দাও।

নেপথ্যে পুনঃ প্রজাগণ। [উত্তেজিত হইয়া] কৈ, রাজা! আমাদের বাঁচালে না? প্রজার মুখের দিকে তাকালে না? নারী নিয়ে মেতে রৈলে ?

দশ। ঐ শোন—ঐ শোন, কৌশল্যা! আমি এখনই ঐ নারীকে হত্যা কর্‌ব, তুমি ছেড়ে দাও। [ছাড়াইতে চেষ্টা]

কৌশল্যা। স্থির হ'ন্, মহারাজ! বিপদে ধৈর্য্যহারা হবেন না।

নেপথ্যে পুনঃ প্রজাগণ। [উত্তেজিতভাবে] তবে দাঁড়াও, রাজা! আমরা ত মর্‌তেই বসেছি। মর্‌বার আগে তোমাকেও আজ হত্যা ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাব—তোমার বাড়ী আজ লুঠ কর্‌ব।

কঞ্চুকী। [বিচলিত হইয়া] হায়! হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! বিদ্রোহী প্রজারা এখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে।

দশ। করুক্—করুক্—তাই করুক্, আমাকে হত্যা করুক্; আমি তাদের সম্মুখে বুক পেতে দেবো। দাও, কৌশল্যা! ছেড়ে দাও, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই।

কৌশল্যা। [করযোড়ে] ভগবন্! রক্ষা কর—ভগবন্ রক্ষা কর। [বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন]

উত্তেজিত প্রজাগণ উন্মত্তের ন্যায় হৈ হৈ শব্দে
যষ্টি উত্তোলন করিয়া প্রবেশ করিল ও
রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রজাগণ। দে, বাবা! হয় খেতে দে—না হয় আমাদের হাতে প্রাণ দে।

দশ। এই নাও—এই প্রাণ দেবার জন্য বুক পেতে দাঁড়ালেম। [তথাকরণ] আমাকে হত্যা কর—হত্যা কর—

[তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা দশরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

কৌশল্যা। আগে আমাকে—আগে আমাকে!

প্রজাগণ। [যষ্টি নামাইয়া] এ যে, মা! ওরে, আমাদের অন্নপূর্ণা মা এসে দাঁড়িয়েছে রে! দে, মা! খেতে দে, প্রাণ যায় মা, প্রাণ যায়!

কৌশল্যা। এস ছেলেরা, মায়ের সঙ্গে এস। আমার সঞ্চিত অন্ন আজ তোমাদের খেতে দি' গে। [অগ্রে গমন]

প্রজাগণ। জয় মা মহারাণীর জয়! জয় মা মহারাণীর জয়!

[অগ্রে কৌশল্যা পশ্চাৎ প্রজাগণের প্রস্থান।

[সকলের স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান]

কঞ্চুকী। কি ভীষণ বিপদের হাত থেকে আজ মহারাজকে উদ্ধার ক'রে গেলি, মা! কি মহাসর্ব্বনাশের অনল মুহূর্ত্তের মধ্যে এসে নিবিয়ে দিয়ে গেলি, মা! মা আমার! দেবী আমার! অন্নপূর্ণা আমার! তোর কাছে এই বৃদ্ধের মস্তক আপনা হ'তে আজ লুটিয়ে পড়্‌ল।

[মস্তক নত করণ]

দশ। দেব কঞ্চুকী! আর আমার কিছু বল্‌বার নাই! আমি এখনই স্বর্গপুরে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই অনাবৃষ্টির প্রতীকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। ইন্দ্রদেব যদি প্রসন্ন না হ'ন্, তা হ'লে যুদ্ধ পর্য্যন্ত কর্‌তে ত্রুটি কর্‌ব না। যদি রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ কর্‌বার উপায় কর্‌তে পারি—তবেই ফির্‌ব, তবেই এ পাপ-মুখ আবার লোক-সমাজে

দেখাব, নতুবা এই দেখাই শেষ দেখা। আপনি রইলেন—যা সদ্যুক্তি হয় করবেন, আমি চল্লেম।

কঞ্চুকী। মহারাজ! তোরণ-দ্বার পর্য্যন্ত আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

[নতমুখে উভয়ের প্রস্থান।

কৈকেয়ী। আমি কোথায় যাই? এ কলঙ্কের মুখ আর নারী সমাজে দেখাতে পার্ব না—আত্মহত্যা কর্ব। সে-ও যে মহাপাপ! না—আত্মহত্যা কর্ব না, বরং আজ হ'তে ঐ মহাদেবী কৌশল্যার নিকটে আত্মবলি শিক্ষা কর্ব। ও স্পর্শমণির স্পর্শে নিশ্চয়ই আমার সব পাপ দূর হবে। আহা হা! কি দেবী তুমি কৌশল্যা! কি মহীয়সী তুমি কৌশল্যা! কি পতিব্রতা তুমি কৌশল্যা! তোর পায়ের তলায় স্থান পেলেও মহাশান্তি অনুভব কর্ব্ব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা—নিভৃত স্থান।

ধুন্ধুমার ও দুর্জ্জলার প্রবেশ।

ধুন্ধু। আজকের খবর কি বল্, দুর্জ্জলা! কদ্দূর কি ক'রে উঠ্লি?

দুর্জ্জলা। আজকের খবর বড় ভাল নয় রে, ধুন্ধুমার! বড়ই বেগতিক!

ধুন্ধু। কি রকম—কি রকম? মন্থরা দাসীটাকে হাত কর্তে পারিস্ নি?

দুর্জ্জলা। দেখা কর্তেই পারি নি, তা' হাত করা!

ধুন্ধু। কেন, সে ত কৈকেয়ী রাণীর কাছেই দিন রাত থাকে বলেছিস্; সেখানে কি আজ আর দেখ্তে পেলি না?

দুর্জ্জলা। দেখ্তে পেলে কি হবে? কোন কথাই কইবার ফুরসুৎ পেলেম না। আজ কৈকেয়ী রাণীটার মাথাটা কেমন বিগ্ড়ে গেছে, তাই সে মন্থরাটার ওপর মহাখাপ্পা, ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর্বার মতন ভাব আর কি!

ধুন্ধু। কেন—কেন? মন্থরাটা যে তার না কি ডান্ হাত, বাঁ হাত; রাজাকে বশ কর্বার মন্তর-তন্তর সব ঐ মন্থরাই না কি দিয়েছিল?

দুর্জ্জলা। তা ত দিয়েছিল, কিন্তু টেকাতে পার্লে কি?

ধুন্ধু। কেন, রাজার কি আর কৈকেয়ী রাণীর ওপর তেমনধারা টান্ নেই না কি?

দুর্জ্জলা। টান্ ত নেই-ই, তারপর একেবারে ধুন্ধুমার ব্যাপার বেঁধে গেছ্ল আর কি!

ধুন্ধু। কি রকম? কি রকম?

দুর্জ্জলা। রকমটা হ'ল এই—মেজরাণীর হঠাৎ কেমন আজ মতলব ফিরে গেছে যে, রাজাকে আর ও ভাবে পুতুল-নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে না। তাই মন্থরাটার ওপর বিষম চ'টে যাওয়া, সেটারও গজ্ গজ্ কর্‌তে কর্‌তে সেখান থেকে স'রে পড়া। এদিকে প্রজারাও খেতে না পেয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে রাজার উপর চাড়োয়া হওয়া; রাজাও ক্ষেপে গিয়ে, মেজরাণীকে সর্ব্বনাশের মূল মনে ক'রে অসি উঠিয়ে কেটে ফেল্‌তে যাওয়া, শেষটা রাজার সটান্ স্বর্গমুখো ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে যাত্রা। আমারও যাত্রাটা পাল্‌টে নিতে একদম বাসা-মুখো রওনা দেওয়া, বুঝ্‌লে?

ধুন্ধু। তবেই ত মুস্কিল দেখ্‌ছি, দুর্জ্জলা! আজই হয় ত লঙ্কা থেকে চর এসে আমাদের কাজের কতদূর কি হয়েছে, জেনে যাবে। এই এক-হপ্তা এসেছি, এর মধ্যে কিছুই ত ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, এ কথা যদি লঙ্কানাথ জান্‌তে পারে, তা হ'লে কি আর ঘাড়ে মাথা থাক্‌বে, রে দুর্জ্জলা? এর নাম রাবণ, এ আর কেউ নয়! সব চাইতে আমরা দু'জন শীগ্রি শীগ্রি কাজ সাবাড়্ কর্‌তে পার্‌ব ব'লেই ত লঙ্কানাথ তোকে আর আমাকে অযোধ্যায় পাঠিয়েছেন।

দুর্জ্জলা। আমরা ত আর কোন চেষ্টার ত্রুটি করি নি, সোজা কথা ত নয়। এই ধর না—আমার ওপর ভার আছে, অযোধ্যার রাণী-গুলোকে কৌশল ক'রে ওষুধ খাইয়ে দেওয়া—যাতে তাদের পেটে কখন সন্তান জন্মাতে না পারে; কেমন? কিন্তু অমনি তড়াক্ ক'রে কাছে গিয়ে 'ওষুধ খাও গো—খাও গো' কর্‌লেই ত আর ওষুধ খাবে না। আগে কিছুদিন ভৈরবী-টৈরবী সেজে তাদের কাছে আনাগোনা কর্‌তে হবে—তার পর বিশ্বাস জন্মাতে হবে, তবে ত মিছে কোন লোভ দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে। সেই সব কর্‌ব ব'লেই ত আগে মন্থরা দাসীটাকে হাত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম।

ধুন্ধু। সে কথা কি আর আমাদের খাম-খেয়ালী রাজা বুঝ্বে? আমার ওপর যে কাজের ভার—সে ত আরও শক্ত। যে কোন রকমে দশরথ রাজাকে মেরে ফেলা। সে কি সোজা ব্যাপার! তারপর আজ আবার তোর মুখে শুন্‌লেম যে, রাজাটা না কি স্বর্গমুখো যাত্রা করেছে; তা হ'লেই এ যাত্রার মতন কাজ যা হবার, তা হয়েছে, তবে একটা কথা হচ্ছে, যদি স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধই করে, তা হ'লে হয় ত ইন্দ্রের হাতেও কাজ নিকেশ হ'য়ে যেতে পারে; তা হ'লে ত কথাই নেই—বিনা শ্রমে কাজ হ'য়ে যাবে।

দুর্জ্জলা। স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে পাবে কোথায়? ইন্দ্রকে যে আমাদের মহারাজ বন্দী ক'রে এনে লঙ্কার কারাগারে রেখে দিয়েছেন।

ধুন্ধু। রেখেছিলেন বটে, কিন্তু পরদিনই ব্রহ্মাঠাকুর নিজে এসে, মহারাজকে অনেক ব'লে-ক'য়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

দুর্জ্জলা। তা হ'লে তোর ত দেখ্‌ছি, একটা উপায় আছে, কিন্তু আমারই যে মুস্কিল! দেখি—কাল থেকে আবার মন্থরার পাছে লেগে। মন্থরাটাকে বশ কর্‌তে না পার্‌লে আর কিছুই করা যাচ্ছে না।

ধুন্ধু। সে বশ কর্‌তে তোর বেশি কষ্ট কর্‌তে হবে না; ত্রিজটা বুড়ী তোকে যে যাদু-মন্তর শিখিয়ে দিয়েছে, কায়দা ক'রে ঝাড়্‌তে পার্‌লেই কাজ হাঁসিল। যাক্—এখন আর ও সব ভেবে মাথা খারাপ কর্‌লে কি হবে? এখন আয়—দুর্জ্জলা, আজ দু'জনে একটু নাচ-গান করি। লঙ্কা থেকে এসে অবধি আর ওটা আমাদের হয় নি। মনটাকে ফূর্‌তিতে রাখা চাই, নৈলে কাজ করা যাবে কেন? এখানে আর কেউ দেখ্‌তে পাবে না। বেছে বেছে ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। ভূতের ভয়ে এ বাড়ী-মুখো আর কেউ ঘেঁসে না। এ দেশের মানুষগুলোর কি ভূতের ভয়, বাবা! ধর্—একটা ধর্, আমিও যোগ দোব-এখন।

নৃত্যগীত।

দুর্জ্জলা।— ধরা গলায় গাইব কি আর গান।
দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে খালি জলের দোষে,
গলাটা মোর ব'সে গেছে প্রাণ।

ধুল্লু।— সেটা তোর জলের দোষ কি বয়সের দোষ,
সত্যি ক'রে বল্-না আমায়, মাইরি যেন
করিস্ নি কো রোষ,

দুর্জ্জলা।— বল্ না মিন্‌সে, বয়সটা মোর এমনি বা কি ?

ধুল্লু।— না না, কে বলেছে, এই চালুসে ধর্‌তে যা বাকী,

দুর্জ্জলা।— ওরে, বলিস্ কি রে, মিন্‌সে তুই রে,
ও আমার বুড়ো জাম্বুবান্।

ধুল্লু।— ও আমার কচি খুঁকি রে,
দুধের গন্ধ আছে কি না,
আয়-না এক্‌বার শুঁকে দেখি রে,

দুর্জ্জলা।— ও আমার রসিক-নাগর, বুড়ো বাঁদর,
আয় না একবার নাচাই দেখি ধ'রে দুটো কাণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত-ধাম।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রবেশ।

বৃহ। দুঃখ কিসের, বৎস? দুঃখকে সুখ ব'লে হৃদয়ঙ্গম করতে অভ্যাস কর, দেখ্‌বে—তখন দুঃখ ব'লে কিছুই থাক্‌বে না। যথার্থই দুঃখ ব'লে কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। একের পক্ষে যেটি বিষম দুঃখ, অন্যের পক্ষে তাই আবার পরম সুখ। কেহ হয় ত কামিনী-কাঞ্চনকেই জীবনের সুখ ব'লে উপভোগ করছে, আবার সেই কামিনী-কাঞ্চনকেই কেউ বা বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে মহাশান্তি অনুভব করছে। কেউ বা রাজ্যের জন্য লালায়িত, আবার কেউ বা সেই রাজ্যকে কণ্টক মনে ক'রে দূরে গিয়ে বাস করছে। অতএব দুঃখই বল—আর সুখই বল, সবই মানসিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সুতরাং মনকে যদি আপন বশে রাখ্‌তে পারা যায়, তখন সুখ দুঃখ ব'লে স্বতন্ত্র জ্ঞান থাকে না। সেইজন্যই যোগিগণ, সাধুগণ চিত্তের স্থৈর্য্য সাধনের জন্যই বিশেষ অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। তুমি আজ স্বর্গের অধিপতি হ'য়ে দুরন্ত রাবণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছ ব'লে মনে যে অশান্তি ভোগ করছ, আমি হয় ত তা করি না। আমি মনকে সেইভাবে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছি। যখন যে অবস্থাই আসুক্ না কেন, মন আমার অচল—অটল—সুস্থ—শান্তিপূর্ণ।

ইন্দ্র। সে ত হ'ল মানসিক সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কথা। কিন্তু গুরুদেব, যেখানে শারীরিক সুখ দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়? যেমন অগ্নিদাহ—অস্ত্রক্ষত—আধি-ব্যাধি প্রভৃতি; তখন সেই দৈহিক দুঃখ-ক্লেশের হাত থেকে মনকে কিরূপে রক্ষা করা যেতে পারে?

বৃহ। বড়ই ভুল ক'রে ফেলেছ, বৎস! প্রথমতঃ বুঝ্‌তে হবে—দৈহিক ক্লেশের উপলব্ধি করে কে? সেই দেহ না মন? দেহের যখন কোন অনুভূতি জ্ঞানই নাই, তখন সেই দৈহিক দুঃখ ক্লেশের অনুভাবক দেহ কখনই হ'তে পারে না। তা যদি পার্‌ত, তা হ'লে দেহ যখন আত্মাশূন্য অবস্থায় অবস্থিতি করে অর্থাৎ যখন মৃত্যু অবস্থা ঘটে, তখন সেই দেহকে অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত কর্‌লে কি দেহের তাতে কোন দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি হ'য়ে থাকে? দুঃখ কষ্ট মনের ধর্ম্ম, মনকেই সেই দুঃখ কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়। তা হ'লেই দেখ বৎস, এক মনকে গঠিত কর্‌তে পার্‌লেই কোন দুঃখ ক্লেশ ভোগ কর্‌তে না হয়, তা হ'লে দুঃখের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে ব'লে স্বীকার করা যায় না।

ইন্দ্র। তা হ'লে দুঃখ ব'লে কোন স্বতন্ত্র পদার্থই নাই?

বৃহ। না, কেবল চিত্তের বিকার, অজ্ঞানতার ফল ভিন্ন কিছুই নয়, সাধুগণের বিবেক-বিধৌত নির্ম্মল চিত্তে কখন দুঃখের চিহ্ন দেখ্‌তে পাবে না।

ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

সেই ত সদানন্দ।
যে জন ব্রহ্মানন্দ-রস পানে পেয়েছে আনন্দ।
যে জন মন-ঘোড়াকে রেখে বশে,
আপন ইচ্ছামত ছুটায় ব'সে,
বাসনার লাগাম ধ'রে ক'সে,
করে কামনার পথ বন্ধ।
দুঃখ ক্লেশ কারে বলে,
জানে না সে কোন কালে,

অঘোর বলে শেষের কালে,
কালের সাথে বাধে না তার দ্বন্দ্ব।

[প্রস্থান।

বৃহ। বাস্তবিক পুরন্দর! সেই সদানন্দ পুরুষ কখন কালের কবলেও কবলিত হয় না। জীবনে পরমানন্দ লাভ কর্‌তে হ'লে একমাত্র চিত্ত-স্থৈর্য্যই তার প্রধান সাধন। তাই বল্‌ছি, বৎস! তাই বল্‌ছি, বাসব! সর্ব্বাগ্রে চিত্ত স্থির কর, বাসনাকে ত্যাগ কর, অহঙ্কারকে চূর্ণ কর; তা হ'লেই শান্তি পাবে, সুখ পাবে; তা হ'লে শত রাবণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত নিপীড়িত হ'লেও হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হবে না। যার চিত্তে কখন বিকার উপস্থিত হয় না, তার কখন শত্রুও থাক্‌তে পারে না। তবে কর্ম্ম কর্‌তে হবে। নিজের জন্য না হ'ক্, সংসারের জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান তোমাকে না কর্‌লে চল্‌বে না। পূর্ব্বেও আমি একদিন তোমাকে এ কথা বলেছিলাম যে, তোমার সুররাজোচিত যে সব কর্ত্তব্য আছে, তা কর্‌তেই হবে; না কর্‌লে বরং প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যা কর্‌বে—হিংসাশূন্য হ'য়ে; শত্রুকেও কখন হিংসার চক্ষে দেখা উচিত নয়। তবে শত্রুকে শাসন করা দরকার, সে শাসন কেমন হবে জান, যেমন লোকে পুত্রকে শাসন করে পুত্রের মঙ্গলের জন্য—তেমনি শত্রুকে শাসন কর্‌তে হবে, শত্রুর মঙ্গলের জন্য।

ইন্দ্র। এ যে বড় অসম্ভব ব্যাপার—একি হয়?

বৃহ। অসম্ভব নয়—অভ্যাসে এ সহজ ও সম্ভবপর। হরিদ্বর্ণের কাচ-খণ্ড চোখের সম্মুখে ধর্‌লে যেমন সব হরিদ্বর্ণ দেখা যায়, তেমনি প্রেমের দৃষ্টি লাভ কর্‌লে শত্রু মিত্র, আত্মপর সব একাকার হ'য়ে যায়।

ইন্দ্র। কিন্তু গুরুদেব! আপনিই ত একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, আমার পক্ষে হিংসাশূন্য হওয়া অসম্ভব।

বৃহ। হাঁ, বৎস! বলেছিলাম, তখন বল্‌বার কারণও ছিল। তখন তুমি এতদূর হিংসাপরায়ণ ছিলে যে, তোমার হিংসাশূন্য হ'য়ে কার্য্য কর্‌রা কখনই সম্ভব হ'ত না। একদিকে ভোগৈশ্বর্য্যের উন্মাদনা, আর একদিকে রাবণের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের তীব্র উত্তেজনা, এই দুই মহারোগে তখন তুমি নিতান্ত আচ্ছন্ন ছিলে। ভবিতব্যের তত্ত্ব-সঙ্গীতে তখন তোমার সাময়িক একটা বৈরাগ্য এসেছিল মাত্র; সে বৈরাগ্যে তোমার কোন সুফলের আশাই ছিল না, তাই তোমাকে সেদিন বৈরাগ্যের পথে না নিয়ে প্রতিহিংসা সাধনের যে পন্থা, তাই দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তাই নারায়ণের শরণাগত হ'য়ে রাবণ বধের উপায় কর্‌তে পেরেছিলে। সেই উপায় কর্‌তে পেরেছ ব'লেই তুমি এখন অনেকটা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত। আবার সেইজন্যই আজ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। ত্রিলোক-উৎপীড়ক দুরন্ত রাবণের উচ্ছেদসাধনের ভার যখন সেই ভূভার-হারী হরি নিজেই গ্রহণ করেছেন, তখন আর সে সম্বন্ধে তোমার নিজের কর্ত্তব্য কিছুই নাই। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভের এই উপযুক্ত অবসর। আর জান্‌বে বৎস, ক্রোধ বা হিংসা কোনকালে ভাল নহে, তারা এক প্রকার রোগী বিশেষ, সুতরাং তাদের প্রতি ক্রোধ না হ'য়ে বরং দয়া হওয়াই উচিত।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে দশরথের প্রবেশ।

দশ। স্বর্গপতি বাসবের চরণে অযোধ্যা রক্ষক দশরথ অবনত শিরে প্রণত। [প্রণাম]

ইন্দ্র। স্বস্তি! পরম সৌভাগ্য—এই আসনে উপবেশন করুন, অযোধ্যানাথ!

দশ। সে অবকাশ সম্প্রতি আমার নাই, বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্যব্যপদেশে সুরপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'য়ে এসেছি।

ইন্দ্র। কোন বাধা না থাক্‌লে বক্তব্য প্রকাশ ক'রে উৎকণ্ঠা দূর করুন।

দশ। বক্তব্য আমার এই—আমার অযোধ্যা রাজ্য শ্মশান হয়েছে, অনাবৃষ্টিতে অযোধ্যা শস্যহীনা হয়েছে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভীষণ আকার ধারণ ক'রে অযোধ্যাকে জনপ্রাণীহীন ক'রে ফেলেছে। তাই জান্‌তে এসেছি, অযোধ্যার শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে স্বর্গপতি বাসবের প্রাণে এমন পরশ্রীকাতরতার কারণ কি? এখন শেষ বক্তব্য আমার এই—দ্বিতীয়, বাসব আমার রাজ্যে সুবৃষ্টি সঞ্চার করুন, নতুবা দশরথের শরানলে স্বর্গধাম ভস্মীভূত হ'ক্।

বৃহ। আশ্চর্য্যের বিষয়—সত্বগুণালয় স্বর্গনিকেতনে প্রকৃত সত্বগুণাবলম্বী মহাপুরুষেরই প্রবেশ অধিকার আছে। কিন্তু পুণ্যশ্লোক সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ দশরথের সম্বন্ধে আজ সেই সত্বগুণের পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা দর্শনে আমরা বিশেষ বিস্মিতই হয়েছি। দম্ভ প্রকাশের স্থান যে স্বর্গধাম নয় এবং এ কথা যে রঘুবংশধরের কখন অজ্ঞাত থাক্‌তে পারে, সে কথা আমাদের পূর্ব্বে জানা ছিল না।

ইন্দ্র। সুরগুরু বৃহস্পতি এঁর নাম, ইনিই আমার একমাত্র গুরু এবং সুমন্ত্রী।

দশ। [সলজ্জভাবে] হে সুরাচার্য্য! সম্প্রতি অযোধ্যার শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে বিকলচিত্ত, অস্থির মস্তিষ্ক, অজ্ঞান দশরথের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

বৃহ। শুভমস্তুতে। মহারাজের বিনয় দর্শনে তুষ্ট হলেম। সম্প্রতি অযোধ্যার অরাজকতার কারণ সম্বন্ধে আমিই মহারাজকে জ্ঞাপন কর্‌ছি। মহারাজ! আপনারই বিশেষ অন্যায় আচরণে অযোধ্যা-রাজ্যে শনির সকোপ দৃষ্টিপাত হয়েছে, তারই ফলে এইরূপ অনাবৃষ্টি, অরাজকতা দেখা দিয়েছে।

দশ। এ অধম দশরথ কি অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছে, সুরগুরুর মুখে সে কথা শুন্‌তে পার্‌লে দাস কৃত-কৃতার্থ হয়।

বৃহ। সিংহল-নন্দিনী সুমিত্রার পাণিগ্রহণ ক'রে যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন পথিমধ্যে কালরাত্রিতে সুমিত্রার সহিত নিষিদ্ধ বিহার করেছিলেন; সেই ক্ষেত্রে রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টিপাত হয়, তারই ফলে এই অরাজকতা।

দশ। ওঃ! কি মহাপাপী আমি! কি মূঢ় আমি! প্রভো! সুরগুরো! [কৃতাঞ্জলি হইয়া] হতভাগ্যের উপরে সদয় হ'য়ে কিসে আমার অযোধ্যার অশান্তি দূর হয়, তার উপায় ব'লে দিন্। নতুবা এই মুহূর্ত্তে একটা মহাপাপীর পাপরক্তে স্বর্গভূমি কলুষিত হবে।

বৃহ। মহারাজ! পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলেই এইরূপ শনির কোপদৃষ্টি পতিত হয়েছে। কিন্তু আপনার যখন হৃদয়ে অনুতাপের অনল প্রজ্বলিত হয়েছে, তখন আর চিন্তা নাই। আপনার গ্রহ শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হবে; আপনি এখন শনৈশ্চরের সহিত সাক্ষাৎ করুন, তা হ'লেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

দশ। সুরগুরো! আজ হতভাগ্য দশরথ আপনার কৃপায় অকূল-সাগরে কূল প্রাপ্ত হ'ল। এঁখন আশীর্ব্বাদ ক'রে হতভাগ্যকে বিদায় দিন্।

[প্রণাম]

বৃহ। মনস্কাম পূর্ণ হ'ক্।

দশ। সুরপতি! বল্‌বার মুখ নাই, অধমের অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা ক'রে প্রসন্ন মনে বিদায় দিন্। [প্রণাম]

ইন্দ্র। অযোধ্যানাথ! গুরুদেবের মুখেই সমস্ত ব্যক্ত হয়েছে, আমার আর অধিক বল্‌বার কিছুই নাই। আশীর্ব্বাদ করি—আপনার রাজ্যের অশান্তি শীঘ্রই দূর হবে। শনির কোপ দূর হ'লেই আমার

আদেশে জলদদল তখনই অযোধ্যা রাজ্যে গিয়ে বারিবর্ষণ ক'রে অযোধ্যাকে শস্যশালিনীরূপে পরিণত কর্‌বে।

দশ। তবে আসি।

[প্রস্থান।

বৃহ। বৎস পুরন্দর! তোমার শুভদিনের আর বিলম্ব নাই। ভগবান্ নারায়ণ শীঘ্রই দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন, তারই পূর্ব্বসূচনা এই সব।

ইন্দ্র। শুন্‌লেম, দুষ্ট রাবণ না কি গুপ্তচর অযোধ্যায় প্রেরণ করেছে, তাদের কার্য্য হ'ল—যাতে দশরথ পত্নীগণ গর্ভধারণ কর্‌তে না পারেন, এবং দশরথকেও গুপ্তহত্যা করা।

বৃহ। সে উদ্দেশ্য কখনই রাবণের পূর্ণ হবে না। সে সম্বন্ধে আর যা কিছু বক্তব্য আছে, সে তোমাকে পরে বল্‌ব। এখন চল, মন্দাকিনীর পূতধারায় অবগাহন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যা—অন্তঃপুর।

হিংসাকুটিলমূর্ত্তি মন্থরার প্রবেশ

মন্থরা। য্যাঁ! যার তরে এত কর্‌লেম, সে কি না আজ আমাকে দেখ্‌লে, ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে চলে? এত ঘেন্না, এ কি কখন মন্থরা সৈতে পারে? মন্থরা এ অপমানের শোধ না নিয়ে কখন ছাড়্‌বে মনে করেছ? এর নাম মন্থরা—আর কেউ নয়! অত বড় রাজাকেই যখন ভেড়া বানিয়ে ছাড়্‌তে পেরেছি—আর তুই ত কৈকেয়ী! কোথাকার একটা হাবা মাগী! তোকে জব্দ কর্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে? যে ভাবে পারি, তোকে জব্দ কর্‌বই। আবার এই মন্থরা ভিন্ন গতি থাক্‌বে না। এমনটি না কর্‌তে পার্‌লে আমার নাম মন্থরাই নয়। এ মন্থরাকে চিন্‌তে তোর এখনও ঢের বাকী। এ মন্থরার হাড়ে ভেল্কি খেলে, সেই ভেল্কি দেখিয়ে তবে ছাড়্‌ব। থাক্ না দু দিন, রাজা স্বর্গ থেকে আসুক্, ঐ রাজাকে দিয়েই তোর নাকালের এক শেষ ক'রে তবে আমার কথা!

ভৈরবীবেশে দুর্জ্জলার প্রবেশ।

ও কে আসে?

দুর্জ্জলা।—

গান।

আমি সব খবর যে রাখি।
কালী মায়ের বরে আমার জান্‌তে কিছুই নাই বাকী॥
এই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,
সবই আমার নখের ডগায় বর্ত্তমান,

আমার ভয়ে সবাই কম্পবান্
দিতে পারে না ফাঁকি ॥
লোকের নাড়ীর খবর টেনে আনি,
আমি কাক-চরিত্তির ভাল জানি,
আমি পাহাড়, পর্ব্বত, রাজধানী,
সব খানেতেই থাকি ॥

তারা! তারা! মা! মা গো! তুই ভরসা, মা, মা! আমি ভৈরবী গো! [মন্থরাকে দেখিয়া হাসিয়া] এই যে, মন্থরা! তুই প্রাণে একটা বড় দাগা পেয়েছিস্। পরের ভাল করতে গিয়েছিলি, তাই চোখের জলে ভাস্‌ছিস্। দেখি—দেখি, মা! তোর বাঁ হাতখানা দেখি। [হাত দেখিতে দেখিতে গম্ভীরভাবে] হুঁ—হুঁ, এই রেখাটাই হয়েছে কাল। নে—হাত সরিয়ে নে, আমার দেখা হ'য়ে গেছে।

মন্থরা। [স্বগত] আশ্চর্য্যি ত! আমার নামই বা জান্‌লে কি ক'রে? আবার আমার মনের কষ্টের কথাই বা জান্‌লে কি ক'রে? তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, এ কম ভৈরবী নয়।

দুর্জ্জলা। তারা! তারা! যাই, মা! এখন তুই একটু সাবধানে থাকিস্, তোর গ্রহটা কুপিত আছে। বেশ একটু ভয়ের কথাই বটে! আচ্ছা—চল্‌লেম, মা! [গমনোদ্যত]

মন্থরা। দাঁড়াও, মা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ ক'রে নেবো। ঐ যে—আমার গ্রহের কথা কি বল্‌ছিলে, সেইটের কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না?

দুর্জ্জলা। কেন যাবে না, মা! ঐ সব ব্যবস্থা ক'রেই ত আমি বেড়াই; জগতের উপকার করাই যে ভৈরবীর ধর্ম্ম, মা!

মন্থরা। কি দিতে হবে তোমাকে, মা?

দুর্জ্জলা। [হাসিয়া] কিছুই না। স্বার্থ-সম্বন্ধ রাখ্‌লে কি ভৈরবীর ধর্ম্ম টেকে, মা! তবে ভক্তি চাই—বিশ্বাস চাই—শ্রদ্ধা চাই। কত কত রাজা, মহারাজা আমার শিষ্য আছে, কোনখানেই কিছু নেবার আদেশ নেই। তারা! তারা! তারা! এখানকার মেজরাণীটা বড়ই অলক্ষুণে। ভাল হবে না, তাকে ব'লে দিস্। তার পাপের আর প্রায়শ্চিত্তও নাই। তার পাপে তোমাদের রাজারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হুঁ—ভারি অলক্ষুণে মাগী।

মন্থরা। মা! তুমি আমার ঘরে চল, এখানে সদরে সব কথা তোমায় বল্‌তে পার্‌ব না, একটু গোপনে আমার দরকার।

দুর্জ্জলা। তা ভক্তি বিশ্বাস হয়, যাই চল। আমার ত ঐ কাজ। তারা! তারা! তারা!

মন্থরা। তবে আমার সঙ্গে এস, মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

শূন্যপথ।

বেগে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দশরথের প্রবেশ।

দশ। ওঃ! ওঃ! জ্ব'লে মলেম—জ্ব'লে মলেম, প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! শনির কোপদৃষ্টিতে স্বর্গ হ'তে মহাশূন্যে প'ড়ে যাচ্ছি। কে আছ, বিপদে রক্ষা কর—রক্ষা কর। [পতিত হইতেছিলেন]

তৎক্ষণাৎ জটায়ুর প্রবেশ।

জটায়ু। ভয় নাই—ভয় নাই! [দশরথকে ধরিলেন]

দশ। কে তুমি? কে তুমি আমার জীবনদাতা বিহঙ্গমরূপী, মহাত্মন্?

জটায়ু। মহারাজ! আমি গরুড়পুত্র, নাম জটায়ু। আপনাকে আকাশ হ'তে পতিত দেখে পক্ষ দ্বারা রক্ষা করেছি।

দশ। তুমি তির্য্যগ্‌জাতি হ'লেও মহাত্মা। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। বল, কি চাই? তাই দেবো।

জটায়ু। আমার কিছুই চাই নে, মহারাজ! আপনার প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি ব'লে আমার পক্ষী-জন্ম আজ সার্থক হ'ল।

দশ। তবে আজ হ'তে তুমি আমার অভেদাত্মা বন্ধু। একবার এস, বন্ধু! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দাও। [তথাকরণ]

ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

বহুপুণ্যফলে জীবন পেলে মহারাজ!
পক্ষে ধ'রে রক্ষে করে পক্ষীবরে তোমায় আজ॥

আজ বিহঙ্গে অঙ্গে ধ'রে,
রাখ্‌লে অন্তরঙ্গ ক'রে,
রেখে প্রাণ-বিহঙ্গে　　প্রাণের সঙ্গে
সাধিলে বন্ধুত্ব কাজ ॥
একদিন ওই সখ্য তরে
বিপক্ষ—সেই রক্ষঃ-করে,
তব কুলবধূ রক্ষে ক'রে
প্রাণ দিবে ওই পক্ষীরাজ ॥

[প্রস্থান ।

সত্বর শনির প্রবেশ ।

শনি । মহারাজ ! মহারাজ ! শত্রুকে ক্ষমা কর । আমি শনৈশ্চর, আমারই কোপদৃষ্টিতে তোমার সোণার রাজ্য শ্মশান প্রায় । আবার আমারই কোপদৃষ্টিতে আজ অযোধ্যানাথ, তুমি স্বর্গচ্যুত হ'য়ে শূন্যপথে প্রাণ হারাতে বসেছিলে, তার পর এই মহাত্মা জটায়ু তোমাকে রক্ষা করেছেন । এমন নিঃস্বার্থপরতা, এমন মহানুভবতা সামান্য পক্ষীর অন্তরে আছে দেখে, আমি শনি—আমারও হিংসাকুটিল-হৃদয়ে করুণার ধারা বিগলিত হয়েছে । তাই মহারাজ, ছুটে এসেছি, আমাকে ক্ষমা কর । আমিও রবিপুত্র শনৈশ্চর, আর তুমিও সেই রবিকুলতিলক অযোধ্যাপতি দশরথ ; আজ হ'তে এস, ভাই ! আমরা দুইজনে চির-সখ্যসূত্রে বদ্ধ হই । [দশরথ সহ আলিঙ্গন] মহারাজ ! আজ হ'তে তোমার রাজ্যে আমার শুভদৃষ্টি পতিত হ'ল । আর রাজ্যে অনাবৃষ্টি—দুর্ভিক্ষের চিহ্নও কেহ দেখ্‌তে পাবে না । চল, মহারাজ ! আমি তোমাকে অযোধ্যায় রেখে আসি । এস বিহঙ্গবর ! তিন বন্ধুতে একত্রে অযোধ্যা গমন করি ।

দশ । চলুন—দাস কৃতার্থ হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য।

বনপথ।

অন্ধক অন্ধকীর হস্তধৃত যষ্টি ধরিয়া সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু।—

গান।

দীনবন্ধু হে, মোদের দয়া কর—কর।
আমার অন্ধ পিতা, অন্ধ মাতা,
তাদের দুঃখ হর—হর।
মোরা দিন-ভিখারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাই,
মাথাগুঁজে দাঁড়াই এমন একটু পাতার কুঁড়ে নাই,
মোরা দিবানিশি, কাঁদি বসি
দুঃখে হ'য়ে জর—জর।
যখন বরষে বরষার ধারা,
তখন ঝরে মোদেব অশ্রুধারা,
তখন ডাকি হ'য়ে জ্ঞানহারা,
কোথা ধরাধর—ধর॥

অন্ধক। বাবা সিন্ধু! একবিন্দু জলও কি কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছ না? পিপাসায় যে প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছে, বাবা!

অন্ধকী। কোথাও কি একটা ঝরণাও দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে, বাবা! দেখ্‌ত একটু নৈলে উনি যে আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছেন না, বাবা! একে বৃদ্ধ, তাতে আবার দারুণ পিপাসা।

সিন্ধু। এখানে নিকটে ত কোথাও কোন জলাশয় বা ঝরণা দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, মা! এ পথে ত কোন দিন চলি নাই, আজ নতুন এসে পড়েছি।

অন্ধকী। তবে আজ এ অচেনা পথে এলি কেন, বাবা?

সিন্ধু। পথ ভুলে এসে পড়েছি, মা!

অন্ধক। আহা! বালক—নিতান্ত বালক, পথ ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারে নাই।

অন্ধকী। কি উপায় হবে তবে, নাথ! কতদূরে কোথায় যে জল পাওয়া যাবে, তার ত কিছুই ঠিকানা নাই।

অন্ধক। উপায় যা হবার, তাই হবে, তা ব'লে আর ভাব্‌লে কি হবে, ব্রাহ্মণি? চুপ্‌ ক'রে ভগবান্‌কে স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে যতদুর পারি, আস্তে-আস্তে চল্‌তে থাকি।

সিন্ধু। হা দীনের বন্ধু হরি! আজ আমার অন্ধ পিতাকে কেমন ক'রে জল দিয়ে রক্ষা করি? শুনেছি—তুমি কাঙালের ওপর দয়া কর, বিপদে প'ড়ে ডাক্‌লে তুমিই তাদের সে বিপদ্‌ হ'তে উদ্ধার ক'রে থাক; তাই আজ তোমাকে কাতর হ'য়ে ডাক্‌ছি, আমার কাঙাল পিতাকে আজ জল দিয়ে রক্ষা কর, হরি!

অন্ধক। বাবা সিন্ধু! শ্রীফলের বন আর কতদূরে আছে, ঠিক্‌ কর্‌তে পার্‌ছ কি?

সিন্ধু। পথ হারিয়ে বিপথে প'ড়ে কিছুই ঠিক্‌ কর্‌তে পার্‌ছি না যে, বাবা!

অন্ধক। বেলা এখন কত আছে?

সিন্ধু। সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

অন্ধক। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত] হা ভগবন্‌!

অন্ধকী। হায়, আজ যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। হে কাঙালের ঠাকুর হরি! তুমিই ভরসা, আর আমাদের কোন ভরসা নাই।

সিন্ধু। মা গো! বাবার বোধ হয়—পিপাসায় বড়ই কষ্ট বোধ হচ্ছে, কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ কর্‌ছেন্ না। কিন্তু উপায় যে আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, মা! এক কাজ কর্‌লে হয়, তোমরা যদি এইখানে একটু ব'সে থাক্‌তে পার, তা হ'লে আমি একবার ছুটে গিয়ে কোথায় জল পাওয়া যায়, দেখে আস্‌তে পারি।

অন্ধক। না, বাবা! কাজ নাই, তোমাকে এই নিবিড় বনে এক-লাটি কোথাও যেতে দিতে পার্‌ব না।

অন্ধকী। আজ যদি সিন্ধু, তুমি অপর দিকে না গিয়ে আমরা রোজ যেদিকে ভিক্ষা কর্‌তে গিয়ে থাকি, সেইদিকে যেতে, তা হ'লে আর পথও হারাতেম না—এ বিপদেও পড়্‌তে হ'ত না।

সিন্ধু। রোজ রোজ এক গাঁয়ে গেলে যে, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, মা! কাল দেখ্‌লে না? এক বাড়ীতে ভিক্ষে চাইলে তারা আমাদের দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে, আর বল্‌লে, এ দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এখানে আর ভিক্ষে তোদের মিল্‌বে না। তাই ত মা! আজ অপর গাঁয়ে গিয়েছিলেম।

অন্ধকী। শুন্‌লেম—রাজার পাপেই দেশে এইরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

সিন্ধু। হাঁ, মা! অযোধ্যার রাজা দশরথের পাপেই না কি রাজ্যে শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই এমন আকাল আরম্ভ হয়েছে।

অন্ধক। আর ত পার্‌ছি নে, ব্রাহ্মণি! পিপাসায় প্রাণ গেল বুঝি! আর চল্‌তে বা কথা কইতেও পার্‌ছি নে যে—বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে কাঠ

হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণি! আমি এখানে একটু ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিই। বাবা সিন্ধু, সকলেই এখানে বিশ্রাম ক'রে নাও। [বসিয়া পড়িলেন]

সিন্ধু। তবে তাই হ'ক্, মা! [সকলের উপবেশন]

অন্ধক। ব্রাহ্মণি! আর বস্‌তেও পার্‌লেম না, শুতে হ'ল। [শয়ন]

অন্ধকী। সিন্ধু রে! বুঝি সর্ব্বনাশ হয় নাথ! নাথ! হরিকে মনে মনে স্মরণ করুন। আমি আঁচল দিয়ে বাতাস্ করি। [তথাকরণ]

সিন্ধু। মা, মা গো! আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে, বাবা যে চোখ মিল্‌ছেন না। হা হরি! হা মধুসূদন! হা নারায়ণ! আমার বাবাকে রক্ষা ক'রে দাও।

অদূরে জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে করিয়া মুনিবালকবেশে
দীনবন্ধুর প্রবেশ।

দীনবন্ধু।—

গান।

আমি জলের ভারী, মাথায় করি
পথে জল নিয়ে ফিরি।
বল্ কে আছিস্ রে পিপাসাতুর,
আমি জল দিতে পারি।
নামটি আমার দীনবন্ধু,
আমি যত দীনের বন্ধু,
আমায় যে ডাকে রে ব'লে বন্ধু
তারই সাথে বন্ধুতা করি।

সিন্ধু।—
কোথা তুমি এস বন্ধু,
তুমি যদি দীনের বন্ধু,
তোমায় ডাক্‌ছে যে এই কাঙাল সিন্ধু
আমার অন্ধ পিতায় দাও গো বারি।

[দীনবন্ধুর হস্তধারণ]

দীন। হাঁ, সিন্ধু! এই বুঝি তোমার বাবা?

সিন্ধু। হাঁ, বন্ধু! আমার বাবার মুখে জল ঢেলে দাও।

[দীনবন্ধু অন্ধককে জলপান করাইলেন]

অন্ধক। আঃ, বাঁচ্‌লেম! এমন শীতল মিষ্ট জল আর কখন পান করি নি; পিপাসার শান্তি হ'য়ে গেল। কে বালক তুমি, বাবা? তুমি কি কোন দেবতা? [উঠিলেন]

সিন্ধু। এর নাম বল্‌লে দীনবন্ধু।

দীন। আবার অনেকে বন্ধু বন্ধু ব'লেও ডাকে।

অন্ধকী। কোথায় থাক, বাবা?

দীন। এই বনের ভিতরেই আমি মুনির ছেলেদের সঙ্গে থাকি।

অন্ধকী। তোমার মা, বাবা আছেন?

দীন। আমি কখন তাঁদের দেখি নি; আমি এই বনে বনে জল নিয়ে ঘুরে বেড়াই। দেশে অনাবৃষ্টি হ'য়ে এখন কোথাও জল পাওয়া যায় না; তাই আমি অনেক দূর থেকে জলের কুম্ভ মাথায় ক'রে নিয়ে আসি; আর যারা জল পায় না, তাদের জল খাইয়ে বেড়াই। তার জন্যে সবাই আমায় বড্ড ভালবাসে।

অন্ধকী। আহা! বেঁচে থাক বাবা, তুমি আজ যা কর্‌লে আমাদের, সে কথা আর তোমাকে কি বল্‌ব, বাবা? তোমার কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! তোমাকে আমার নিজের ছেলের মতন মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে যেন—তোমাকে কোলে ক'রে, তোমার মুখের মধুর মা বোল শুনে কাণ শীতল করি। চক্ষু নাই যে, তোমার চাঁদমুখখানি একবার দেখ্‌ব।

দীন। আমাকে কোলে কর্‌তে সাধ হচ্ছে? বেশ ত! এই আমি বস্‌ছি। [তথাকরণ] কেমন, মা! হয়েছে?

অন্ধকী। কত শীতল যে তুমি, তা বল্‌তে পার্‌ছি নে। আর যেন তোমাকে কোল ছাড়া কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না। বাবা দীনবন্ধু!

দীন। কি, মা?

অন্ধকী। একটা কথা বল্‌ব, বাবা?

দীন। বল, মা!

অন্ধক। তোমার যখন নিজের বাপ মা নাই, তখন তুমি আমাদের কাছে থাক্‌বে চল না? তোমাকে আমি সিন্ধুর মতন কোলে ক'রে রাখ্‌ব।

অন্ধক। হা, অভাগিনি! স্নেহে মুগ্ধ হ'য়ে সব ভুলে যাচ্ছ! আমরা যে ভিখারী—আমরা যে আশ্রয়শূন্য—এমন্ কি একখানি কুটীর পর্য্যন্ত নাই, তার পর সব দিন অন্ন জোটে না। যেদিন জোটে, তা দিয়ে সকলের জঠর-জ্বালা নিবারণ হয় না। এ অবস্থায় আর একটি মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালককে নিয়ে সেই চিরদুঃখের সহচর কর্‌বার সাধ করেছ, প্রিয়ে?

দীন। তা বেশ ত, আমি মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে যাব, আমি এক জায়গায় একজনের কাছে থাকি না। সব জায়গাতেই আমার গতি-বিধি আছে। আবার সিন্ধু আজ থেকে আমার বন্ধু হ'ল। কেমন, সিন্ধু! ভাই! তুমি আমাকে বন্ধু ব'লে ভালবাস্‌বে না?

সিন্ধু। আমি যে তোমাকে দেখ্‌বামাত্রই ভালবেসে ফেলেছি, আবার যখন তুমি আমার পিতাকে পিপাসায় জল দিয়ে বাঁচিয়েছ, তখন আমি তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌ব।

অন্ধক। অন্ধকি! আজ সত্যই দীনবন্ধু এই অন্ধকের ডাক শুন্‌তে পেয়েছেন। আমার যেন মনে হচ্ছে, প্রিয়ে, ও বালক আর কেউ নয়, সেই দীনের বন্ধু হরি আজ দীনের প্রতি সদয় হ'য়ে দীনবন্ধু সেজে আমাদের অদিনে এসে প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন।

দীন। চল যাই, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কতকদূর যাই, তারপর ফিরে আসব।

সিন্ধু। শ্রীফলের বনে আমরা যাব, তুমি সে বন চেন, বন্ধু?

দীন। খুব চিনি—খুব চিনি। চল, আমি সোজা পথে নিয়ে যাচ্ছি।

অন্ধক। তাই চল যাই, বেশ হবে! হরি! হরি! হরি!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

রাবণ, সারণ, বিভীষণ, মেঘনাদ, ও বৈতালিকগণের প্রবেশ॥

বৈতালিকগণ।—

গান।

জয়তি জয়তি হে লঙ্কাপতি
দোর্দ্দণ্ড দণ্ড ধারণ।
সুরাসুর নর, যক্ষ রক্ষ, কিন্নর,
শঙ্কিত চিত যার নাম করি স্মরণ॥
যাহার ভীষণ ভ্রুকুটিভঙ্গে,
ত্রিলোক কম্পিত ঘোর আতঙ্কে
সপ্ত সাগর উত্তাল তরঙ্গে,
যার চরণতলে করে চুম্বন।
বিশ্ববিজয়ী বিশ্বকারী,
ভীষণ দৃপ্ত কোদণ্ডধারী,
বল দর্পে খর্ব্ব স্বয়ং ত্রিপুরারী
রণে মত্ত প্রচণ্ড রাবণ।

রাবণ। বাসবের কথা কি বল্‌বে বল্‌ছিলে, বিভীষণ?

বিভী। বল্‌ছিলেম—সুরপতি বাসব সম্বন্ধে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন কর্‌তে।

রাবণ। কি পরিবর্ত্তন?

বিভী। বাসবের প্রতি প্রতিদিন মহারাজকে মাল্যরচনা ক'রে দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তার প্রত্যাহার করতে।

রাবণ। কেন ?

বিভী। সেই স্বর্গবিজয়ের পর হ'তেই ত ইন্দ্রকে মহারাজের মালাকর ব'লে স্থির করা হয়েছে। তার পর মধ্যে একদিন কঠোর কারাদণ্ডও প্রদান করা হয়েছে। এখন আর ইন্দ্রকে দিয়ে এমন নীচ কার্য্য না করানই উচিত মনে করি। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে—

রাবণ। বর্ত্তমানে কি ?

বিভী। বর্ত্তমানে সুরপতি হিংসাশূন্য হৃদয়ে মন হ'তে রাক্ষস-বিদ্বেষ দূর ক'রে প্রকৃত রাজর্ষির ন্যায় অনাসক্তভাবে স্বর্গ-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজের উদ্দেশ্যে কোনরূপ চক্রান্ত বা ষড়্যন্ত্র পরিচালনা হ'তে বাসব এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত। প্রকৃত দেবতার যে সত্ত্বগুণ, সেই সত্ত্বগুণকেই বাসব এখন একমাত্র আশ্রয় ক'রে স্বর্গরাজ্য পালন কর্‌ছেন। এ ক্ষেত্রে তেমন একজন সদাত্মাকে বৃথা লাঞ্ছিত না ক'রে বরং তার সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত নয় কি ?

রাবণ। দেখ বিভীষণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরকালই তুমি মূর্খ থেকে গেলে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের অদ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদ দশাননের সহোদর হ'য়ে এবং এতদিন রাবণের রাজকার্য্য পরিচালনা দর্শন ক'রে তোমার কিছুমাত্র রাজনৈতিক জ্ঞান হ'ল না ? ইন্দ্রকে আমি কি জন্য নিজের মালাকররূপে আপন আয়ত্তে রেখেছি, সে সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য বোঝ্‌বার শক্তি, তোমার ঐ স্থূল মস্তিষ্কে কিছুমাত্রই নাই। আমি কি ইন্দ্রকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রেই তার স্বাধীনতা নষ্ট ক'রে দিয়েছি ? রাবণ কি কখন বাসবের বজ্রতেজকে ভীতির চক্ষে দেখে থাকে ? তা নয়—তুমি যে সত্ত্বগুণাবলম্বী ব'লে ইন্দ্রকে প্রশংসা ক'রে তার উপর

অনুকম্পা প্রকাশ কর্‌ছিলে, আমি কিন্তু আবার ঐ একই কারণেই ইন্দ্রকে বিদ্বেষ চক্ষে দর্শন ক'রে থাকি। ঐ সত্ত্বগুণের স্পর্দ্ধা যাতে দেব-সমাজে বিন্দুমাত্রও না থাকে, তাই আমার বর্ত্তমান্ উদ্দেশ্য।

বিভী। এরূপ অসম্ভব উদ্দেশ্যের কারণ?

রাবণ। কারণ বড় গুরুতর, বিভীষণ! আমি স্বীকার করি, আমি নিজেই একজন মহাদাম্ভিক এবং মহাপাপী; আমার জীবনী কত মহা মহাপাপের ইতিহাসে পূর্ণ রয়েছে। কিন্তু আবার এ [illegible]াও যেন তোমাদের বেশ মনে থাকে যে—সেই মহাপাপী রাবণ আমিই একদিন আমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দেবত্বের মহীয়সী পদবীতে স্থান লাভ ক'রে বস্‌ব। জগতে যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য অদ্যাপি কোন মহাপুরুষ ক'রে যেতে পারেন নি, কিন্তু আমি তা ক'রে যাব। যেদিন আমি যমকে জয় কর্‌তে যমপুরীতে প্রবেশ ক'রে নরককুণ্ডে পাপীগণের ভীষণ যন্ত্রণা দর্শন করেছিলাম, সেইদিনই মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম, একদিন এই নরকপুরীর চির-উচ্ছেদ সাধন কর্‌তেই হবে এবং যে স্বর্গলাভ কর্‌বার জন্য জগতের জীব এত লালায়িত, সেই স্বর্গগমনের জন্য পৃথিবী হ'তে স্বর্গ অবধি বিস্তৃত এক সোপান প্রস্তুত ক'রে দেবো, আর ঐ লবণসমুদ্র—সুধাসমুদ্ররূপে পরিণত কর্‌ব, তা হ'লে আর কাউকে কখন মৃত্যুভয়ে ভীত হ'তে হবে না। এই সব পুণ্যকর্ম্মের বৃহৎ তালিকা, রাবণ হৃদয় মধ্যে বহুদিন পূর্ব্বেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে; সময় হ'লেই রাবণ তার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত কর্‌তে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ কর্‌বে না। সেই সময়ের প্রতীক্ষায় রাবণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে। আমার এই সব মহৎকার্য্য সাধনের পথে সুরপতি বাসব বিষম অন্তরায়। তাই আমি তার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে আমার উদ্দীষ্ট পথের কণ্টক দূর কর্‌বার জন্য এতদূর ব্যগ্র এবং এতদূর দৃঢ়সঙ্কল্প।

সহসা ভবিতব্যের আবির্ভাব।

ভবিতব্য।—

গান।

ওরে, আমড়াগাছে আম কি ফলে রে।
তাতে যতই জল ঢাল্ না কেন, ফলে শেষে—
ওই আমড়াই ফলে রে॥
তেঁতুল কি হয় কভু মিষ্ট,
মেঘে কি হয় সুধা বৃষ্ট,
যে উল্টাতে চায় বিধির সৃষ্ট,
তারে ত সাফ্ পাগল বলে রে॥

রাবণ। সেই অদ্ভুত উন্মত্তটা। শুন্‌লে বিভীষণ, আমাদের জাতীয় হীনতার বিষয় ঐ উন্মত্তের সঙ্গীতেও বাদ যায় নি। কিন্তু এতদিন্ আস্‌ছে —যাচ্ছে; ওটাকে কিন্তু বেশ ক'রে একটু শিক্ষা দেওয়া গেল না।

ভবি।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

শিক্ষা কি আর আমায় দিবি বল্,
আমিই তোদের শিক্ষা দিতে আসিরে কেবল,
তোদের শিক্ষা, দীক্ষা সবই বিফল
হ'য়ে যায় কর্ম্মফলে রে॥

[অন্তর্দ্ধান।

তৎক্ষণাৎ গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্ত। অভিবাদন, লঙ্কানাথ!

রাবণ। কে এ, সারণ?

সারণ। আজ্ঞে, মহারাজ! অযোধ্যায় যে গুপ্তকার্য্যের জন্য ধুম্রমার এবং দুর্জ্জলাকে পাঠান হয়েছিল, তারা সেখানে গিয়ে নিজ নিজ কার্য্যে কতদূর সাফল্যলাভ করেছে, তারই সংবাদ জান্‌তে যে গুপ্তচর প্রেরিত হয়েছিল, এ সেই গুপ্তচর; এ ব্যক্তি অযোধ্যার সংবাদ নিয়ে এসেছে।

রাবণ। আচ্ছা, ওকে এখন বিশ্রাম কর্‌তে ব'লে দাও, তারপর আমি নির্জ্জনে ডাকলে দেখা করে যেন।

[অভিবাদনান্তে গুপ্তচরের প্রস্থান।

যাক্, বিভীষণ! আজ আমার প্রাণের গুপ্ত উদ্দেশ্য সবই তোমার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেছি; এখন বোধ হয়, রাবণের গূঢ় উদ্দেশ্যগুলি কিছু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?

বিভী। বুঝ্‌তে পেরেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নাই।

রাবণ। যে হেতু ঐ উন্মত্তটা একটা গান শুনিয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি! তোমার জন্য আমার বিশেষ দুঃখ হয়, বিভীষণ, যে তোমাকে গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌লেম না! আমি স্বীকার করি, তুমি সরল—ধার্ম্মিক—অকপট; কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তুমি একজন মূর্খ—নির্ব্বোধ—আবার তদধিক ভীরু, নতুবা ঐ উন্মত্ত-সঙ্গীতে তোমারে হতাশ না হ'য়ে, যাতে আমাদের জাতীয় নীচতা দূর কর্‌তে পারি, তার জন্যই দৃঢ়-সঙ্কল্প হওয়া উচিত ছিল। যাক্—মেঘনাদ!

মেঘ। পিতা!

রাবণ। আমার সঙ্কল্পিত বিষয় সবই শুন্‌তে পেয়েছ যখন, তখন আশা করি—তুমিও তোমার এই পিতার আদর্শে চরিত্র গঠিত ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে পিতার দ্বিতীয় সহচররূপে নিজ কর্ত্তব্য পালন কর্‌বে। কেন না—পুত্রগণের মধ্যে তুমিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং উপযুক্ত।

মেঘ। মহারাজ! আশৈশব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রধান কল্পনা, যাতে ঐ পিতৃচরণ প্রসাদে পিতার আদর্শ পথে চল্‌তে পারি, এবং পরিণামে যাতে ভুবনবিজয়ী লঙ্কাপতি দশাননের পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে পারি। এ ভিন্ন আর কোন চিন্তা—কোন কল্পনা, তিলার্দ্ধের জন্যও এ মস্তিষ্কে স্থান পায় না।

রাবণ। সুখী হলেম, বৎস! পুত্রের মুখে আমি এইরূপ উত্তরেরই প্রত্যাশা করি। রাবণ তেমন অপদার্থ কুলাঙ্গার পুত্রের মুখও দর্শন কর্‌তে চায় না, যে পুত্র তার পিতার মুখোজ্জ্বল কর্‌তে চায় না বা পারে না। রাবণ তেমন পুত্রের কামনাও করে নাই যে, যে পুত্র তার পিতৃ-গৌরবে স্ফীত হ'য়ে না ওঠে, এবং তার পিতৃ-আদর্শে পরিচালিত না হ'য়ে কেবল বিলাস-ব্যসনে দিবানিশি মত্ত থাকৃতে চায়।

মেঘ। জীবনের একটি মুহূর্ত্তও যদি কোনদিন কোন পিতৃনির্দেশ পালন ক'রে পিতৃগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারি, তা হ'লে—তা হ'তে মেঘনাদ স্বর্গ-সিংহাসনকেও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মনে করে। কিন্তু হায়! সে শুভদিন ভাগ্যে কবে সংঘটিত হবে, তাই ভাব্‌ছি।

রাবণ। ধন্য পুত্র! সে শুভদিন ভাগ্যে তোমার অনেকবার উপস্থিত হবে। বিশাল কার্য্যক্ষেত্র তোমার সম্মুখে, বক্ষঃ বিস্তার ক'রে অপেক্ষা কর্‌বে। শত কর্ত্তব্যের সহস্র বাহু তোমাকে সহস্র দিক্ হ'তে টেনে নেবে। সেজন্য কোন চিন্তা ক'রো না, পুত্র! রাবণ তার রাজত্বকে একটা বিলাসের আবাস ভূমি ক'রে গ'ড়ে নাই। সে তার শত শত গুপ্তচরকে সেখানে বিনিদ্রভাবে প্রহরা দিবার জন্য নিয়োজিত ক'রে রেখেছে। সারণ! তুমি আরও সুযোগ্য গুপ্তচর স্বর্গপুরে প্রেরণ কর, স্বর্গবাসী দেবগণ এবং বাসবের কার্য্যাবলী যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা ক'রে আমাকে সংবাদ দিতে পারে। জেনে রেখো, রাবণের জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় ঐ স্বর্গবাসী অমরগণ। আচ্ছা, আজ সভার কার্য্য এই পর্যন্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা-রাজপথ।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ।—

নৃত্যগীত।

দিদি লো, ভরসা হ'ল, বর্ষা এল
রাজা ফির্‌লেন দেশে।
রঙিন ছবি ল'য়ে রবি
আবার উদয় হলেন হেসে।
হ'ল ধন্য রাজার পুণ্যদেশ,
নাইক দেশে দুখের লেশ,
কেমন সবুজ রংয়ের ঢেউ খেলে যায়,
মাঠের উপর ভেসে॥
বেঁচে থাকুন মোদের রাজা,
সুখে ভাসুক্ সকল প্রজা,
উড়ুক্ রাজার কীর্ত্তি-ধ্বজা স্বদেশে বিদেশে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর-কক্ষ।

সুমিত্রা একাকিনী শিবপূজা করিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে দশরথের প্রবেশ।

দশ। পূজা শেষ হয়েছে, সুমিত্রা?

সুমিত্রা। হাঁ, নাথ! এই হ'ল। আসুন—দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

দশ। মনে পড়ে, সুমিত্রা! সেইদিন আর এইদিন?

সুমিত্রা। যেদিন চ'লে গেছে, সেদিনের কথা মনে ক'রে আর কি হবে, নাথ? গত কথা ভুলে যাওয়াই ত ভাল।

দশ। তুমি ভুল্‌তে পার, সুমিত্রা; কিন্তু আমি বোধ হয়, এ জীবনেও কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না। সে স্মৃতি যে আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে দিবানিশি বৃশ্চিকের মতন দংশন কর্‌ছে। সে স্মৃতির দংশনে যে আমি অহর্নিশ জর্জ্জরিত হ'য়ে যাচ্ছি। বোধ হয়, সুমিত্রা! বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই সেই বিষাক্ত স্মৃতি আমাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইভাবে জর্জ্জরিত কর্‌বে। আমি যে মহাপাপী, সুমিত্রা!

সুমিত্রা। মিছে কথা, আপনি দেবতা, দেবতার কোন পাপ হয় না।

দশ। যদি আমার এ জাগরণ একদিন না হ'ত, তা হ'লে আমি তোমার কথাই স্বীকার কর্‌তাম। কিন্তু প্রিয়ে, যেদিন থেকে আমার সেই মোহনিদ্রা ভেঙেছে, সেইদিন থেকেই অনুতাপের অনল এই

মহাপাপীকে সর্ব্বদা দগ্ধ ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই হ'তে কে যেন আমার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রেতাত্মার মত ভীষণ, শূন্য পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুমিত্রা। জীবনবল্লভ! কি করলে আপনার এই মনের সন্তাপ দূর হয়, তাই একবার বলুন; আমি তাই ক'রে আপনার সন্তাপ দূর ক'রে দিই।

দশ। হা অভাগিনি! আমাকে এত বিশ্বাস তোমার? মনে নাই কি, বিবাহের পরে কতদিন এইভাবে উভয়ে একত্র সুখে অতিবাহিত করেছিলাম, তখন একমাত্র তুমি ভিন্ন আমার যেন আর কেউই জগতে প্রিয় ব'লে ছিল না। তার পর কিছুদিন পরেই মনে পড়ে, সেই—প্রিয়তমে! তুমি আমার দুই চক্ষের বিষ হ'য়ে উঠেছিলে; এ কথা জেনেও আমাকে তুমি এখনও যে কেমন ক'রে বিশ্বাস করতে পারছ, এই আশ্চর্য্য! কিন্তু বলতে কি সুমিত্রা, আমি নিজেই আমাকে তিলার্দ্ধের জন্যও বিশ্বাস করতে পারি না। আমার দ্বারা না সম্ভব হ'তে পারে, এমন কোন নিষ্ঠুর কার্য্যই নাই। ভেবে দেখ দেখি, সুমিত্রা; আমি আমার শান্তিময় রাজ্যে কি ভাবে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম? নিয়ত নিরন্ন প্রজার আর্ত্তনাদে তখন আমার সেই পাষাণ প্রাণ একটুও বিগলিত হয় নি। কঞ্চুকীদেবের তীব্র তিরস্কার—কৌশল্যার করুণ উপদেশ—তোমার অজস্র করুণা ধারা, আমাকে তখন কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নাই। রাজ্যময় হাহাকারে—পতিপুত্রহীনা বিধবাগণের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত অভিশাপ বষণে অযোধ্যা তখন ছেয়ে পড়েছিল। কিন্তু হায়! তবুও মত্ত আমার নেশা ভাঙতে পারে নাই—তবুও অন্ধ আমার চক্ষু ফোটাতে পারে নাই। ওঃ—সে সব কি ভীষণ দিন চ'লে গেছে, সুমিত্রা!

সুমিত্রা। ও সব কথার যত আন্দোলন করবেন, ততই মনের অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। দৈবচক্রে শনির প্রকোপেই ঐ সব অনর্থ তখন

ঘটেছিল ; কিন্তু আবার তার প্রতীকার আপনি নিজেই করেছেন। অযোধ্যার সে সব অশান্তির মেঘ যখন আপনার চেষ্টাতেই কেটে গেছে, তখন আর সে অনুতাপ কর্‌বেন কেন, নাথ ? যাদের মুখ থেকে তখন অভিশাপের আগুন বর্ষিত হয়েছিল, তাদের মুখ থেকেই আজ আবার গুণকীর্ত্তন শোনা যাচ্ছে। দেশ-বিদেশে আপনার যশঃসৌরভে আমোদিত হ'য়ে উঠেছে। তাই বল্‌ছি, মহারাজ! সে দুর্দ্দিন আর আমাদের এখন নাই, চারদিকেই শান্তির হিল্লোল ব'য়ে যাচ্ছে। দাসীর কাতর প্রার্থনা, আপনি আর সে সব মনে ক'রে অশান্তি ভোগ কর্‌বেন না।

দশ। জীবনে সে আশা আছে কি না বল্‌তে পারি না ; তবে একটা ভরসা আছে, যদি তোমাদের মতন পতিব্রতা সাধ্বী পত্নীর পুণ্যবলে যদি কোনদিন শান্তিলাভ কর্‌তে পারি।

সুমিত্রা। মহারাজ! করযোড়ে দাসী একটা অনুরোধ কর্‌ছে।

দশ। কি, সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। একবার অভাগিনী দিদি কৈকেয়ীকে দেখা দিয়ে তার দগ্ধপ্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তিবারি সিঞ্চন করুন।

দশ। সুমিত্রা! সর্ব্বনাশ! ও কথা মুখেও এনো না, সেখানে গেলে আমার আবার মহাসর্ব্বনাশ হবে। মায়াবিনী রাক্ষসী আবার আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেল্‌বে, আবার আমি তা হ'লে নরকের তলে প'ড়ে যাব, আবার আমার শান্তির রাজ্যে তা হ'লে অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে! তাই বল্‌ছি, সুমিত্রা! আমাকে কখন সে অনুরোধ ক'রো না, বরং ব'লে রাখ্‌ছি—যদি কখন আমি নিজেও সে মুখো হ'তে চাই, তা হ'লে অমনি তোমরা আমার হাত ধ'রে টেনে রেখো, কিছুতেই যেতে দিয়ো না।

সুমিত্রা। মহারাজ! আপনি রাজ্যের বিচারকর্ত্তা। একবার বিচার

ক'রে দেখুন, দিদির কোন দোষ নাই। সে অভাগিনীর সরল বুদ্ধিতে মন্থরা দাসীই গরলধারা ঢেলে দিয়ে সেই অত্যাহিত ঘটনা ঘটিয়েছিল। আবার চিন্তা ক'রে দেখুন, নাথ! শেষে আবার সেই দিদিই নিজের অবস্থা—মহারাজের অবস্থা—রাজ্যের অবস্থা বুঝ্‌তে পেরে সে পথ হ'তে সে স'রে দাঁড়িয়েছিল, এবং মহারাজকেও সে পথ হ'তে সরিয়ে এনেছিল। কিন্তু হতভাগিনী সেই-দিন হ'তে পাগলিনীর মত দিবারাত্র অশ্রুবিসর্জ্জন কর্‌ছে। অনুতাপে তার সরল প্রাণ পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে। মহারাজের চরণে প্রণাম কর্‌বে, এমন সাহসও তার এখন নাই। তাই বল্‌ছি, মহারাজ, সে অভাগিনীর প্রতি একবার করুণা করুন, নতুবা পাগলিনী আর বেশি দিন বাঁচ্‌বে না।

কঞ্চুকীসহ কৈকেয়ীর হাত ধরিয়া কৌশল্যা ও
তৎপশ্চাৎ সখীগণের প্রবেশ।

কঞ্চুকী। বাবা, দশরথ! বৃদ্ধ কঞ্চুকীর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তেই হবে। মেজ-মা-লক্ষ্মীকে আবার আদর ক'রে গ্রহণ কর। মা লক্ষ্মীর কোন দোষই ছিল না, এ কথার শত শত প্রমাণ আমি পেয়েছি। কেবল সেই মন্থরার কুমন্ত্রণাতেই সরলপ্রাণা মা আমার কিছুদিনের জন্য অলক্ষ্মী সেজে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত ত যথেষ্ট হয়েছে। অনুতাপের অশ্রুতে মায়ের সব মালিন্য দূরে গেছে। বিশেষতঃ ঐ মা লক্ষ্মীর জন্যই তোমার চক্ষু ফুটেছিল। বল্‌ছি, বৃদ্ধের কথা রাখ, মাকে তার প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত ক'রো না।

কৌশল্যা। এই নাও, মহারাজ! তোমার উপেক্ষিত রত্নকে তোমার করে সঁপে দিচ্ছি। হতভাগিনীর মুখের দিকে তাকাবার এক তুমি বৈ আর কেউ নাই, মহারাজ! আজ এই আনন্দের দিনে সকলেই আনন্দে ভাস্‌ছে, তবে কেন এই নিরপরাধা দুর্ভাগিনী সে আনন্দে বঞ্চিতা থাকবে?

[কৈকেয়ী দশরথের পদতলে পড়িলেন এবং দশরথ হাত ধরিয়া তুলিলেন ও সখীগণ গাহিতে লাগিল]

সখীগণ।—

গান।

কিবা মিলন মধুর রসে।
ভাসিল যামিনী, চন্দ্রমাশালিনী
হাসিলা কুমুদিনী সরসে।
বিরহ-বিধুরা অধীরা কামিনী,
হইল প্রাণপতি হৃদয়-সঙ্গিনী,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
ভাসিল পতি সনে বিরহিণী হরষে।
আয় লো-আয় লো, সজনী লো,
জাগিব, গাহিব সারা রজনী লো,
ধীর সমীর মরি, বহিছে ধীরে ধীরি,
জুড়াবে জীবন শীতল পরশে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা—কুটীর প্রাঙ্গণ।

বিদ্যাদিগ্‌গজ ঠাকুর প্রাতঃস্নানান্তে স্তবপাঠ করিতে করিতে আসিতেছিলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজ-পরিচারিকা কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল।

বিদ্যা। [সুরে] কিন্নর বধূস্তঙ্গ স্তনাস্ফালিতং। কিন্নর বধূস্তঙ্গ স্তনাস্ফালিতং। [গুন্‌গুন্ শব্দে পাঠ করিতে লাগিলেন]

পরি। তা হ'লে খুব সকালেই যাবেন কিন্তু বড় রাণী-মা খুবই সকালে যেতে বলেছেন কিন্তু।

বিদ্যা। হুঁ—হুঁ, কিন্নরবধূস্তঙ্গ স্তনাস্ফালিতং।

পরি। সূর্য্যিঠাকুর না উঠ্‌তে উঠ্‌তেই পূজো আরম্ভ ক'রে দিতে হবে কিন্তু।

বিদ্যা। হুঁ—হুঁ, তার আর বল্‌তে? একেবারে শেষ রাত্রিতেই গিয়েই ব'সে থাক্‌ব। [সুরে] দিব্যা স্ত্রী পূর্ণ কুম্ভং, বৃষ গজ তুরগা-স্তঙ্গ স্তনাস্ফালিতং। এগুলি চাই কিন্তু, মা! কথা হচ্ছে—রাজার মঙ্গল উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ন। এগুলি সবই চাই। কথা হচ্ছে গিয়ে—অঙ্গহানি যেন না হয়, মা! কথা হচ্ছে গিয়ে—আমি ত আর যে-সে পুরোহিত নই, কথা হচ্ছে গিয়ে—আমি যখন বশিষ্ঠদেবের শিষ্য, আরও কথা হচ্ছে গিয়ে—বশিষ্ঠদেব যখন আশ্রমে উপস্থিত নাই, তীর্থস্নানে হরিদ্বারে চ'লে গিয়ে-ছেন। তখন কথা হচ্ছে গিয়ে, আমাকে একটু বিবেচনার সহিত কার্য্য

কর্‌তে হবে। বিশেষতঃ কথা হচ্ছে গিয়ে—গুরুদেব যখন রাজবাড়ীর সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ কর্‌তেই আমার উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন ; আরও কথা হচ্ছে গিয়ে—এ একটা যে-সে রাজা নয়, একেবারে "আসমুদ্র ক্ষিতী-শানাং" বাপ্‌রে! মান্ধাতার বংশ! কথা হচ্ছে গিয়ে, এ সব বাড়ী পৌরহিত্য করা কি যার তার সাধ্য আছে ?

পরি। আর আমি দেরি কর্‌ব না। কি যেন বল্‌ছিলেন—কি কি লাগ্‌বার কথা ?

বিদ্যা। হাঁ, ভাল কথা স্মরণ ক'রে দিয়েছ, মা! কথা হচ্ছে গিয়ে বেশ—বেশ—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী। না হবে কেন, বড় রাণীমার পরিচারিকা। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। বল্‌ছিলাম কি, এই—দিব্যা স্ত্রী, পূর্ণ কুম্ভং আর বৃষ গজ তুরগাঃ। এইগুলির প্রয়োজন। আর স্বঙ্গ স্তনাস্ফালিতং, সেটা ত চাই-ই। একেবারে শাস্ত্রের প্রমাণ, না হ'লে চল্‌বে না, মা!

পরি। তা হ'লে আপনি নিজের মুখে বল্‌বেন, আমি ওসব মনে ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ব না! রাজার মঙ্গলক্রিয়ার জন্য যা যা দরকার, চাইবামাত্রই বড়রাণী-মা তখনই যোগাড় ক'রে দেবেন এখন।

বিদ্যা। হা—হা—হা। [হাস্য] তা ত নিশ্চয়ই, আহা, বড়রাণী-মা, কথা হচ্ছে গিয়ে—স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মী—পূর্ণলক্ষ্মী। অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী। অযোধ্যাতে মা মহেশ্বরীই বটে।

পরি। আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি। [নমস্কার]

বিদ্যা। জন্মায়স্তিভব—জন্মায়স্তিভব।

পরি। [হাসিয়া] ও কি আশীর্ব্বাদ হ'ল ?

বিদ্যা। ঠিকই হয়েছে। একেবারে বেদবাক্য মা বেদবাক্য।

পরি। [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া] তোমার মুণ্ডু!

[প্রস্থান।

বিদ্যা। [আহ্লাদে গদগদ হইয়া] তা হ'লে কথা হচ্ছে গিয়ে, এখন একবার এ শুভ খবর জানাতে খোকার মাকে ডাকতে হচ্ছে। এ খবর শুনলে খোকার মা একবারে আমাকে মাথায় ক'রে নাচতে থাকবে। ওঃ, ভারি এক কাতলামারা যাবে। কথা হচ্ছে গিয়ে, দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য আর একটি কাণাকড়িও এতদিন কোথাও মাথা খুঁড়েও পাই নি। বিধাতা এতদিন পরে—কথা হচ্ছে গিয়ে, তার সুদ সমেত বন্দোবস্ত ক'রে পাঠিয়েছেন দেখছি। ডাকি—খোকার মাকে ডাকি। বলি, কোথা গো—ঘরে নাই না কি? পাড়ায় চা'ল ধার করতে গেছে বুঝি। আজ থেকে ধারের কপালে মারি ঝাঁটা। কত বেটা-বেটীরা—কথা হচ্ছে গিয়ে, আমারই বাড়ীতে ধারের জন্য আনাগোনা করতে পথ পাবে না। কথা হচ্ছে গিয়ে, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। বলি, কোথা গো!

খোকার মার প্রবেশ।

খোকার মা। কি গা, ডাকছ কেন?

বিদ্যা। আর আমাদের কুঁড়ে ঘর থাকছে না, খোকার মা!

খোকার-মা। কি হ'ল আবার? কেউ কি ধারের কড়ি না পেয়ে বিক্রী ক'রে নেবে না কি? যাঁ! ভয়ে যে আমার গা কাঁপছে! তা হ'লে আমার খোকাকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব গো!

বিদ্যা না—না, কথা হচ্ছে গিয়ে, খোকার মা! একবারে অট্টালিকা—অট্টালিকা। দো-মহল বাড়ী, তার এক মহলে কথা হচ্ছে গিয়ে, দাস দাসী, চাকর চাকরাণীতে ভরতি থাকবে। আর এক মহলে কথা হচ্ছে গিয়ে, তুমি একেবারে সর্ব্বলঙ্কারভূষিতা হ'য়ে গণেশ-জননীর মত খোকা-মণিকে কোলে ক'রে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে থাকবে। আমিও একটা কথা হচ্ছে কি না, বৃহদাকার তাকিয়ে ঠেসান্ দিয়ে একেবারে, কিসের সঙ্গে উপমাটা দিয়ে ফেলি বল দেখি! দূর ছাই, উপমাটা আসছে

না। তোমার উপমাটা বেশ চট্ ক'রে এসে পড়েছিল। কথা হচ্ছে কি না—একেবারে, হাঁ্যা হাঁ্যা মনে এসেছে—এসেছে, একেবারে রজতগিরি নিভং হ'য়ে সটান্ শুয়ে প'ড়ে থাক্‌ব। কথা হচ্ছে গিয়ে, খোকার মা! ধনে ধান্তে, অর্থে সামর্থ্যে একেবারে দশজনের একজন আর কি! কথা হচ্ছে গিয়ে—আর ভাবনা নেই—চিন্তা নেই। আর খুচুনী হাতে সকাল-বেলায় কারু বাড়ী গিয়ে নাক ঝাড়া খেতে হচ্ছে না।

খোকার-মা। [অবাক্ হইয়া] কি বল্ছ? হাঁ্যা গো! তোমার হ'ল কি? ঘাট থেকে আস্‌বার সময় কি ঐ নিশানাথ তলা দিয়ে আস্‌ছিলে না কি? আমার যে ভয় হচ্ছে। বলি, রোজা ডাক্‌তে হবে না কি! খোকাকে তা হ'লে এখনই পাঠিয়ে দিই।

বিশু। আরে, কি মুস্কিলের কাণ্ড! কথাটা হচ্ছে গিয়ে, আমরা একদম বড়লোক হ'য়ে পড়্‌ছি আর কি! এতে তোমার রোজা-রুজি ডাক্‌তে হবে কেন গো?

খোকার-মা। না, তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি ক'রে বল গো, আমার মাথা খাও। তোমার মাথাটার কিছু হয় নি ত? মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়ে দেখ ত গা? মগজটা নড়্ বড়্ করে কি না? যদি সত্যিসত্যি কোন মাথার গোল বেঁধে থাকে, কি কোন দেবতার দৃষ্টি প'ড়ে থাকে, তা হ'লে এখনই তার বিধান করি। ওগো, তুমি অমন বিগ্‌ড়ে গেলে যে, আর আমাদের কোন উপায়ও থাক্‌বে না। খোকা আমার না খেতে পেয়ে পেয়েই মারা যাবে। হুঁ—উঁ—উঁ। [রোদন]

বিশু। তা নয়—তা নয়, খোকার মা! কথাটা হচ্ছে গিয়ে, আমাদের বরাৎ ফিরে গেছে। রাজবাড়ী থেকে দাসী এসেছিল।

খোকার-মা। কেন গা, কেন গা, ধ'রে নিয়ে যেতে না কি? আমরা ত কোন কিছু দোষ করি নি।

বিন্তা। একরূপ ধ'রে নিতে বৈ কি, তবে—

খোকার-মা। তার পর—তার পর? কি ক'রে তাকে বিদেয় করলে? ভাল ভাবে গেছে ত?

বিন্তা। না গো না, তা নয়। কথা হচ্ছে গিয়ে, মহারাজের গ্রহশান্তির জন্য সমস্ত রাণীরা মিলে একটা শনিপূজোর আয়োজন করেছেন। তাই আমাকে—কথাটা হচ্ছে গিয়ে, তাই আমাকে আগামী কল্য প্রত্যূষেই সেই শনিপূজো এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বুঝ্‌তে পেরেছ? তা হ'লেই কথাটা হচ্ছে গিয়ে, মহারাণীরা যখন মহারাজের গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করেছেন, তখন কি আর কথা হচ্ছে গিয়ে, লাভা-লাভের কথা আছে? বিশেষতঃ বড়রাণী কৌশল্যা স্বয়ং যখন এই কার্য্যের উত্যোগী, তখন আর—কথা হচ্ছে গিয়ে, আমাদের বাড়ী অট্টালিকা না হ'য়ে যায় না।

খোকার-মা। [বসিয়ে পড়িয়া] য়্যাঁ! বল কি গো! আমি যে মূর্চ্ছা যাবার মতন হলুম। আহ্লাদে মারা যাব না ত? আমায় ধর গো! ধর, আমায় যেন মর্‌তে দিয়ো না। নিদেন্‌ পক্ষে একটা দিনও কোটায় যাতে বাস ক'রে যেতে পারি, তাই ক'রো। [শয়ন]

বিন্তা। [ধরিয়া তুলিয়া] কথা হচ্ছে কি, এখন যদি ম'রে যাও, তা হ'লে কাল যখন রাজবাড়ী থেকে ভারে ভারে জিনিস আস্‌তে থাক্‌বে, তখন কথা হচ্ছে গিয়ে, সে সব গুছিয়ে কে রাখ্‌বে বল? অগত্যা—কথা হচ্ছে গিয়ে কালকার দিনটা দেখে তারপর যা তোমার মর্‌জি হয় ক'রো।

খোকার মা। না, আর মর্‌ব না; কোটা-অট্টালিকায় বাস অদৃষ্টে আমার নিশ্চয় আছে গো! [ভিন্ন স্বরে] আচ্ছা দেখ, এত পুরুত রেখে তোমাকে তারা ডাক্‌লে কেন?

বিন্তা। কথাটা হচ্ছে গিয়ে, খোকার মা! সেই চণ্ডী—চণ্ডী।

সেই যে বশিষ্ঠ ঠাকুরের কাছে দুই-তিন দিন চণ্ডীর পাঠ নিয়েছিলাম, সেই চণ্ডীই এখন মুখ তুলে চেয়েছেন। কথা হচ্ছে গিয়ে, এই যে রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, সেই সবই মা চণ্ডী আমাকে হাতে ক'রে তুলে দিচ্ছেন।

খোকার মা। তুমি বুঝি খুব ভাল চণ্ডীপাঠ কর্‌তে পার? হ্যাঁ!

বিদ্যা। এই রাজ্যে এক বশিষ্ঠ ঠাকুর বাদে, কথা হচ্ছে গিয়ে এই বিদ্যাদিগ্‌গজ শর্ম্মার কাছে চণ্ডীপাঠ ক'রে দাঁড়াতে পারে, এমন কেহই নাই। আমাকে তুমি, কথা হচ্ছে গিয়ে—বড় কেউ কেডা মনে ক'রো না। খোকার মা! কাল যখন রাজবাড়ী গিয়ে আমি সেই রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ব'লে পাঠ আরম্ভ কর্‌ব, তখন কথা হচ্ছে গিয়ে—রাণীদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব-না! তখনই কথা হচ্ছে গিয়ে—অমনি চারদিক্ থেকে ঝণাৎ ঝণাৎ শব্দে পড়্‌তে থাক্‌বে-না?

খোকার মা। কাল তা হ'লে তোমার বড় কষ্ট হবে? আজ একটু বাতাস কর্‌ব কি? পা দুখানা টিপে দোব? [তথাকরণ] আহা-হা! এই চরণ দিয়েই ত চ'লে যাবে গো!

বিদ্যা। কথা হচ্ছে গিয়ে, এই ভাবে সব দাসীরা ব'সে ব'সে সারা-রাত্রি পা টিপ্‌বে। একটু বাদ দিলেই অমনি, কথা হচ্ছে গিয়ে—একেবারে সপাং সপাং আর কি।

খোকার মা। না গো না, তারা দুঃখী মানুষ। বড় লাগ্‌বে গো, বড় লাগ্‌বে।

বিদ্যা। তুমি যেন কথা হচ্ছে গিয়ে—তাদের অমনধারা আস্কারা দিয়ো না, তা হ'লে কথা হচ্ছে গিয়ে—মর্য্যাদা বজায় থাক্‌বে না।

খোকার মা। খোকাকেও কি সঙ্গে নিয়ে যাবে? কি বল। তাতে মর্য্যাদা যাবে না ত? দেখ কিন্তু ভেবে।

বিদ্যা। ও সর্ব্বনাশ! তা কি নিতে আছে? কথা হচ্ছে গিয়ে, খোকাকে সঙ্গে নিলে হাল্‌কা হ'তে হবে; বুঝেছ?

খোকার মা। তবে তাই। আর ঐ যে "অলঙ্কারভূষিতা" না কি বল্‌ছিলে, ছাই আমাদের মুখে কি তোমার মত ও সব অনুস্বর বিসর্গ দেওয়া কথা বের্ হয়? সেই অলঙ্কার কি তা হ'লে পূজার দক্ষিণা থেকেই পাওয়া যাবে? না—টাকা দিয়ে নিজেদের গ'ড়ে নিতে হবে?

বিদ্যা। কথা হচ্ছে গিয়ে, গ'ড়ে নিতে গেলে কি আর তেমন ধারা গড়ন হবে? সে কথা হচ্ছে গিয়ে, আমার রূপং দেহি, জয়ং দেহি শুনে রাণীরা সব আপনা হ'তেই গা থেকে এক-একখানি খুলে দেবে; কথা হচ্ছে গিয়ে, একেবারে তোমাকে 'সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা' ক'রে ছাড়্‌ব। চল, এখন ঘরে যাই। আজ চাল-টাল কিছু ধার পেয়েছ, না উপোস ক'রেই কাটাতে হবে? কথা হচ্ছে গিয়ে, একটা রাত্রি বৈ ত নয়। কালই একবারে কথা হচ্ছে গিয়ে, ষোড়শোপচারেণ পূজয়িষ্যামি।

খোকার মা। আবার ষোড়শও হবে না কি?

বিদ্যা। সে দেরি আছে এখন, কথা হচ্ছে—খোকার মা! কাল একেবারে অট্টালিকা—অট্টালিকা!

খোকার মা। দেখ, আজ কিন্তু আমাদের রাত্রিতে ঘুমনো হবে না। কি জানি, ঘুমের ঘোরে যদি ম'রে যাই, তা হ'লে আর অট্টালিকায় বাস এ জন্মে হবে না। কি বল গা?

বিদ্যা। কথা হচ্ছে গিয়ে, চল এখন ঘরে যাওয়া যাক্, খোকাকে আবার এ সব কথা বল্‌তে হবে। শুনে আহ্লাদে নাচ্‌তে থাক্‌বে।

খোকার-মা। চল, তোমাকে আস্তে আস্তে ধ'রে নিয়ে যাই, পাছে হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে মর, তা হ'লে আবার সব ফ'স্‌কে যাবে।

[বিদ্যাদিগ্‌গজকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যা—গুপ্তকক্ষ।

একাকিনী মন্থরা চিন্তা করিতেছিল।

মন্থরা। সন্ধ্যাও ত ঘুরে গেল, ভৈরবী ঠাকরুণের ত ঠিক এই সময়েই এখানে আস্‌বার কথা। এখনও ত আস্‌ছে না, কারণ কি? এদিকে ত আমার ওপর সবাই যেরূপ খড়্গহস্ত, তাতেও আর এখানে টেকা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। শুন্‌লেম, মহারাজও না কি আমার উপরে ভারি চটা। কেবল কেকয়রাজ কৈকেয়ীরাণীর সঙ্গে আমাকে যৌতুকরূপে দান করেছেন ব'লেই আমার ওপর কঠিন দণ্ডের আদেশ দিচ্ছে না, কিন্তু অন্তঃপুরে যাবার নিষেধ আদেশ প্রচার করেছেন। বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়া গেল দেখ্‌ছি! তাই ত, এদ্দিন পরে মন্থরাকে জব্দ কর্‌লে দেখ্‌ছি; কেনই বা তখন কৈকেয়ীর কাণে কুমন্ত্রণা দিতে গেলেম? কর্‌লুম বা কি, আর হ'য়ে দাঁড়াল বা কি? দাসী মহলে পর্য্যন্ত আমাকে মুখ নীচু ক'রে থাক্‌তে হচ্ছে। দাসী মাগীরা পর্য্যন্ত আমাকে টিট্‌কারী দিতে সুরু করেছে। ঘেন্নায় ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। যারা এতদিন আমাকে ভয় ক'রে চলেছে, তারাই কি না আজ আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে! অপমানের আর বাকী কি আছে? এক ভৈরবীর আশ্বাসে চুপ্‌ ক'রে আছি, দেখি দিন পাই কি না। ভৈরবীর কৃপায় যদি দিন পাই. তা হ'লে যা করব সে কথা মনে মনেই আছে। তাই ত, এখনও ত আস্‌ছে না! কোন বিপদ্‌ টিপদ্‌ ঘট্‌ল না কি? না—না, ভৈরবীদের আবার বিপদ্‌ কিসে? ওঁরা ইচ্ছে কর্‌লে রাজ্যি সমেত উড়িয়ে দিতে পারে, তবে ধর্ম্ম-নষ্ট হয় ব'লে সেটা করে না। ঐ যে ভৈরবী-মায়ের নাম কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন।

গীতকণ্ঠে ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী।—

গান।

বেটী আমার রক্তথাগী।
নিজে মহাশক্তি হ'য়ে, তাঁর শিবকে কর্‌লে বৈরাগী।
শিবের গোঁড়া ভক্ত যারা,
ওই বেটীর হাতেই মরে তারা,
বোঝা যায় না এ কেমন ধারা,
আবার ক্ষেপার সাথে রাগারাগি।
বেটী শিবকে ক'রে শ্মশানচারী,
নিজেই হয় র　জ-রাজেশ্বরী,
সতীনের সাথে ক'রে আড়ি
নাচে পতির বুকে ন্যাংটা মাগী।

তারা! তারা! এই যে মা, তুই আমার জন্যে খুবই ভাব্‌ছিস্‌?

মন্থরা। [প্রণাম করিয়া] বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছ, মা! কি কষ্টে কি লাঞ্ছনা খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে। অন্তর্যামী তুমি, তোমার কিছুই ত অজানা নেই। কেবল তোমারই ভরসায় প'ড়ে আছি, মা! নৈলে মন্থরা এতদিন কবে বিষ খেতো—না হয় জলে ডুব্‌ত।

ভৈরবী। কোন চিন্তা করিস্‌ নে, বেটি! কোন চিন্তা করিস্‌ নে! আমি তোর ভক্তিতে তোর উপরে বড়ই তুষ্ট হয়েছি; তোর আপদের শেষ না ক'রে আমি যাচ্ছি নে।

মন্থরা। সে তোমার দয়া, মা!

ভৈরবী। যাক্‌, এখন জিজ্ঞেস্‌ করি, রাজা ত শনির দৃষ্টি কাটিয়ে বাড়ীতে এসেছেন; এখন মেজরাণীর সঙ্গে কি রকম ভাব চল্‌ছে?

মন্থরা। আমার নিজের ত আর সে মুখো যাবার সাধ্যি নাই, লোকেদের মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে বোঝা গেল, প্রথমটা নাকি মেজরাণীটা ওপরে খুবই চটা ভাব দেখিয়েছিল, তার পর আর আর রাণীরা আর সেই বুড়ো কঞ্চুকীটা জুটে ব'লে-ক'য়ে রাজাকে মেজরাণীর ওপর চলিয়েছে। আবার নাকি রাজার গ্রহশান্তির জন্য আজ সকাল থেকে শান্তি স্বস্ত্যেন, হোম যজ্ঞি কর্‌তে আরম্ভ দিয়েছে।

ভৈরবী। [হাসিয়া] হুঁ! এ কোন যজ্ঞিতেই এবার কাটছে না! এখন তোমাকে একটা কাজ কর্‌তে হবে।

মন্থরা। কি?

ভৈরবী। কাজটা একটু শক্ত হবে, তবে তোমার কাছে ততটা শক্ত হবে না; আর শক্ত হ'লেই বা কি? না করলে ত কিছু কর্‌তে পার্‌ব না। এই ওষুধটা কোনরূপে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে তিন রাণীকে খাওয়ালেই হবে, তা হ'লেই তোর কাজ সিদ্ধি হবে, মা! [ওষধিচূর্ণ প্রদান]

মন্থরা। এ ওষুধের ফল কি, মা? আর তিন জনকেই বা খাওয়াতে হবে কেন? ঐ এক মেজটাকে নিয়েই ত আমার যত কথা; ঐটেকে বশে আনাই আমার দরকার।

ভৈরবী। আরে, পাগ্‌লি! শোন্, ঐ এক ওষুধের ফল তিন রকম গিয়ে দাঁড়াবে। বড়রাণীর পেটে পড়্‌লে, বড়রাণী অন্ধ হ'য়ে যাবে; ছোটরাণীর পাগল হ'বে, আর মেজরাণী খেলে তোর আঙ্গুলের ডগায় ডগায় ঘুর্‌বে। বড়রাণী আর ছোটরাণীকে খাওয়াবার কারণ, যাতে আব তারা রাজাকে নিয়ে তোকে জব্দ কর্‌তে না পারে। বুঝ্‌লি এখন?

মন্থরা। কদ্দিনে এ ওষুধের ফল দেখা যাবে, মা?

ভৈরবী। ঠিক এক সপ্তাহের পর থেকে। এ একবারে অব্যর্থ ওষুধ, স্বয়ং মা শ্মশানেশ্বরী আমাকে হাতে ক'রে তুলে দিয়েছেন।

সবাইকে কি ওষুধ আমি দিই? কেবল তোর ভক্তি দেখে, তোর ওপর কেমন একটা টান্ এসে পড়েছে, তাই এই ওষুধ তুই পেয়ে গেলি, মা! এখন কথা হচ্ছে, ওষুধ—তাদের যে ভাবেই হ'ক্, পেটে যাওয়া চাই।

মন্থরা। সে আমি ঠিক ক'রে নেবো, অন্দরের যে বামুন ঠাকুর আছে, তার সঙ্গে আমার বেশ একটু ভাব আছে। তাকে কিছু বক্‌শিসের লোভ দেখালেই হ'য়ে যাবে। এখন মা তারা মুখ তুলে চাইলেই হয়, মা!

ভৈরবী। এ ভৈরবী কখন মিছে কথা কয় না—জানিস্? হ্যাঁ একটা বড় দরকারী কাজ; সেটা এবার বল্‌ছি। শুধু রাণীদের ওষুধ খাইয়ে না হয় বিগ্‌ড়িয়ে রাখা গেল, কিন্তু রাজাকেও ত একটা কিছু ক'রে রাখ্‌তে হবে, যাতে তোর ওপর কোন সন্দেহ কর্‌তে না পারে?

মন্থরা। ঠিক বলেছ—মা, ঠিক বলেছ। ঐ রাজাকেই এখন আমার বড্ড ভয়! তাকে কিছু না কর্‌তে পার্‌লে—সব দিক্ থেকে আমার আপদ্ না চুকুতে পার্‌লে, নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব কেন? তবে রাজাকে কোন ওষুধ খাওয়ান ত সুবিধে হবে না; কেন না, রাজাকে যে কোন খাবার, খাবার আগে, তাঁর গৃহ-চিকিৎসক সেই খাবার পরীক্ষা ক'রে দেখে, তারপর রাজাকে খেতে দেন্। এই নিয়ম বরাবর চ'লে আস্‌ছে।

ভৈরবী। সে কথা আমি জানি, সেইজন্যই ত রাজার ব্যবস্থা, অবস্থা বুঝে স্বতন্ত্রই করেছি। তবে সে ব্যবস্থাটা আরও একটু শক্ত। তোমাকে একটু বেশি সাবধান হ'য়ে কাজ কর্‌তে হবে। কাজটা এই—আমি জেনেছি, রাজা এখন রাণীদের মহলে না শুয়ে পৃথক্ ঘরে একলাটি নিদ্রা গিয়ে থাকে। সেই নিদ্রার সময়ে—আমার একজন ভাল শিষ্য আছে, সে গিয়ে সেই ঘুমন্ত অবস্থায় রাজার মস্তকে একটি মন্ত্র জপ কর্‌বে, তা হ'লেই রাজা আর তোর ওপর কিছুতেই চট্‌তে পার্‌বে না। এখন তোর কাজ হচ্ছে যে, আগে সেই

রাজার প্রহরীকে হাত করা ; তাকে হাত করতে পার্‌লেই আমার শিষ্য গিয়ে মন্ত্রবলে কাজ উদ্ধার ক'রে আস্‌তে পারবে। কেমন, পারবে ত. মা ?

মন্থরা। সে প্রহরীটা ভারি রাজভক্ত, সে বড় কড়া পাহারা। তাকে হাত করা দেখ্‌ছি, সোজা কথা হবে না।

ভৈরবী। সে কাজ করতে না পার্‌লে যে, আমাদের সব পরিশ্রমই পণ্ড হ'য়ে যাবে, মা!

মন্থরা। আচ্ছা, আমি আজ থেকে চেষ্টা ক'রে দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠ্‌তে পারি। দুদিন সময় নিচ্ছি, যা হয়—দুদিন পরে তোমাকে জানাব, মা!

ভৈরবী। সময় নেওয়া কি, একেবারে করতেই হবে। জেনে রাখিস্ মা, সে যত রাজভক্তই হ'ক্ না কেন, পয়সার দ্বারা না হয়, এমন কাজই সংসারে নাই।

মন্থরা। আচ্ছা—দেখি, আজ ঠিক কথা দিতে পার্‌লুম না। পরশু দিন ঠিক এই সময়ে এখানে তুমি একবার দয়া ক'রে এস, তা হ'লেই সব জান্‌তে পারবে।

ভৈরবী। আচ্ছা, তাই না হয় আস্‌ব, তবে বেশি দেরী যেন না হয়। এ সব কাজে দেরি হ'লে অনেক অসুবিধা এসে জোটে। আর আমিও ত বেশি দেরি করতে পার্‌ব না। আমি তোর একটা কিনারা ক'রে দিয়েই কাশীধামে যাব, সেখানে আমার বিশেষ কাজ আছে। আচ্ছা, মা! আজ এখন চল্‌লাম। তুই আজই ঐ ওষুধটা যেন রাণীদের খাইয়ে দিস্। তারা! তারা! [প্রস্থান।

মন্থরা। যাই, বামুন ঠাকুরের কাছে লুকিয়ে একবার দেখা করি গে। পুরোণ পিরীতটে আজ আবার ঝালিয়ে তুলে কাজ বাগাই গে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপথ।

ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে গীতকণ্ঠে সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু।—

গান।

হায়, আমায় কেউ আজ ভিক্ষা দুটি দিলে না।
আমায় কাঙাল ব'লে দয়া ক'রে কেউ ত ফিরে চাইলে না।
কত ধনীর দ্বারে গেলেম,
কেঁদে কেঁদে দুখ জানালেম,
আমায় চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দিলে
দুখের কথা কেউ ত আমার শুনলে না।
আজ চারদিন ধ'রে উপবাসে,
আমার মাতা, পিতা আছেন বাসে,
দীনবন্ধু মোদের ভালবাসে,
কই সেও ত খবর নিলে না।

কি উপায় হবে আজ? কি দিয়ে পিতা মাতার জঠর-জ্বালা দূর করব? আজ চারদিন ভিক্ষায় কিছুই পাই নি। আগেকার সঞ্চয় সামান্য কিছু ক্ষুদ্ ছিল, তাও দুটি দুটি ক'রে এই চারদিন ধ'রে মা আমাকে খাইয়ে ফুরিয়ে ফেলেছেন। আজ আমিও একেবারে উপবাসে আছি। মা বাবা ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে গাছের তলায় প'ড়ে আছেন, চল্‌বার শক্তি নেই ব'লে আজ ভিক্ষা করতে সঙ্গে ক'রে আনি নি। তাঁরা দুজন যে, আমার আ শা-পথ চেয়ে আছেন, এখন এইভাবে শূন্য ঝুলি নিয়ে ফিরে যাই

কেমন ক'রে? আর একদিন ভিক্ষে থেকে আস্‌বার সময় বাবা পিপাসায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন; সেদিন সেই বন্ধু এসে জল দিয়ে বাবাকে বাঁচিয়েছিল। আজ যদি বন্ধুকে পেতেম, তা হ'লে একটা কিনারা কর্‌তে পার্‌তেম। কোথায় আছ, বন্ধু! একবার আজ দেখা দাও, ভাই!

একটি পাত্রে তণ্ডুল সাজাইয়া অদূরে গীতকণ্ঠে
দীনবন্ধুর প্রবেশ।

দীনবন্ধু।—

গান।

কোথায় কে বনের ভেতর, ক্ষুধায় কাতর,
আমি খুঁজে বেড়াই তাই।
আমার বন্ধু ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে
বল্ আমায় কে ডাক্‌লি ভাই।

সিন্ধু।— আয় রে আয় প্রাণের বন্ধু,
ডাক্‌ছে তোরে কাঙাল সিন্ধু,
তুই বিনে বিপদের বন্ধু
আমার আর কেহ ত নাই।

দীন।— [কাছে আসিয়া]
কেন সিন্ধু তোর মলিন মুখ,
দেখে ফাটে আমার বুক,
বল্ বন্ধু তোর কিসের দুখ,
আমি তোরে সুধাই।

সিন্ধু।— কি বল্‌ব ভাই দুখের কথা,
ক্ষুধায় মরেন পিতা-মাতা,
সইতে নারি তাঁদের ব্যথা,
বল্, আমি ভিক্ষা কোথায় পাই।

দীন। আজ কি ভিক্ষা কোথাও পাও নি, সিন্ধু?

সিন্ধু। কোথাও পাই নি বন্ধু, আজ চারদিন মা আর বাবা উপবাসী। এ তিন দিন গোটাকতক ক্ষুদ্ খেয়ে কাটিয়েছি, আজ আমিও উপবাসী।

দীন। এক কাজ কর ভাই, এই ভুজ্যিটা একজন ধনী-পত্নী আমাকে দিয়েছিলেন, তুমি এখন এই ভুজ্যিটে নিয়ে মা-বাবার কাছে যাও; এতেই তোমাদের ক'দিন বেশ চল্‌বে।

সিন্ধু। তুমি তা হ'লে কি খাবে বন্ধু?

দীন। আমার খাবার অভাব কি? কত জায়গাতে আমার নেমন্তন্ন আছে। তুমি এই ভুজ্যিটে নিয়ে এখনই চ'লে যাও, আর দেরি ক'রো না।

[ভুজ্য প্রদান]

সিন্ধু। তুমি একবার যাবে না বন্ধু, মা যে তোমার কথা কত বলেন!

দীন। যাব, একদিন সুবিধে দেখে যাব; মাকে আমার কথা ব'লো ভাই, মা তা হ'লে সুখী হবেন।

সিন্ধু। তা আর বল্‌ব না? বন্ধু! সত্যি তুমি আমাদের কত জন্মের বন্ধু যেন! সেদিন জল দিয়ে বাঁচিয়েছিলে, আজ আবার খাবার দিয়ে বাঁচালে।

দীন। চল যাই সিন্ধু, তোমার সঙ্গে কতকদূর যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

স্বর্গপথ।

ঠুলিবদ্ধ চক্ষু শনির প্রবেশ, পশ্চাতে গীতকণ্ঠে
বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।— গান।

চোখে ঠুলি গুড়ি গুড়ি, যাচ্ছ মামা শ্বশুর বাড়ী।
মামীর তরে ভাল দরের নিয়ে যাও-না নতুন শাড়ী
মামী আছে ঝাঁটা নিয়ে,
খুসী ক'রো শাড়ী দিয়ে,
নৈলে ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে
(মামা তোমার) ছিঁড়ে যাবে পোটর দাড়ী।

শনি। স্বর্গের ছেলেগুলো হ'ল কি! মামা বাবা বাদ্ দেয় না, পেলেই হ'ল। দূর—দূর, বকাট্ ছোঁড়াগুলো! পালা—পালা।

বালকগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

মামীর সাথে ঝগড়া ক'রে,
টান্‌বে মামা শাশুড়ী ধ'রে,
হবে তখন মামা শাশুড়ে,
মামী দেবে গলায় দড়ি।

শনি। দূর, হতভাগা ভাস্করগুলো! দূর হ'য়ে যা। [তাড়না]

বালকগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

মামা তুমি মামী ফেলে,
শাশুড়ীকে বাগিয়ে নিলে,
শ্বশুর জামাই দুজন মিলে
শেষে করবে নাকি কাড়াকাড়ি।

শনি। দূর—বেহদ্দ বেহায়া ছেলেরা ! মরেও না? দাঁড়া ত একবার, চোখের ঠুলিটে একবার খুলে দাঁড়াই। তা হ'লে মজা দেখ্‌বি তখন। [চক্ষুর ঠুলি খুলিতে উদ্যত]

বালকগণ। ওরে, বাপ্‌ রে! পালা—পালা, এখনই ভস্ম হ'য়ে যাব।

[প্রস্থান।

শনি। ঠিক ওষুধ বের ক'রে ফেলেছি, এখন থেকে বেটার-ছেলেদের এইভাবে জব্দ করতে হবে।

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। কি হয়েছে ঠাকুর, ছেলেগুলো অমনধারা দৌড়ে পালাল কেন?

শনি। আঃ—একেবারে জ্বালাতন ক'রে ছাড়্‌লে আমায়! এ যমের অরুচিগুলোর যন্ত্রণায় স্বর্গে তিষ্ঠানই দায় হ'য়ে উঠেছে। লেখা ছেড়েছে—পড়া ছেড়েছে—রাস্তায় রাস্তায় কেবল হৈ-হৈ ক'রে বেড়াবে। আর আমাকে পেলে যেন মধুর চাকের মত ঘিরে ফেল্‌বে, আর শাগুড়ে শাগুড়ে ক'রে কাণ ঝালাপালা ক'রে দেয়। আজ আর বরদাস্ত করতে না পেরে শেষে যেমন চোখের ঠুলিটে খুলতে গেছি, অমনি বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে পাজী ছেলেরা দৌড় মেরেছে। দৌড়ে না পালালে আজ ভস্মের গাদা ক'রে ফেল্‌তুম।

রোহিণী। ছেলে-ছোক্‌রা ওরা তোমাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করে, তার জন্যে কি চট্‌তে আছে?

শনি। ছেলে ছোকরা, তবে আর কি আমার মাথা কিনে বসেছে আর কি! ছেলে ছোকরা যার আছে—তার আছে। আমার কাছে কেন, বাপ? আবার এলে হয়, দেখ্‌বে তখন মজাটা। এমন চোখের ঠুলি খুলে দেবো—

রোহিণী। ছিঃ—ছিঃ, তা ক'রো না—তা ক'রো না!

শনি। না—কর্‌বে না? অম্‌নি ছাড়্‌বে? আমি শনি—আমার আদর সব জায়গাতেই আছে বা থাক্‌বে। এই ত মর্ত্তলোকে অযোধ্যাপুরে রাজা দশরথের গৃহে বৃহদাকারে এই শনিদেবের ষোড়শোপচারে পূজা হ'য়ে গেল, দিব্যি ক'রে পূজা খেয়ে আসা গেল; ব্যস্!

রোহিণী। হ্যাঁ, যে জন্তে তোমার কাছে এসেছিলাম, অপর কথায় চাপা প'ড়ে সে কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌তেই ভুলে গেছ্‌লুম। ভাল—অযোধ্যার অবস্থাটা এখন কিরূপ? তোমার দৃষ্টি সেইভাবেই প'ড়ে আছে না কি? সুমিত্রার দশাই বা কিরূপ?

শনি। একবারে মিট্‌মাট্। আমার সাথেও মিট্‌মাট্, সুমিত্রার সাথেও মিট্‌মাট্। সেই মিট্‌মাট্ হয়েছে ব'লেই ত আমার পূজার আয়োজন হয়েছিল।

রোহিণী। তা হ'লে রাজ্যে আর দুর্ভিক্ষ নেই?

শনি। না, আমার দল-বল সব উঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

রোহিণী। সুমিত্রাও তা হ'লে দশরথের শুভচক্ষে পড়েছে?

শনি। অনেকদিন; আমিও যেদিন দশরথের ওপর প্রসন্ন হয়েছি, সুমিত্রাও সেইদিন হ'তে রাজার সুদৃষ্টিতে পড়েছে।

রোহিণী। শুনে বড়ই সুখী হলুম, তা হ'লে এখন আমি আসি।

[প্রস্থান।

শনি। যাই—আমিও যাই; মাথাটা আজ খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে সেই হতভাগা ছোঁড়ারা।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

অযোধ্যা—পথ।

গীত কণ্ঠে প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গান।

ধন্য রাজা পুণ্যতেজা আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর।
ধন ধান্য পুত্র কন্যায় পূর্ণ রাখুন বিশ্বেশ্বর।
শুভ্র তব যশোরাশি,
প্রকাশিছে দশদিশি,
তুমি মঙ্গল কর মঙ্গলাকর সর্ব্বমঙ্গল-অধীশ্বর॥
তুমি দুর্জ্জনদল-দলন,
সজ্জনগণ পালন,
দুঃখহারক সুখদায়ক জননায়ক সর্ব্বেশ্বর॥

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

অন্তঃপুর শয়নকক্ষ।

একাকী দশরথ উপবিষ্ট।

দশ। রজনী গভীরা।
শ্রান্তজীব নিদ্রাকোলে হয়েছে নিদ্রিত।
নীরবে যামিনী জাগে চন্দ্রমার সনে।
নীরবে বহিয়া যায় নৈশ সমীরণ,
নীরবে তারকা-মালা পরিয়া প্রকৃতি
অলসে ঘুমায়ে রয় যামিনীর কোলে।
এ ঘোর নিশীথকালে নিদ্রাহীন আমি,
বিরলে একাকী জাগি বিনিদ্র-নয়নে।
নীরবে চিন্তার শ্রেণী,
অতি ধীরে—ধীরে, অতি সন্তর্পণে
করিয়াছে অধিকার হৃদয় আমার।
সুদূর অতীত, বর্ত্তমান্, ভবিষ্যৎ
ল'য়ে চিন্তা খেলা করে মস্তিষ্কে আমার;
ডুবে আছি চিন্তা-সনে নিশীথ আঁধারে।
দূর হ'তে হেরি মোরে
যায় নিদ্রা দূরে পলাইয়া।
হায় রাজ্যসেবা! বড়ই দুরূহ তুই!
কত নিশা চ'লে যায় দীর্ঘযাম সহ,

নিদ্রাহীন নৃপতির নেত্রপথ দিয়া ।
কত নিশা কেটে যায়,
অসংখ্য রাজত্ব চিন্তার নির্ম্মম পীড়নে ।
ব্যাকুল অন্তরে—আকুল চিন্তনে,
শান্তিহীন ভ্রান্তরাজা করে রাজ্যসেবা ।
তবু শত ত্রুটি দেখা দেয় কর্ত্তব্যের মাঝে ।
কত নিন্দা, কত অনুযোগ,
দেখা দেয় শতমুখে রাজার নিকটে ।
কত অভিশাপ ঊর্দ্ধফণা তুলি
ধেয়ে আসে দংশিতে রাজায় ।
হায় রাজা !
ভাগ্যহীন তব সম কেহ নাহি আর,
নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য সনে জনম তোমার ।

নেপথ্যে কর্ম্ম ।

কর্ম্ম ।—

গান ।

দেখ রে সময়, ওই চ'লে যায়
দিবানিশি দ্রুত বহিয়া ।
করমের রথে, অনন্তের পথে,
না দেখে ফিরিয়া চাহিয়া ।
কত শত মন্বন্তর
কত যুগযুগান্তর,
কত বর্ষ মাস, হইল হতাশ,
রাখিতে নারি ধরিয়া ।

(তারা) কাঁদিয়া ফিরিল, তবু না ফিরিল,
নাহি গেল কিছু কহিয়া।
অনিদ্র-অশ্রান্ত-অক্লান্ত হৃদয়ে,
অবিশ্রান্ত বেগে চ'লে যায় ব'য়ে,
শুধু স্মৃতি-চিহ্ন রেখে দিয়ে যায়,
নীরব কতই সহিয়া।
তবে কেন তুমি নর, কর্ম্মেতে কাতর,
কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে রহিয়া।

দশ। রজনীর নীরবতা নাশি'
কোথা হ'তে ভেসে আসে কর্ম্মের সঙ্গীত,
নিরাশা তাড়িত ব্যাকুল অন্তরে মোর
ঢেলে দেয় উৎসাহের অমিয়-প্রবাহ ?
অলস অবশ প্রাণে
ক'রে দেয় কর্ত্তব্যের তড়িৎ সঞ্চার।
মন্ত্রময় সঞ্জীবন সঙ্গীতে আমার
সুপ্ত মন, সুপ্ত প্রাণ উঠেছে জাগিয়া।
উৎসাহের খরস্রোত
প্রবাহিছে ধমনীতে দ্রুততর বেগে।
বুঝিলাম, কর্ম্মময় এ সংসার মাঝে
কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই করণীয়।
কর্ম্মবীর কর্ম্মের সাধনে
ধর্ম্ম ধনে করে অধিকার।
রাজা আমি
জগতের ভাগ্যসূত্র আমারি করেতে ;

আমিই আদর্শ এই কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে ।
সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য
আমারি কর্ম্মের গুণে লভে রাজ্যবাসী ।
তিলমাত্র কর্ত্তব্য লঙ্ঘনে
কত মহা সর্ব্বনাশ হয় সংঘটিত !
তাই রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে
করে রাজ্য নিয়ত পালন ।
পরিহরি সুখ দুঃখ, আরাম বিরাম,
র'বে রাজা নিরন্তর প্রজার রঞ্জনে ।
কর্ত্তব্যপালন-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
রাজত্বের স্থির কর্ম্মে হয়ে নিয়োজিত ।
এই মহাব্রত রাজা সাধিলে যতনে
সেই ধর্ম্ম, সেই পুণ্য, সেই শান্তি সুখ ;
ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা, অন্য গতি
নাহি ভূপতির ।

কর্ম্ম । [নেপথ্যে]—

গান ।

কর্ম্মের সাধন　　বিনা হে রাজন্,
নাহিক সাধন অন্য কিছু আর ।
কর্ম্মের সংসার　　হইতে আমার
নাহিক যদি কর্ম্ম-পারাবার ।
কর্ম্ম পারাবার হবে যদি পার,
কর কর্ম্ম-তরী মর্ম্মে করি সার,
কর্ম্মে কর্ম্ম নাশে শাস্ত্রের বিচার,
বিষে বিষক্ষয় জানে ত্রিসংসার ।

কর্ম্মে যদি নাহি হ'ত প্রয়োজন,
দশেন্দ্রিয় তবে কিসের কারণ,
কেন বিধির তরে এত আয়োজন,
* জীবদেহ ভবে করিতে সৃজন ;—
তাই সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্,
ক্রিয়াহীন হ'য়ে হ'ন্ ক্রিয়াবান্,
কর্ম্মের আদর্শ ধরি কৃপাবান্
যুগে যুগে তিনি হন্ অবতার।

[অন্তর্দ্ধান।

দশ। আহা হা। তাই বটে রে, তাই বটে। যিনি পূর্ণব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় —নির্ব্বিকার, তিনিও ত কর্ম্মের আদর্শ নিয়ে সংসারে যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন। সংসারে কর্ম্মই একমাত্র মানুষের অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ রাজা আমি, রাজ্যের নিয়ন্তা আমি ; আমার কর্ত্তব্য আরও কর্ম্মের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঐ অদৃশ্য সঙ্গীতকারীর সঙ্গীতের প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক বর্ণবিন্যাস, প্রত্যেক মূর্চ্ছনা হ'তে কর্ম্মের মাধুর্য্য যেন ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে ; এবং ঐ সঙ্গীতের আবেগময়ী স্বর-লহরী আমার কর্ণ-পথে প্রবেশ ক'রে, চিত্তকে যেন মোহ-তন্দ্রার আবেশ-ময় প্রদেশে নিয়ে গিয়ে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ছে। ভাবের তরঙ্গ তা হ'তে যেন উচ্ছ্বাস সাগরে গভীর গর্ভে নিমগ্ন ক'রে দিচ্ছে। আহা হা! [বলিতে বলিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া শায়িতাবস্থায় নিঃশব্দে গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন]

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখে, তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে
অতি ধীরে ধীরে ধুন্ধুমারের প্রবেশ।

ধুন্ধু। । [নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্বগত] নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে, এখনই সাবাড়্ ক'রে দিই। [এই বলিয়া ছুরিকা উত্তোলন করিয়া দশরথের বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।]

তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সশস্ত্র
প্রহরিদ্বয়ের বেগে প্রবেশ।

কৌশল্যা। সর্ব্বনাশ হ'ল! [চীৎকার করিলেন]

[তৎক্ষণাৎ প্রহরিদ্বয় ধুন্ধুমারকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে ধরিয়া ফেলিল ও ইত্যবসরে দশরথ উঠিয়া পড়িলেন]

দশ। [ব্যস্ত হইয়া] কি এ! কি এ! মহিষি! তুমি এখানে? ব্যাপার কি?

কৌশল্যা। মহারাজ! ঐ গুপ্তশত্রু আপনাকে হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল।

[প্রহরিদ্বয় কর্ত্তৃক ধুন্ধুমার বন্দী হইল]

দশ। যাও, প্রহরী! পাষণ্ডকে এখনই কারাগারে নিয়ে যাও; প্রত্যুষে বিচার করব।

[ধুন্ধুমারকে লইয়া প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।

দশ। কি ব্যাপার মহিষি! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! তুমিই বা এই রাত্রে প্রহরিদ্বয় সহ কিরূপে এসে উপস্থিত হ'লে?

কৌশল্যা। মহারাজ! তুমি একাকী প্রতিদিন যখন এই শয়নকক্ষে নিদ্রা যাও, আমিও প্রতিদিন তখন তোমার অজ্ঞাতসারে দ্বারের অন্তরালে থেকে ঐ বিশ্বস্ত প্রহরিদ্বয় সহ রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। আজও তাই ছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঐ দস্যু ছুরিকা হস্তে তোমার গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে যেমন তোমার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ আমার আদেশে আমার প্রহরিদ্বয় নিমেষের মধ্যে দস্যুকে বেঁধে ফেলেছে; আর আমার উচ্চ চীৎকারে তুমিও তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছ। আর একটু বিলম্ব হ'লেই সর্ব্বনাশ হয়েছিল।

দশ। দস্যু! সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত দ্বার অতিক্রম ক'রে আমার সুরক্ষিত গৃহে দস্যু প্রবেশ কর্‌লে? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য আছে। সে রহস্য দস্যুমুখে বিচার সময়ে প্রকাশিত হবে। কিন্তু মহিষি! তুমি কি পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী আমার! প্রতিদিন এইভাবে সমস্ত রাত্রি জেগে আমাকে প্রহরা দিয়ে থাক? কৈ— আমি ত কিছুমাত্র সে কথা জানি না। কোনদিন ত তুমিও আমাকে সে কথা বল নি, মহিষি!

কৌশল্যা। বল্‌বার কথা আর কি আছে, মহারাজ? আমার সামান্য বুদ্ধিতে যেমন করা উচিত মনে করেছি, তাই করেছি মাত্র।

দশ। তোমার মহত্ত্ব—তোমার উচ্চতা—তোমার পাতিব্রত্য, তোমার নীরব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত—যথার্থই—আত্মত্যাগিনি! এ সংসারে নিতান্ত বিরল!

কৌশল্যা। মহারাজ যে এই কোটি কোটি লোকের পালনকর্ত্তা ভয়ত্রাতা। যাঁর অসি বিপন্নের উদ্ধারের জন্য নিয়ত উত্তোলিত—যাঁর হস্তে শত শত লোকের জীবন-মরণ সম্বন্ধ ন্যস্ত—সমগ্র প্রজার সুখ-দুঃখের চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে যাঁর চক্ষুঃ নিদ্রাশূন্য হ'য়ে সমস্ত নিশা অতিবাহিত কর্‌তে পারে, তাঁর দায়িত্বপূর্ণ অমূল্য জীবন নিরাপদ্ রাখ্‌বার জন্য সামান্য রাত্রি জাগরণ তাঁর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পত্নীর পক্ষে এতই কি আশ্চর্য্য—এতই কি অসম্ভব, যার জন্য মহারাজ এত বিস্ময় প্রকাশ কর্‌ছেন?

দশ। হাঁ, এ কথা তোমার মুখেই সাজে, কৌশল্যা।

কৌশল্যা। একজন রাজার জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে কত বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে, আজ তা প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। প্রতিমুহূর্ত্তে কত তীক্ষ্ণ ছুরি রাজার বুকের শোণিত পান কর্‌বার জন্য ছিদ্রান্বেষী শত্রুহস্তে উদ্যত ভাবে

অপেক্ষা করে, আজ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। মহারাজ! যদি আদেশ হয়—যদি শান্তির কোন ব্যাঘাত না হয়, তা হ'লে আজ হ'তে এ দাসী প্রকাশ্য ভাবে তোমার শয়ন কক্ষে সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থেকে পদসেবা কর্‌তে নিযুক্ত থাকে।

দশ। হাঁ, কৌশল্যা! আমার আরও কিছুদিন এইভাবে নিদ্রাহীন চক্ষে এই রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসার জন্য রাত্রি-যাপন কর্‌তে হবে। কিন্তু তার জন্য আমি আজ হ'তে আরও বিশেষ সতর্ক প্রহরার এমন ব্যবস্থা কর্‌ব যে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে আপনার শয়ন কক্ষে নিদ্রা যেতে পার্‌বে। যাও—এখন নিজ কক্ষে যাও; রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এসেছে। ঊষার স্নিগ্ধ সমীরণ ধীরে ধীরে গবাক্ষ পথে প্রবেশ ক'রে আমার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে। আমিও সরযূ তীরে প্রাতঃস্নানে গমন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

অযোধ্যা—গুপ্তপ্রদেশ।

ধুন্ধুমার ও দুর্জ্জলার প্রবেশ।

দুর্জ্জলা। বড্ড বেঁচে এসেছিস্ ত, ধুন্ধুমার?

ধুন্ধু। সে আর একবার ক'রে? ভাগ্যি মারিচ খুড়োর কাছ থেকে সেই উড়ো-মন্ত্রটা শিখে নিয়েছিলেম, নৈলে এতক্ষণ দুর্জ্জলা, তোর মড়া কান্না লেগে যেত।

দুর্জ্জলা। তা ত যেত, কিন্তু এদিকে যে বড় শিকারটাই আজ আমাদের ফস্‌কে গেল। লঙ্কেশ্বর শুন্‌লে কি বল্‌বেন বল্ দেখি?

ধুন্ধু। কি করা যাবে বল্? চেষ্টার ত আর কিছুমাত্র কসুর করি নি। যে ভাবে সেই লাঙ্গা তলোয়ারওলা পাহারাওলাটাকে যাদুমন্ত্রে মড়ার মতন দরজার ধারে রেখে রাজার ঘরে ঢুকেছিলাম, সে আমিই জানি। সাবাড়্ও ত করেছিলাম আর কি, মুহূর্ত্তমাত্র সময় পেলেই হয়েছিল। কিন্তু কে জানে--কোথেকে বড়রাণী প্রহরী দুটোকে নিয়ে এসে ঠিক সেই সময়ে পড়্বে! অদিষ্ট—অদিষ্ট—দুর্জ্জলা, সবই অদিষ্ট। আজ যদি অদিষ্টটা এমন ঝাঁ ক'রে বেঁকে না দাঁড়াত, তা হ'লে তুই আর আমি এতক্ষণ কি হ'য়ে যেতুম বল্ দেখি? একবারে ছোট-খাট একটা রাজত্বের মালিক হ'য়ে বস্তুম। কাজ উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লে লঙ্কানাথ যে পুরস্কার দেবেন ব'লে স্বীকার করেছিলেন, সে নিশ্চয়ই দিতেন। তা' হ'ল না, আর কি করা যাবে?

দুর্জ্জলা। তুই যে একবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বস্‌লি!

ধুন্ধু। আর হাল ছাড়া বৈ কি, দুর্জ্জলা, শিকার যে স'রে গেল!

দুর্জ্জলা। যাক্, তুই যে বেঁচে গেছিস্, তাই কত জন্মের পুণ্যির জোর বল্‌তে হবে। আচ্ছা, তোকে ধ'রে বেঁধে আন্‌বার সময় দু-চার ঘা বসিয়ে দিয়েছিল?

ধুন্ধু। রাজার হুকুম না হ'লে এ রাজ্যে সে নিয়ম নাই। নৈলে সেটা বাকি রাখ্‌ত না।

দুর্জ্জলা। শেষে সদর রাস্তায় এসে বুঝিই উড়ো-মন্ত্র ঝাড়্‌লি?

ধুন্ধু। সে আর বল্‌তে? যেমন রাস্তায় পড়েছি, অমনি তুড়ি দিয়ে মন্তর ঝাড়া—আর শূন্যপথে উড়ে পড়া। পাহারাওলা দুটোও হতভম্বের মতন তখন হাঁ ক'রে আকাশ পানে তাকিয়ে রৈল।

দুর্জ্জলা। তা হ'লে এখন আমরা আর এখানে কি কর্‌ব? এখান থেকে পিট্টান মারাই ভাল, কি জানি, যদি সন্ধান পায়।

ধুন্ধু। তাই ত, একেবারে অমনি অমনি যাব? না রে দুর্জ্জলা, যাব না; আর এক মতলব কর্‌তে হবে।

দুর্জ্জলা। আমিও একবার ভৈরবী সেজে মন্থরার কাছে যাই, দেখি—ওষুধটা আমার, রাণীদিগে খাওয়াতে পেরেছে কি না। সেদিন ত পেরে ওঠে নি, কাল যদি পেরে থাকে।

ধুন্ধু। নে—নে, একটা গান ধর্, মনটাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নিই।

দ্বন্দ্ব নৃত্যগীত।

দুর্জ্জলা।— আয় আয়, তোর ঠাণ্ডা করি প্রাণ।
ভাঙা মন তোর চাঙ্গা হবে, শুন্‌লে আমার গান।

ধুন্ধু।— আঃ—কি আমার কোকিল বাঁধা সুর,
তোর সুর শুনে মোর প্রাণটার ভেতর কর্‌ছে রে গুর্‌গুর্,

দুর্জ্জলা।— তাই নাকি রে মাণিক আমার,
সেটা তোর ভালবাসার টান্।

ধুন্ধু।— একবার তুই আড় নয়নে চা,
আড় নয়নে চেয়ে একবার মুচ্‌কি হেসে যা;

দুর্জ্জলা।— সবুর কব্ না নাণিক আমার,
কেন আগেই করিস্ রে আনচান্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

রাবণ, সারণ, মেঘনাদ ও প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

রাবণ। মন্ত্রী! অযোধ্যা সম্বন্ধে আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। গুপ্তচরের মুখে শুন্‌লেম, ধূম্রুমার এখনও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে নাই, বরং বিশেষ অপদস্থই হয়েছে। কেবল দুর্জ্জলা সেই গর্ভনাশক ওষধি দশরথের রাণীগণকে খাওয়াতে পেরেছে। এদিকে স্বর্গের গুপ্তচরের মুখে শুন্‌লেম, বাসব হিংসাশূন্যভাবে সংযত হ'য়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ মনোযোগী হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেবগণ গুপ্ত পরামর্শ ক'রে দশরথকে আমার প্রেরিত অনুচরেরা যাতে হত্যা কর্‌তে না পারে, তার জন্য সতর্ক অনুচরবর্গ প্রেরণ করেছে। সুতরাং ক্ষুদ্র মানব হ'লেও দেখ্‌ছি—দশরথকে আর এখন উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌ছে না। কেন না—দেবতারাও যখন তার পক্ষ সমর্থন কর্‌তে আরম্ভ করেছে, তখন নিশ্চয়ই সেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ কর্‌বে ব'লে যে জনশ্রুতি শোনা গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ না-ও থাক্‌তে পারে। যাই হ'ক্, সব বিষয়ের সতর্কতা অবলম্বন রাজার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

সারণ। তা হ'লে কি অযোধ্যাপুরে আরও গুপ্তঘাতকের দল প্রেরণ করা সঙ্গত মনে করেন?

রাবণ। না—আপাততঃ না। কেন না, সেই ধূম্রমার বিফল মনোরথ হয়েছে ব'লেই পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে, বিশেষ সতর্ক হ'য়ে স্বকার্য্য উদ্ধার কর্‌বে ব'লে দৃঢ়তার সহিত আমার চরের নিকট প্রতিশ্রুত হয়েছে; এবং তার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ও চেয়ে নিয়েছে। সুতরাং সেই নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ঘাতক পাঠাবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে সর্ব্বদা যাতে অযোধ্যার সংবাদ অবগত হ'তে পারি, তার জন্য বিশেষরূপে নূতন ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

মেঘ। মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, তা হ'লে আমিই গিয়ে দশরথকে নিপাত ক'রে আস্‌তে পারি।

রাবণ। না, পুত্র! আপাততঃ অত কর্‌বার প্রয়োজন বোধ করি না। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন মনে করি, তা হ'লে সে আশায় তোমাকে বঞ্চিত হ'তে হবে না।

মেঘ। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

ওরে, সাধ্য কি তোর কর্‌বি তার নিপাত।
যার ঘরেতে জন্ম নেবেন আপনি শ্রীনাথ।
যিনি এই নিখিলের পিতা,
তিনিই যারে বল্‌বেন পিতা,
তারে নাশ করা কি সোজা কথা
একি রে উৎপাৎ।

রাবণ। আবার জ্বালাতে এসেছ?

ভবিতব্য।—

[পূর্ব্ব গীতাংশ]

হ'য়ে হরি চারি অংশ,

তোদের বংশ কর্‌বেন ধ্বংস,

বুঝ্‌বি সেদিন, করবে যেদিন

তোদের একেবারে চিৎপাত।

রাবণ। এখনই এ উৎপাতের শাস্তি কর্‌ব। [অস্ত্রাঘাত ও ব্যর্থ হইল দেখিয়া] কি আশ্চর্য্য!

অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি এই,

তাই অস্ত্র ব্যর্থ হয় মোর।

ভবিতব্য।— [গীতাবশেষ]

হিরণ্যকশিপু দৈত্য,

ছিল বেটা মদমত্ত,

নরহরির রূপ ধরি'

হরি করলেন তারে কুপোকাৎ।

[অন্তর্দ্ধান।

রাবণ। এ সব কি দেবচক্র নয় মনে কর, সারণ?

সারণ। নিশ্চয়ই দেব-চক্রান্ত, মহারাজ!

রাবণ। আচ্ছা, আজ আসুক পুরন্দর।

সারণ। আস্‌বার সময় হয়েছে, এখনই আস্‌বে।

রাবণ। প্রহরী! যে সব দেবতাগণ লঙ্কাপুরে দাসরূপে বাস কর্‌ছে, এখনই তাদের এখানে নিয়ে এস।

প্রহরী। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

রাবণ। সারণ!

সারণ। আজ্ঞা করুন।

রাবণ। হিরণ্যকশিপু কত বড় বীর ছিল ?

সারণ। শুনেছি, ত্রিলোকবিজয়ী মহাবীর ছিলেন।

রাবণ। তার পর তার মৃত্যু হ'ল গিয়ে সেই নারায়ণ হ'তে ?

সারণ। আজ্ঞে, শুনেছি—নারায়ণ নরসিংহ মূর্ত্তি ধ'রে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন।

রাবণ। নরসিংহ মূর্ত্তি ধরবার কারণ ?

সারণ। শুনেছি—ব্রহ্মার বরে তিনি সুর-অসুর, যক্ষ রক্ষ, কিন্নর নর, পশু প্রভৃতি সকলেরই অবধ্য ছিলেন। সেইজন্য নারায়ণ অর্দ্ধ নর আর অর্দ্ধ পশু রূপ ধারণ ক'রে তাঁকে সংহার করেন।

রাবণ। হুঁ। [গম্ভীরভাবে অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন]

প্রহরিদ্বয়, পবন, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের
দাসবেশে প্রবেশ।

রাবণ। একপার্শ্বে চুপ্‌ ক'রে দাঁড়াও তোমরা।

যম। তাই হোক্।

রাবণ। কি ছিলে আর এখন কি হয়েছ, সভামধ্যে ব্যক্ত কর।

যম। পূর্ব্বে মৃত্যুপতি হ'য়ে স্বাধীনভাবে স্বর্গপুরে অবস্থান করতেম।

রাবণ। আর এখন ?

যম। এখন লঙ্কাপুরে মহারাজের অশ্বের জন্য ঘাস জুগিয়ে বেড়াচ্ছি।

রাবণ। তুমি বরুণ, তোমার অবস্থা ব্যক্ত কর।

বরুণ। আমি পূর্ব্বে সপ্তসিন্ধুর অধিপতি ছিলেম, এখন লঙ্কাপুরে আমাকে বারি বহন ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।

রাবণ। আর পবন, তোমার অবস্থা ?

পবন। পূর্ব্বে বায়ুগণের অধিপতি মহাবলশালী ছিলেম,

ত্রিলোকে আমার শক্তিকে পরাভব কর্‌তে পারে ; এমন কেহই ছিল না। কিন্তু এখন মহারাজের ব্যজনকারী ভৃত্যরূপে লঙ্কাপুরে বাস কর্‌ছি।

রাবণ। আচ্ছা—আর কাউকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। এখন বল দেখি তোমরা, তোমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কর্ত্তা কে ?

যম। মহারাজ স্বয়ং।

রাবণ। তা হ'লে রাবণের শক্তির পরিচয় তোমরা এখনও বোধ হয়, বিস্মৃত হ'য়ে যাও নি ? আচ্ছা—এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ যড়্‌যন্ত্র পরিচালনা কর কি না ?

যম। সে সম্বন্ধে আমরা কোন উত্তর দিতেই প্রস্তুত নই।

রাবণ। কেহই নয় ?

সকলে। না কেহই নয়।

রাবণ। সাবধান কর্‌ছি, আমার জিজ্ঞাস্যের প্রত্যুত্তর দাও।

সকলে। দিতে পার্‌ব না।

রাবণ। পুনরায় সাবধান কর্‌ছি, জান—এ কার সম্মুখে তোমরা এখন দাঁড়িয়ে আছ ? [উত্তর না পাইয়া] তবুও নীরব।

যম। ও সম্বন্ধে আমাদের নিকটে কোন উত্তরই পাবেন না ?

রাবণ। কঠোর পীড়নের ব্যবস্থা হবে।

যম। যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

রাবণ। বটে !

মাল্যহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ ও রাবণের কণ্ঠে
মাল্য অর্পণ করিলেন।

রাবণ। আমার সম্মুখে দাঁড়াও, বাসব ! [ইন্দ্রের তথাকরণ] সুর-পতি বাসব, বলি—লজ্জা হয় না ? সেদিন তোমাকে একমাত্র ব্রহ্মার অনুরোধেই কারামুক্ত ক'রে দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র। জানি।

রাবণ। তবে পুনরায় আমার বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে চক্রান্ত কর্‌তে সাহসী হয়েছ ?

ইন্দ্র। কৈ, কোন চক্রান্তই ত আমি করি নাই।

রাবণ। কর নাই ?

ইন্দ্র। না।

রাবণ। আচ্ছা, মধ্যে মধ্যে অশরীরী ভাষায় আমার বিরুদ্ধ-সঙ্গীত আমারই সম্মুখে এসে গান ক'রে যায়, এ কার আদেশ ?

ইন্দ্র। আমার অজ্ঞাত।

রাবণ। মিথ্যাকথার স্থান এ রাজসভা নয়, বাসব।

ইন্দ্র। একবিন্দুও মিথ্যাকথা বলি নাই।

রাবণ। আচ্ছা, তোমার বকধার্ম্মিকতা দূর কর্‌ছি। প্রহরী!

প্রহরী। আদেশ করুন।

রাবণ। তুমি এখনই এই—

তৎক্ষণাৎ বিভীষণের প্রবেশ।

বিভী। মহারাজ! মহারাজ! সহসা প্রহরীকে কোন আদেশ কর্‌বেন না। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

রাবণ। তোমার বক্তব্যের জন্য রাবণের আদেশ অপেক্ষা কর্‌বে ? প্রহরী! এখনই তুমি ইন্দ্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

[প্রহরী ইন্দ্রকে বাঁধিতে গেল, তৎক্ষণাৎ বিভীষণ বাধা দিলেন]

বিভী। বিভীষণ উপস্থিত থাক্‌তে কিছুতেই বাসবকে বন্ধন কর্‌তে দেবে না, মহারাজ!

রাবণ। বিভীষণ! সাবধান, রাজদ্রোহিতার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

বিভী। দণ্ড দিতে হয়, আমায় দিন্ ; কিন্তু মহারাজ, এই নির্দ্দোষ বাসবের উপর কোন অত্যাচার হ'তে দেবো না।

রাবণ। রাজবংশের মর্য্যাদা আজ নিজেই নষ্ট ক'রে ফেল্‌ছ কিন্তু, বিভীষণ !

বিভী। মহারাজ চরণে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি, দেবরাজ ইন্দ্রকে আমায় ভিক্ষা দিন্।

রাবণ। আচ্ছা, ক্ষণকাল নীরব থাক ; বাসব ! এখনও আমার কথার উত্তর দাও ?

ইন্দ্র। উত্তর আমার ঐ একই, লঙ্কানাথ !

রাবণ। শোন, ইন্দ্র ! তোমাকে বিশেষরূপে ভাব্‌বার জন্য আমি আরও তিনদিন সময় দিচ্ছি ; কিন্তু তখনও যদি তুমি আমার বাক্যের প্রকৃত উত্তর না দাও, তা হ'লে তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না। বিভীষণ, ধৈর্য্যকে বহুকষ্টে ধারণ ক'রে আজ তোমাকেও আমি ক্ষমা কর্‌লেম, কিন্তু বারান্তরে যদি পুনরায় কখন আমার কার্য্যের বিরুদ্ধে কার্য্য কর বা একটিমাত্র কথা বল, তা হ'লে তোমাকে তখন আমার হস্তে বিশেষরূপে নির্য্যাতিত হ'তে হবে।

[ইন্দ্র ও বিভীষণের প্রস্থান।

রাবণ। দেখ্‌লে, সারণ ! বিভীষণের আচরণটা ? নির্ব্বোধের জ্ঞান কিছুতেই হ'ল না যে, এটা যে রাজসভা এবং আমি তার সহোদরের পরিবর্ত্তে এখানে সম্রাট—তার কার্য্যে বাধা দিতে এলে রাজদ্রোহিতা প্রকাশ পায় এবং সেই রাজদ্রোহিতার জন্য কঠোর দণ্ডভোগ কর্‌তে হয় ?

সারণ। মহারাজ ! ওঁর দেবতার প্রতি কেমনই একটা টান্, সেই গোড়া থেকেই দেখে আস্‌ছি।

রাবণ। কিন্তু উপায় কি ? নিজ গৃহমধ্যে যদি ঐরূপ বিদ্রোহী পুষে

রাখ্‌তে হয়, তা হ'লে ত আমার রাজকার্য্য পরিচালনা করা ভবিষ্যতে আরও বিঘ্নসঙ্কুল হ'য়ে দাঁড়াবে।

সারণ। কি আর উপায় কর্‌বেন, মহারাজ! যখন তিনি নিজেরই সহোদর?

রাবণ। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধি নিয়ে বিচার করতে হ'লে সর্পদংষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তার পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়।

সারণ। মহারাজের অভিপ্রায়ের উপর কোন কথা বলাই আমাদের ধৃষ্টতা।

রাবণ। আমি চেষ্টা কর্‌ছি, যতই দেবতাগণকে দেবত্বের সিংহাসন হ'তে টেনে দূরে সরিয়ে আন্‌তে, আর সেই আসনে বস্‌বার যোগ্য ক'রে রাক্ষসগণকে গ'ড়ে তুলতে; আমি চেষ্টা কর্‌ছি—বিশাল একটা জাতিয়তাকে খর্ব্ব ক'রে তার স্থানে আর একটা ক্ষুদ্রজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; কিন্তু সে চেষ্টার পথে আমার ভুরি ভুরি কণ্টক মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। যদিও জানি আমি, আমার এই অদম্য চেষ্টার পথ ক্রমশঃ আরও বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় বাধা বিঘ্ন দ্বারা সমাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌বে, কিন্তু তা ব'লে কি সেই ভয়ে রাবণ কখন তার এই বিরাট আয়োজন—অসীম চেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহকে কোনরূপে নিস্ফলতার দিকে তিল মাত্র নেমে যেতে দেবে? কখনই না। যত বড় বাধা—যত বড় বিঘ্নই উপস্থিত হ'ক্ না কেন, কিন্তু রাবণ তার এই বিশাল প্রাসাদের উচ্চশীর্ষ কোনরূপেই ধূলিসাৎ হ'তে দেবে না। যে ভাবে হয়—তাকে সে গ'ড়ে তুল্‌বেই; এই কথাটা যেন প্রত্যেকের মনে থাকে। যাক্, প্রহরি! তুমি এই সব বন্দিগণকে নিয়ে আরও ভীষণ কারাগৃহে রক্ষা কর-গে। সারণ! চল, বিশ্রামের সময় উপস্থিত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীফল-কানন।

অন্ধক, অন্ধকী ও সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু। মা! আজ একবার কোন গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে নিয়ে আসি; অনেকদিন ত কোথায়ও ভিক্ষায় যাই নি, মা! কেবল বনের ফল খেয়েই সবাই আছি। তা আজ একবারটি যাই না কেন, মা! দেশে এখন দুর্ভিক্ষও কোথায়ও নাই। রাজা দশরথ স্বর্গ থেকে শনির দৃষ্টি কাটিয়ে এসেছেন, সেই থেকে দেশে আর কোন অশান্তি নাই। এখন কিন্তু গাঁয়ে গেলেই ভিক্ষা মিলবে, মা!

অন্ধকী। না রে, বাবা! না, আর তোমাকে দূরে কোথাও যেতে দেবো না; ভিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন নাই! এই গাছের ফল খেয়েই ত বেশ কাটাচ্ছি, বাবা!

সিন্ধু। হাঁ—বেশ কাটাচ্ছি বৈ কি! যে কয়টা ফল আনি, তার প্রায় অর্দ্ধেকটাই ত আমাকে খেতে দাও; বাকী যা থাকে, তাতে বুঝি তোমার আর বাবার ক্ষুধা দূর হয়? আমি বুঝি কিছু বুঝি নে, মা? তোমরা কেবল আমার কোন বিপদ্ ঘটে ব'লে ভিক্ষায় যেতে দাও না, আর নিজেরা না-খেয়ে—না-খেয়ে শুকিয়ে থাক। এইরূপ না-খেয়ে-খেয়ে তোমরা কবে ম'রে যাবে, মা, তার পর বল ত কি হবে?

অন্ধকী। আমাদের কি আর মরণ আছে রে, সিন্ধু! যে ভাবে অন্ধ হ'য়ে আমরা বেঁচে আছি, এ থাকার চেয়ে যদি এখন আমাদের কোনরূপে মরণ হ'ত, তা হ'লে ত বেঁচে যেতেম, বাবা!

সিন্ধু। তোমরা ত বেঁচে যেতে, আমি কি কর্‌তেম তবে? আমার গতি কি হ'ত তবে?

অন্ধকী। তোমারও ত দীনবন্ধু আছে, বাবা! সেই দীনবন্ধুই তোমাকে দেখ্‌ত—শুন্‌ত।

সিন্ধু। তা হ'লে মা ব'লে ডাক্‌তেম কাকে? আর তোমার মতন কে-ই বা আমাকে কোলের ভিতর ক'রে ঘুম পাড়াত তা হ'লে?

অন্ধকী। সিন্ধু রে! মা, বাপ্‌ কি চিরদিন কারো থাকে?

সিন্ধু। যার থাকে না, সে কি ক'রে বাঁচে তবে, মা?

অন্ধকী। ভগবান্‌ই তার একটা পথ ক'রে দেন্‌, বাবা! তিনি যে অনাথনাথ, বাবা!

সিন্ধু। অনাথনাথ যদি, তবে তুমি আর বাবাও ত অনাথ, তোমাদেরও ত মা, বাপ্‌ নেই, মা! কৈ সে অনাথনাথ এসে তোমাদের উপায় ক'রে দেন্‌ কৈ, মা?

অন্ধকী। কেন, বাবা! এই যে অনাথনাথ আমাদের উপায় ক'রে দেবার জন্য তোমাকে আমাদের কোলে এনে দিয়েছেন।

সিন্ধু। তা হ'লে মর্‌তে পেলেই তোদের এখন সুখ হয়, মা?

অন্ধকী। তোমাকে রেখে যেতে পার্‌লেই এখন আমাদের সুখ।

সিন্ধু। তা হ'লে সত্যিসত্যিই ম'রে যাবে ব'লে কি আর পেট ভ'রে কিছু খাও না, মা?

অন্ধকী। বাবা রে! মর্‌তে চাইলেই কি কেউ মর্‌তে পারে! যার যতদিন কর্ম্মভোগ আছে, সে ততদিন সেই ভোগেই ভুগে যাবে।

অন্ধক। কেন প্রিয়ে, ও সব কথা ব'লে সিন্ধুর কোমল প্রাণে ব্যথা দিচ্ছ? সিন্ধু! তুমি কোন চিন্তা ক'রো না, বৎস! আমরা এখন মর্‌ব না, আমরা এখনও বহুদিন বাঁচ্‌ব। তুমি এখন একবার একটা

হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে শোনাও ত, বৎস ! আমরা শুনি। তোমার মুখে হরিনাম শুন্‌লে আর আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই থাকে না।

সিন্ধু। তবে গান করি, শোন, বাবা ! [করপুটে]

গান।

হরি গোপাল গোবিন্দচন্দ্র মুকুন্দ মুরারি।
রাধারঞ্জন বাধাভঞ্জন রিপু-গঞ্জন দুখহারী।
তোমার মোহন মধুর বেশে,
একবার দাঁড়াও হৃদে এসে,
(ওহে হৃদ্‌বিহারী বংশীধারী)
(ওহে নবীন নীল নীরদ শ্যাম হে)
(ওহে নয়ন বাঁকা, ভঙ্গী বাঁকা)
গোলোকেশ্বর গোপীকেশ্বর ত্রিলোকেশ্বর কৃপাবারি।

অন্ধক। [ভাবে তন্ময় হইয়া] হরি ! হরি ! হরি ! কি যে তৃপ্তি, কি যে আনন্দ, কি যে শান্তি, হরি, তোমার ঐ মধুর নাম শ্রবণে ! সব দুঃখ —সব কষ্ট—সব ক্ষুধা—সব তৃষ্ণা, কিছুই আর থাকে না, হরি ! দয়াময় ! দীনবন্ধু ! পারের কাণ্ডারী ! কবে পার কর্‌বে ? অনেকদিন হ'তে পার হব ব'লে যে, ভবনদীর কূলে এসে ব'সে রয়েছি, প্রভু ! কিন্তু পারের সম্বল যে, কিছুই করতে পারি নাই, দয়াময় ! কেবল বিফলেই জন্ম কেটে গেছে, হরি ! কোন সাধন—কোন ভজন, এমন কি তোমাকে কোন দিন প্রাণখুলে ডাকার মতন একবারটি ডাক্‌তে পারি নাই, হরি ! এক তোমার দয়া ভিন্ন—তোমার কৃপা ভিন্ন, অন্য কোন উপায় নাই, নারায়ণ !

সিন্ধু। হরিনাম কর্‌লে বাবার কি আনন্দ হয় ! বাবার আর কোন কষ্টই থাকে না। বাবা আবার কখন কখন বলেন যে, আমার বন্ধু দীনবন্ধুই

না কি হরি। আরও বলেন, আমরা দীনহীন কাঙাল ব'লে সেই দীনের দয়াল দীনবন্ধু হরিই, ঐ দীনবন্ধু বেশে আমাদের এসে দেখা দিয়েছেন। এবার যেদিন দীনবন্ধু আস্‌বে, সেইদিন শক্ত ক'রে ধ'রে বস্‌ব, আর জিজ্ঞেস্ কর্‌ব, বল বন্ধু, তুমি সেই দীনবন্ধু হরি কি না? এবার এলে এ কথা না শুনে কিছুতেই বন্ধুকে ছাড়্‌ছি নে।

কতকগুলি ফল হস্তে গীতকণ্ঠে

দীনবন্ধুর প্রবেশ।

দীন।—

গান।

(আমার) খেলা ছাড়া নাই কিছু আর, খেলাই আমার কাজ।
আমি কতই খেলা খেলি ভবে, ধ'রে নিতুই নূতন সাজ॥
যেদিন থেকে জ্ঞান জন্মিল,
সেইদিন থেকেই সুরু হ'ল,
আর সে খেলা না ফুরাল,
আমার খেলার এমনি ধাঁচ্॥
আমি খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
তাই খেলে বেড়াই দিবানিশি,
আমার সাথে খেল্‌বি যদি,
তবে সাজ—সাজ—সাজ॥

সিন্ধু। বাবা! ঐ যে আপনার দীনবন্ধু আস্‌ছে।

অন্ধক। গান শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি, বাবা!

অন্ধকী। [হস্ত প্রসারণ করিয়া] কৈ, বাবা দীনবন্ধু আমার! এস, মায়ের কোলে এস।

দীন। [কোলে বসিয়া] এই যে এসেছি, মা!

অন্ধকী। কয়দিন এস নি কেন, বাবা?

দীন। খেলা কর্‌তে কর্‌তে আর ফুরসুৎ পাই নে, তাই কয়দিন আস্‌তে পারি নি, মা!

অন্ধক। [স্বগত] কি খেলা খেলাও, দীনবন্ধু! তা তুমিই জান।

সিন্ধু। কেন বন্ধু, তুমি এখানে এলেই ত আমার সঙ্গে খেলা কর্‌তে পার। এখানে আমি একলাটি থাকি, কারও সঙ্গে খেলা কর্‌তে পাই না।

দীন। আমার কি এক জায়গা, বন্ধু! কত জায়গায় কত জনের সঙ্গে খেলা কর্‌তে হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে!

অন্ধক। [স্বগত] তা বৈ কি, এই জগৎ নিয়েই তোমার খেলা।

অন্ধকী। সকল জায়গাতেই সকলে তোমায় ভালবাসে, দীনবন্ধু! কেমন—নয় বাবা?

দীন। না, মা! সবাই ভালবাসে, তা নয়। তা ব'লে আমি কিন্তু সকলকেই ভালবাসি। তবে যারা আমাকে সত্যিসত্যিই ভালবাসে, তাদের কাছে আমি যাই। আর যারা তা বাসে না, সাদের কাছে যাই না বটে, কিন্তু দূর থেকে তাদের জন্যও প্রাণ কেমন করে।

অন্ধকী। শুন্‌ছেন, নাথ! দীনবন্ধুর এ কি চমৎকার কথা! যারা আমার দীনবন্ধুকে ভালবাসে-না, তাদিগকেও দীনবন্ধু নাকি ভালবাসে; আবার তাদের জন্যও নাকি দীনবন্ধুর প্রাণ কেমন করে! এমন অদ্ভুত কথা আর কারো মুখে কখন শুনি নি, নাথ!

অন্ধক। সবার মুখে শোন্‌বার কথা ত নয়, অন্ধকি! এক শত্রু-মিত্রে ভালবাসা দিতে পারে, সে ভিন্ন আর অন্যে ও কথা বল্‌বে কিরূপে, ব্রাহ্মণি!

অন্ধকী। দীনবন্ধুর আমার এমন গুণ?

অন্ধক। না হ'লে কি দীনবন্ধু হ'তে পারে, প্রিয়ে!

দীন। আমাকে অত বাড়িয়ে তুলো না, বাবা! তা হ'লে আমার বড় অহঙ্কার বেড়ে যাবে।

অন্ধক। ও কথা না বল্লে আর আমাদের মতন অন্ধকে ভুলিয়ে রাখ্‌ছ কি ক'রে, দীনবন্ধু?

দীন। দেখ, মা! বাবা যেন আমাকে একটা কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে কি একজন ভেবে নিয়েছেন, মাঝে-মাঝে বাবা আমাকে ঐ ভাবে কত কি বলেন, মা!

অন্ধক। ভুলিয়ে রাখাই যখন তোমার কাজ, তখন তাই রাখ, দীনবন্ধু! আমরা ভুলের মধ্যে ডুবে থাকি।

দীন। সিন্ধু! বন্ধু! ভাই! চল, আজ আমরা ঐ বনটার পাশে যে ময়দান আছে, সেখানে গিয়ে দুই বন্ধুতে মিলে খেলা করি গে।

অন্ধকী। না, বাবা দীনবন্ধু! অত দূরে যেয়ো না, এইখানেই খেলা কর, বাবা!

দীন। সিন্ধুকে দূরে ছেড়ে দিতে তোমার অত কষ্ট হয় কেন, মা? ছেলের উপর অত মায়া কর্‌লে শেষে যদি সিন্ধু কোনদিন কোন কারণে অনেক দূরে চ'লে যায়, আর পথ চিনে ফিরে না আস্‌তে পারে, তা হ'লে তখন কি কর্‌বে, মা?

অন্ধকী। তা হ'লে ম'রে যাব, বাবা!

দীন। তা হ'লেই দেখ দেখি, মা! ছেলের ওপর অত মায়া রাখা কি ভাল?

অন্ধকী। সিন্ধু যে আমাদের অন্ধের নয়ন, বাবা!

দীন। না, মা! অত মায়া রাখিস্‌ না, আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌, মা! তা নৈলে শেষটা বড় কষ্ট পাবি।

অন্ধক। [স্বগত] কে জানে, দীনবন্ধু কোন্‌ উদ্দেশ্যে এ কথা ব'লে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে।

সিন্ধু। থাক, বন্ধু! খানিকক্ষণ মায়ের কাছে থাক, তা হ'লে মা আমার বড় খুসী হবেন।

দীন। বেশিক্ষণ থাক্‌লে বেশি মায়া জড়িয়ে যায়, সেইজন্য আমি কারো কাছে বেশিক্ষণ থাকতে পারি নে, ভাই! চল, মা! এখানটায় বড় রোদের তাপ আস্‌ছে, ঐ বড় গাছটার ছায়াতে তোমাদের বসিয়ে রেখে আমি অপর জায়গায় খেলতে চ'লে যাই।

অন্ধকী। না দীনবন্ধু, বাবা আমার এত তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পাবে না।

অন্ধক। অন্ধকি! দীনবন্ধুর কোন ইচ্ছায় বাধা দিতে যেয়ো না। ওর যা ক'রে খুসী হয়, তাই করুক্। চল, বাবা! আমাদের সেই গাছটার ছায়াই নিয়ে চল।

দীন। সিন্ধু! তুমি বাবার হাত ধর, আমি মায়ের হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

[অন্ধকের হস্ত ধরিয়া সিন্ধু ও অন্ধকীর হস্ত ধরিয়া দীনবন্ধুর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা-কক্ষ।

মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। হ্যাঁ! ভৈরবীর বাক্যিও মিথ্যে হ'ল! এত ক'রে কৌশলে বামুন ঠাকুরকে রাণীদের ওষুধ খাওয়ান গেল, সাতদিনও ত কেটে গেল; কিন্তু বড়রাণীও অন্ধ হ'ল না—ছোটরাণীও পাগল হ'ল না—মেজটাও বশে এল না। তবে আর কি ছাই হ'ল! মন্থরার এতদিনকার সব চেষ্টাই দেখ্‌ছি ফস্কে গেল! কোথাকার একটা ভণ্ড ভৈরবী মাগীর পাল্লায় প'ড়ে মিছেমিছি সময় নষ্ট ক'রে ফেল্‌লুম। এদ্দিন যদি পরের মন্তলবে

না গিয়ে নিজের মতলবে চল্‌তুম, তা হ'লে কি মহুয়ার কাজ এদ্দিন না হ'য়ে থাকে? যে ফন্দি এঁটে—এমন একটা রাজা—তাকেই যা কি না ক'রে ছাড়্‌লুম। আর ঐ মেজরাণীটার একটা কিছু কর্‌তে পার্‌তুম না? যা হ'ক্, যা হবার তা ত হ'য়ে গেছে, এখন আবার আর একটা ফন্দি এঁটে আদা-জল খেয়ে লাগ্‌তে হচ্ছে। আমি মহুয়া, আমি যদি আমার অপমানের শোধ নিতে একটা কিছু ক'রে উঠ্‌তে না পারি, তা হ'লে লোকে বল্‌বে কি? গায়ে থুথু দেবে যে! গায়ে ধুলো দেবে যে! আজ-কাল মেজরাণীটা প্রায়ই বড়রাণীর কাছেই থাকে, বড়রাণীর চেলা হ'য়ে উঠেছে। বড়রাণী যা বলে, তাই করে। যেমন পোড়াকপাল, তেমনি হয়েছে। কোথায় রাজার পাটরাণী হ'য়ে ব'সে যা-ইচ্ছে-তাই হুকুম চালাবি, ঐ বড়রাণীই তোর খোসামোদ কর্‌তে পথ পাবে না, আরে ক'রে তুলেছিলুমও ত তাই। তখন কি আর ঐ বড়রাণী—ছোটরাণী কাছেও ঘেঁস্‌তে পার্‌ত! তা হ'লে কি হবে! ভাগ্যিতে যদি সুখ না থাকে, তা হ'লে হাতে তুলে দিলেও তাতে সুখ হয় না। মরুগে—আমার কি? যাই, এখন ভেতরকার খবরটা একবার নিতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা—অন্তঃপুর।

বিষাদিনী কৈকেয়ীর প্রবেশ।

কৈকেয়ী। শুনেছি—অনুতাপেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু আমার ত তা হ'ল না। দিবানিশি এত অনুতাপের বৃশ্চিক আমাকে দংশন ক'রে জর্জ্জরিত কর্‌ছে, তবুও ত আমার পাপ দূর হচ্ছে না! পাপ দূর হ'লে এ অনুতাপই বা থাক্‌বে কেন? এমন ক'রে তুষ ক'রে জ্ব'লে-পুড়েই বা মর্‌তে হবে কেন? যে পাপ এতদিন ধ'রে ব'সে সঞ্চয় ক'রে রেখেছি, তার বুঝি আর প্রায়শ্চিত্ত কখন নাই। নতুবা মহারাজ আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আবার আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন, দিদি কৌশল্যা এত ক'রে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, সুমিত্রা এত ক'রে প্রবোধ দিচ্ছে, তবুও ত আমি প্রকৃত সুখ-শান্তির মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। হায়, আমি কি এত হতভাগিনী যে, রাজরাণী হ'য়েও আমার মত দুঃখিনী বুঝি ভূভারতে আর কেহই নাই! পূর্ব্বস্মৃতি যখনই মনে হয়, তখনই যেন শত বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন কর্‌তে থাকে। ইচ্ছা হয়, তখনই আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার শান্তি করি। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ ব'লে তা করি না। হে ঠাকুর! হে অন্তর্যামী পতিতপাবন! মহা-পাপিনী কৈকেয়ীকে এই মহাপাপের হাত হ'তে উদ্ধার কর।

ধীরে ধীরে সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। এখনও কিছু খাও নি, দিদি! এ ভাবে না খেয়ে খেয়ে থাক্‌লে শরীরে কয়দিন সৈবে, দিদি?

কৈকেয়ী । এ শরীর গেলেই ত বাঁচি, সুমিত্রা !

সুমিত্রা । কেন দিদি, অমন ক'রে দিবানিশি তুষানলে পুড়ে মর বল দেখি ?

কৈকেয়ী । পুড়ে মর্‌বার কারণ কি আমার নাই, বোন্ ?

সুমিত্রা । না দিদি, কিছুমাত্রই নাই ।

কৈকেয়ী । বল্ দেখি, সুমিত্রা, কে তোকে সেই বিবাহের পর থেকে স্বামীসুখে বঞ্চিতা ক'রে রেখেছিল ? কার জন্যই বা সরলা বালিকা তুই স্বামীর বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলি ? কার জন্যই বা সোণার অযোধ্যা শ্মশান হ'য়ে উঠেছিল ? কার জন্যই বা মহারাজ রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা টেনে এনেছিলেন ? এ সব পাপের ফলভোগ কর্‌বে কে, সুমিত্রা ?

সুমিত্রা । কেউ কর্‌বে না, দিদি ; তুমি যে সব কথা বল্‌লে, সে সমস্তই শনির কোপদৃষ্টিপাতে সংঘটিত হয়েছিল ; বরং সেই শনির কোপদৃষ্টিপাতের কারণ এই সুমিত্রাকেই বল্‌তে পারা যায় । তোমার আমি কোন দোষই দেখ্‌তে পাই না, দিদি ! তবে তুমি কেন যে এমন অনুতাপ ভোগ ক'রে কষ্ট পাও, তা বুঝ্‌তে পারি নে ।

কৈকেয়ী । সুমিত্রা ! শনির কোপদৃষ্টিই না হয় কারণ ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেম, কিন্তু নিমিত্তের ভাগী কে হয়েছিল ? কলঙ্কের ডালি কে মাথায় ক'রে বহন ক'রে বেড়াচ্ছে ? সে আর কেউ নয়, সুমিত্রা ! সে আমি । সে নিমিত্তের ভাগী আমি—আর কেউ নয় । কেন রাজ্যে ত আরও নরনারী ছিল, তারা এসে কেন নিমিত্তের ভাগী হ'ল না ? আমার যদি কোন পাপই না থাক্‌বে, তা হ'লে আমি সেই নিমিত্তের ভাগী হ'তে গেলেম কেন, সুমিত্রা ? আমায় তুই কি বোঝাবি, সুমিত্রা ! আমায় তুই কি সান্ত্বনা দিবি, বোন্ ?

সুমিত্রা। আমি এ কথা বেশ প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি যে, ভগবানের চক্ষে ত তুমি দোষী নওই, তবে সমাজের চক্ষে দেখতে গেলে. তোমাকেই নিমিত্তের ভাগী মনে হবে বটে। কিন্তু দিদি, যারা প্রকৃত তথ্য জানে, তারা ত তোমাকে কখন দোষী বলতে পারবে না। পাপ মন্থরার কুমন্ত্রণায় যে, সরলপ্রাণা তুমি ভুলে গিয়েছিলে, এ কথা যারা জানে, তাদের চক্ষে ত তুমি দোষী হ'তে পারবে না, দিদি। মহারাজ নিজেই যখন তোমাকে নির্দ্দোষ ব'লে মার্জ্জনা করেছেন, তখন আর তোমার কষ্টের কারণ কি, দিদি? স্বামীর যদি বিশ্বাস থাকে, তা হ'লেই ত নারীর পক্ষে যথেষ্ট, আর কি! তাই বলছি—দিদি আমার! সব দুঃখ, সব মনস্তাপ, মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে যেমন ছিলে, আবার তেমনি হও। এখন চল দিদি, খেতে যাবে চল।

[কৈকেয়ীর হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লঙ্কা-প্রাসাদ।

উন্মত্ত রাবণ, সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণের প্রবেশ।

রাবণ। [উর্দ্ধে দেখাইয়া]

দেখ—দেখ, বিভীষণ!
কি ভীষণ মূর্ত্তি ওই
রয়েছে এখনো ওই অঙ্কিত আকাশে!
ওই দেখ বিভীষণ!
কোটি কোটি মার্ত্তণ্ডের প্রভা,

এখনো ছুটিছে ওই ভীম অঙ্গ হ'তে ।
এখনো ওই রক্ত চক্ষুর্দ্বয়
উগরিছে কালানল ঝলকে ঝলকে ।
ওই শোন অট্টহাস্য কিবা ভয়ঙ্কর !
ওই শোন ভীষণ হুঙ্কার—
প্রলয়ের ভীষণ গর্জ্জন ।
ওই হের, বিভীষণ !
কত কোটি কোটি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
বিরাজিছে প্রতি লোমকূপে ।
ওই আবার—আরো ভয়ঙ্কর—
কত কোটি কোটি মম সম দুর্দ্ধর্ষ রাবণ
ভীষণ বদন-গর্ত্তে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশিছে ওই !
বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য—বড়ই ভীষণ,
ত্রাসে প্রাণ কাঁপে থরথরি !
না পারে চাহিতে চক্ষু ।
কোথা যাই, বিভীষণ,
কোথায় পালাই ?
এ সংসারে হেন গুপ্তস্থান
আছে কি কোথাও,
যেখানে রাখিতে পার লুকায়ে আমারে ।

বিভী । মহারাজ ! স্থির হ'ন্, শান্ত হ'ন্ ।
ধীরচিত্তে করি যুক্তি সবে ।

কেন হেন বিভীষিকা,
কেন বা এ চিত্তের বিকার ?

রাবণ। যুক্তি আর নাহি, বিভীষণ !
বিশ্ব হ'তে এতদিনে গেল রে রাবণ।
ছিল অহঙ্কার—ছিল গর্ব্ব মোর,
ত্রিলোক-বিজয়ী আমি,
নাহি মোর মৃত্যু কোন দিন,
নাহি কেহ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
পারে মোরে করিতে বিনাশ ;
কিন্তু ভাই, সেই গর্ব্ব—সেই অহঙ্কার
চূর্ণ আজি হয়েছে আমার !
বুঝেছি আমারো যম
আছে এ সংসারে।
বুঝেছি আমারো মৃত্যু নহে অসম্ভব।
তাই বলি প্রাণাধিক ভাই বিভীষণ !
বিশ্ব হ'তে এতদিনে গেল রে রাবণ।

বিভী। [স্বগত] কে জানে আজ আচম্বিতে
কেন হেন ঘটে পরমাদ !
সহসা এই গভীর নিশীথে
কোথা হ'তে হেন বিভীষিকা
দেখা দিল চন্দ্রের উপর ?
তবে কি সত্যই সেই বৈকুণ্ঠের পতি
রক্ষঃকুল করিতে নির্ম্মূল
রামরূপে জন্মিবেন দশরথ-গৃহে ?

তার পূর্ব্ব ইঙ্গিত আভাস,
লঙ্কানাথে পূর্ব্ব হ'তে
করেন প্রদান।

রাবণ। হের পুনঃ বিভীষণ!
কি দৃশ্য আবার!
ওই নব দুর্ব্বাদল শ্যাম
শিরোপরে দোলে রুক্ষ জটাজাল,
প্রচণ্ড কোদণ্ড করে,
অসংখ্য বানরদলে হইয়ে বেষ্টিত
ওই হের দাঁড়াইয়া সাগরের তীরে।
নীলপদ্ম সম লোচনযুগল
এক দৃষ্টে লঙ্কাপানে রয়েছে চাহিয়া।
আরো দেখ—আরো দেখ, বিভীষণ!
বড়ই আশ্চর্য্য কিন্তু বড়ই বিস্ময়!
করে ধরি মম মৃত্যুবাণ
ওই হের শরাসনে করিছে যোজনা।
[বিচলিত হইয়া]
ওই ওই কালানল জ্বলে বাণমুখে।
ওই ওই তীব্রবেগে ছোটে মৃত্যুবাণ!
গেল—গেল—প্রাণ গেল—
প্রাণ গেল, মোর।
কোথা যাই?
কোথায় পালাই।
[পলায়নোদ্যত ও বিভীষণ কর্ত্তৃক ধারণ]

সহসা ভবিতব্যের আবির্ভাব।

ভবিতব্য।— গান।

ওই তব মৃত্যুবাণ দেখ্‌ রে রাবণ।
মরণ নিশ্চয় তব, কে করে বারণ॥
ও ত নয় বিভীষিকা,
ও ত নয় প্রহেলিকা,
ও নয় ত মরীচিকা,
ও যে সত্য তব মরণ কারণ॥
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম,
দাঁড়ায়ে ওই আছেন রাম,
করে ধ'রে মৃত্যুবাণ,
করিতে তোর নিধন সাধন॥

[অন্তর্দ্ধান।

রাবণ। [সভয়ে] বিভীষণ!
কে গেল বলিয়ে—
মৃত্যুবাণ করে ধরি'
রামরূপ ধরি হরি
বধিতে আমায় ওই আছে দাঁড়াইয়ে!
বিভীষণ, রাখ মোরে—রাখ লুকাইয়ে।

বিভী। [স্বগত]
সত্য অনুমান মোর,
ধরা হ'তে লোপ পাবে রাবণের নাম॥
এই ত রাবণ, তব এই পরিণাম!
ধরায় হবেন শীঘ্র অবতীর্ণ রাম।

রাবণ। হ'ল না রে বিভীষণ, হ'ল না আমার
এ জীবনের সাধ মোর হ'ল না পূরণ।

ইচ্ছা ছিল ভাই রে আমার,
লবণের সিন্ধু সেঁচি সুধা-সিন্ধু করা,
আরো এক সাধ ছিল হৃদয়ে প্রবল,
ধরা হ'তে স্বর্গধামে সোপান প্রস্তুত।
কিন্তু ভাই, হায়!
সব আশা রাবণের গেল ফুরাইয়া;
কোথায় লুকাবি মোরে, রাখ্ লুকাইয়া।
ওই—ওই—ওই ভাই, দেখ্ বিভীষণ!
জ্বালিয়া অনল ওই বানরের দল,
কেমনে সোণার লঙ্কা করে ছারখার।
পুড়িল লঙ্কার সহ কোটি কোটি বীর,
হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিছে চৌদিকে।
একলক্ষ পুত্র মোর, সওয়া লক্ষ নাতি,
কেহ না রহিল মোর বংশে দিতে বাতি।
হায়, হায়, ওই আসে জটাধারী রাম,
বধিতে আমায় এই ল'য়ে মৃত্যুবাণ।
কি করি, কোথায় যাই, নাহিক নিস্তার।
গেল রে রাবণ হায় গেল রে এবার,
যাই—যাই—ছুটে যাই, নাই রে উপায়—
অতল জলধি-তলে লই গে আশ্রয়।

[বেগে প্রস্থান।

বিভী। হায়! হায়! ছুটে গেল উন্মত্ত রাবণ
অতল জলধি-জলে দেয় বুঝি ঝাঁপ

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজসভা।

দশরথ, সুমন্ত্র, কঞ্চুকী ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

দশ। শোন শোন সুমন্ত্র সুধীর!
শোন দেব কঞ্চুকী ধীমান্!
বড়ই আশ্চর্য্য স্বপ্ন
হেরিয়াছি নিশাশেষে আজি।
দেখিলাম তন্দ্রাঘোরে
নীল নভস্তলে কি অপূর্ব্ব
দৃশ্য এক অতি মনোরম,
নির্ম্মল জ্যোৎস্নাময়ী শারদী রজনী
ধীরে ধীরে হয় অবসান;
ডুবে যায় অস্তাচলে পূর্ণ শশধর।
হেনকালে পূর্ব্বাকাশে কিবা
তরুণ অরুণ ছটা হয়েছে বিকাশ,
শীতল সমীর কিবা বহিছে সুধীরে।
স্বপ্ন-ঘোরে দেখিলাম চাহি,
আহা, আহা, বিশ্ব-বিমোহন
কি ছবি সুন্দর!
কনক-কিরণ কান্তি হিরণ্ময় বপু,
মৃণালনিন্দিত কর, শঙ্খচক্রধারী,
কৌস্তুভ-শোভিত বক্ষ, গলে বনমালা।

কনক-কুণ্ডল কিবা
শোভে মরি অপরূপ শ্রবণ যুগলে ;
সুবর্ণ কিরীট শিরে রাজে জ্যোতির্ম্ময়।
স্মেরানন, কমল নয়ন কিবা,
সন্নিবিষ্ট সরসিজাসনে।
স্থির নেত্রে রহিলাম চাহি।
ভক্তি গদগদ কণ্ঠে নিঃশব্দে নীরবে,
হইল নীরব ভাষা রসনা তখন,
বহিল আনন্দ-অশ্রু নয়নে আমার ;
পুলকে রোমাঞ্চ তনু, সংজ্ঞাহীন আমি।
স্থিরকর্ণে শুনিলাম, যেন সুধাকণ্ঠ হ'তে
বাহিরিল সুধাময়ী ভাষা,
বরষিল অমিয়ের ধারা,
অতৃপ্ত শ্রবণে মোর মুহূর্ত্তের তরে ;—
"ভাগ্যবান্ দশরথ! আমি নারায়ণ,
চারি অংশে তব গৃহে হব অবতার।
পাবে মোরে পুত্ররূপে তুমি অচিরাৎ।"
এই মাত্র বলি'
নীরবিলা সুর-বীণা তখনি আবার—
কোথা দৃশ্য হ'ল অন্তর্দ্ধান!

সুমন্ত্র।　মহারাজ! শুনিনু এ অপূর্ব্ব স্বপন।
নিশাশেষে স্বপ্ন কভু হয় না নিস্ফল।
ভাগ্যবান্ তুমি রাজা, নাহিক সংশয়,
তব গৃহে জন্মিবেন শ্রীহরি নিশ্চয়।

কঞ্চুকী। বাবা! আমি বৃদ্ধ কঞ্চুকী, আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি, তোমার এই স্বপ্ন কখন বিফল হবে না। নিশ্চয়ই সেই পুরাণ-পুরুষ নারায়ণ তোমার গৃহে চারি অংশে অবতীর্ণ হবেন। আজ এই শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে দ্বিজগণকে ধন দান কর, শুভ্র পতাকা দ্বারে দ্বারে উড্ডীন হ'ক্, নগর-পথে লাজ বর্ষণ হ'ক্, অন্তঃপুরে পুর-মহিলারা মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করুন।

দশ। যে আজ্ঞা, এখনই সব অনুষ্ঠিত হবে।

দৈবের আবির্ভাব।

দৈব।—

গান।

ধন্য ধন্য নরনাথ।
তব গৃহে জন্মিবেন সেই বৈকুণ্ঠের নাথ।
করিতে দুষ্টের দলন,
সাধিতে শিষ্টের পালন,
রামরূপে নারায়ণ
করিবেন রাক্ষস নিপাত।
তুমি ধন্য পুণ্যবান্
পরম সৌভাগ্যবান্
নৈলে কি হ'য়ে কৃপাবান্
কৃপা তোমায় করেন শ্রীনাথ।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। শুন্‌লে বাবা! দৈববাণী তোমার স্বপ্নেরই সমর্থন ক'রে শোনালেন। আর সংশয়ের কোন কারণ নাই। ঐ যে পুরবালাগণ মাঙ্গলিক বেশে মাঙ্গলিক গান কর্‌তে কর্‌তে রাজসভাতেই আস্‌ছেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই শুভ সংবাদ সর্ব্বত্রই ঘোষিত হ'য়ে গেছে, বৎস!

গীতকণ্ঠে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি করিতে
করিতে পুরবালাগণের প্রবেশ।

পুরবালাগণ।—

গান।

আজি, গাও রে গাও রে সবে বেণু বীণা রবে
মঙ্গল মধুর-গান।
কর শঙ্খধ্বনি ভরিয়ে মেদিনী—
উঠুক্ সে ধ্বনি ছাইয়া বিমান।
করিবেন আগমন অযোধ্যায় নারায়ণ
হবে ধন্য সর্ব্বজন, পুণ্যকীর্ত্তি হে রাজন্।
(জয়তি জয়তি হে অযোধ্যা-পালক)
(সফল হউক তব মধুর স্বপন)
প্রজা-দুঃখনাশ' চিরসুখে ভাস'
কর হে প্রকাশ রবি-কুল মান।

তপস্বীবেশে ধুন্ধুমারের প্রবেশ।

ধুন্ধু। জয় রঘুকুল-তিলক মহারাজাধিরাজ দশরথের জয়।

দশ। [সসম্ভ্রমে] আসুন—তপোধন! দাসের প্রণাম—[প্রণাম]

ধুন্ধু। মঙ্গল হ'ক্, মহারাজ!

দশ। শুভাগমনের কারণ প্রকাশ করুন, তপোধন!

ধুন্ধু। শরণাগত-পালক, মহারাজ! সম্প্রতি একটি বন্যহস্তীর উৎপীড়নে ঋষিবৃন্দ আমরা অতিশয় উৎপীড়িত—ভীত এবং সন্ত্রস্ত হ'য়ে কালযাপন কর্‌ছি। তপস্বিগণের তপঃবিঘ্ন ত হচ্ছেই, পরন্তু প্রাণরক্ষাও নিরাপদ্ নয়। নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে সমস্ত ঋষিমণ্ডলী একত্র হ'য়ে আমাকেই মহারাজের নিকট প্রেরণ করেছেন। এখন আমার অনুরোধে—মহারাজ সেই বন্যহস্তীকে বিনাশপূর্ব্বক তপস্বিগণকে নিরাপদ্ করুন।

দশ। বিপন্নগণের জন্য দাস দশরথ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আজ্ঞা করুন, এখনই বন্যহস্তীর বধ সাধনের জন্য বনমধ্যে গমন করি।

ধুন্ধু। মহারাজ! আপনার স্বধর্ম্ম-পালনের উৎসাহ দর্শনে বিশেষ পরিতুষ্ট হলেম; কিন্তু মহারাজ, এই দিবাভাগে সেখানে গেলে কোন ফলই হ'বে না। কারণ—সেই বন্যহস্তীটি ঠিক সন্ধ্যা হ'লেই কোথা হ'তে এসে উপস্থিত হয়। ঠিক সন্ধ্যা-সমাগমে উপস্থিত হ'লেই সেই দুরন্ত হস্তীর সন্ধান প্রাপ্ত হবেন।

দশ। যে আজ্ঞা, তাই, হবে। আমি ঠিক সায়ংকালেই যথাস্থানে উপস্থিত হব।

ধুন্ধু। আচ্ছা, বেশ কথা। আমি এ সংবাদ এখনই গিয়ে তপস্বিগণের নিকটে প্রদান করি গে; পরে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালেই এসে মহারাজকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

দশ। যে আজ্ঞা।

ধুন্ধু। তপশ্চরণের সময় উপস্থিত, আমি এখন চল্লেম। [যাইতে যাইতে স্বগত] এইবার ঠিক মতলব এঁটেছি, বাবা! সন্ধ্যার আঁধারেই বনের ভেতর আজ কাজ সাবাড়্ করতে হবে। আজ আর ধুন্ধুমারের হাতে তোমার পরিত্রাণ নাই, রাজা!

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। তাই ত, বাবা! সন্ধ্যাকালে বন্যহস্তী বধ করতে বনে যাবে! সঙ্গে যেন অতিরিক্ত সৈন্য-সামন্ত রাখ্‌তে শৈথিল্য ক'রো না।

সুমন্ত্র। সর্ব্ববিষয়েই সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

দশ। আচ্ছা—তাই হবে, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত; রাজসভা আজ এই পর্য্যন্ত!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বৈজয়ন্ত-ধাম।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আসীন।

পবনের প্রবেশ।

ইন্দ্র। একি, পবন! তুমি কেমন ক'রে স্বর্গে এসে উপস্থিত হ'লে? রাবণ কি তোমাদের মুক্তি প্রদান করেছে?

পবন। রাবণ মুক্তি না দিলেও কিছুক্ষণের জন্য নিজেরাই সেই মুক্তির পথ পরিষ্কার ক'রে লুক্কায়িতভাবে স্বর্গে চ'লে এসেছি।

ইন্দ্র। কেন? কারণ?

পবন। কারণ বেশ একটু শোন্‌বার মতনই দাঁড়িয়েছে, সুরনাথ! গত গভীর নিশীথে সহসা রাবণ এক বিভীষিকা দেখে উন্মাদপ্রায় হ'য়ে উঠেছে। যেন তার মৃত্যুবাণ নিয়ে নারায়ণ রামমূর্ত্তিতে তাকে সংহার কর্‌তে তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেই হ'তেই রাবণের একমাত্র মৃত্যু-ভীতি হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে রাবণকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে; এবং সর্ব্বদাই বিকট চীৎকার ও ঘোর অনুতাপ ক'রে কাল কাটাচ্ছে। বিভীষণ প্রভৃতি কিছুতেই সান্ত্বনা দিয়ে রাবণকে প্রকৃতিস্থ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। এই সংবাদ জ্ঞাপন কর্‌বার জন্য সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে কারাগার হ'তে বেরিয়ে দেবরাজের নিকটে চ'লে এসেছি।

বৃহ। ঐ দেখ পুরন্দর, রাবণের এখন কি ভীষণ অবস্থা! এই যে আকস্মিক বিভীষিকার কথা পবনের মুখে শোনা গেল, এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়, কেবল রাবণের মানসিক অবস্থার একটা বিপর্য্যয় মাত্র।

বহুদিন হ'তে ভবিতব্যের মুখে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে যে সব সঙ্গীত রাবণ শুনে এসেছে, সেই সব দুশ্চিন্তাই ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হ'য়ে একবারে একটা কল্পিত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে রাবণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই রাবণ এই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। তা হ'লেই দেখ, পাপীর চিত্ত নিয়ত কত দুশ্চিন্তা—ভীতি—আতঙ্কের দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে ? এবং সেই সকল হ'তে কত মহান্ অনর্থ উপস্থিত হ'য়ে তাকে জড়ীভূত ক'রে ফেলে !

ইন্দ্র। একই ঔরসে এবং একই মাতার উদরে জন্মগ্রহণ ক'রে রাবণ একজন ঘোর মহাপাপী—আর বিভীষণ একজন পরমধার্ম্মিক। বিভীষণের হৃদয়ে কিছুমাত্রও পাপের চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

বৃহ। সেইজন্যই বিভীষণকে কখন রাবণের ন্যায় অশান্তি, কষ্টভোগ কর্‌তে হয় না ; বরং রাবণ যাতে এই সব পাপ-অনুষ্ঠানে বিরত থাকে, তারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

ইন্দ্র। তা হ'লে পবন, তুমি এখনই লঙ্কাপুরে প্রস্থান কর, এরূপ গুপ্তভাবে চ'লে আসা তোমার কোনরূপেই উচিত হয় নি।

পবন। আর পারা যায় না, সুরনাথ! লাঞ্ছনার চরমে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বিনা কারণে দিবানিশি এইরূপ উৎপীড়ন—অপমান—লাঞ্ছনা পেয়ে নিতান্তই অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হয়—এর জন্য কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করুন, না হয় বলুন, আমরা যারা সব লঙ্কার কারাগৃহে বন্দী হ'য়ে আছি, তারা সকলেই একসঙ্গে কারাগৃহ ত্যাগ ক'রে অদৃশ্যভাবে পালিয়ে আসি।

ইন্দ্র। দেবতাদের ধৈর্য্য যদি এত চাঞ্চল্য দিয়ে গড়্‌তে চাও, তা হ'লে তা হ'তে দুঃখের বিষয় কি আছে, পবন ? শত রাবণের মিলিত শক্তিও দেবতাকে বিচলিত বা ধৈর্য্যহীন কর্‌তে যাতে না পারে, তার জন্যই

সকলকে সংযত হ'তে হবে। এ যদি আমরা না পারি, এরূপ ধৈর্য্য অবলম্বনের শক্তি যদি আমাদের এতদিনে নষ্ট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে পবন! বুঝ্‌তে হবে—দেবতা আর দেবতা নাই। তাদের দেবত্ব—তাদের মহত্ত্ব—তাদের অধ্যাত্মশক্তি, বহুদিন হ'ল, তাদিগে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। পবন! এ হ'তে অধঃপতনের বিষয়, তা হ'লে দেবতাদের কি আছে?

পবন। ক্ষমা করুন, মহেন্দ্র! যথার্থই আমি আজ ক্ষণিক উত্তেজনার বশে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে লঙ্কার কারাগৃহ হ'তে পালিয়ে এসেছি। সুরপতির বাক্যে আমার ভ্রম এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি এখনই সেই পূতি-গন্ধময় লঙ্কার কারাগৃহেই চল্‌লেম। আজ হ'তে সমস্ত শক্তিকে একত্র ক'রে রাক্ষসের উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হব, যাই সুরনাথ!

[প্রস্থান।

বৃহ। সাময়িক অবিবেকতার জন্য অল্প সময়ে অনেকেরই এইরূপ পবনের মত আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'তে দেখা যায়; সেটা ও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন।

ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য।—

গান।

তাকেই বলে বীর।
শত অত্যাচার আর উৎপীড়নে যে থাক্‌তে পারে স্থির॥
বীরত্ব নয় শত্রুসনে অস্ত্রের বিনিময়,
বীরত্ব নয় বাহুবলে করা দিগ্বিজয়,
যে জন বিনা অস্ত্রে হ'তে পারে ষড়্‌রিপু জয়ী বীর॥

যে জন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, চিত্ত-নির্ব্বিকার,
এই জগৎ-সংসার আপনা হ'তে বশে থাকে তার,
অঘোর বলে সে জন সদা প্রশান্ত—সুস্থির ॥

[প্রস্থান।

বৃহ। ভবিতব্যের প্রত্যেক সঙ্গীতে অতিশয় সারময় উপদেশে পূর্ণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেব-সমাজে এইরূপ সঙ্গীতজ্ঞ উপদেষ্টার নিতান্তই প্রয়োজন। সঙ্গীতের স্বাভাবিক মোহিনী-শক্তিতে চিত্ত যেমন মুগ্ধ হয়, এমন কিছুতেই হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্রে সঙ্গীতকে এত শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করছেন। "গানাৎ পরতরং নহি" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সার্থক।

একজন দেবদূতের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি সংবাদ, দুত?

দুত। অযোধ্যার গুপ্ত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

ইন্দ্র। কি?

দুত। সেই রাবণ প্রেরিত ধুম্রুমার রাক্ষস—দশরথকে হত্যা কর্‌বার জন্য আজ আর এক ষড়্‌যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে।

ইন্দ্র। কি রকম?

দূত। আজ সেই ধূর্ত্ত রাক্ষস ছদ্ম তপস্বিবেশে অযোধ্যার রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে এই কথা মহারাজকে গিয়ে বলেছে যে, একটা বন্য হস্তীর উপদ্রবে ঋষিবৃন্দ বিশেষ উৎপীড়িত হ'য়ে উঠেছেন, সুতরাং মহারাজ এর প্রতীকার ক'রে তপস্বিগণকে রক্ষা করুন।

ইন্দ্র। তার পর?

দূত। তার পর রাজা দশরথ তখনই সেই ধূর্ত্ত রাক্ষসের প্রতারণায় প্রতারিত হ'য়ে বন্য হস্তী বধ কর্‌তে সম্মত হয়েছেন; এবং সন্ধ্যাকালেই সেই হস্তী শিকারে ভীষণ বনে গমন কর্‌বেন।

ইন্দ্র। কেন, রাত্রিতে কেন ?

দূত। ধূর্ত্ত এই কথা ব'লে বুঝিয়েছে যে, ঐ বন্য-হস্তী সন্ধ্যাকালে ভিন্ন অন্য সময়ে ঐ বনে প্রবেশ করে না।

ইন্দ্র। তা হ'লে রাত্রির অন্ধকারে বন মধ্যে দশরথকে গুপ্তহত্যা করাই বোধ হয়, তার উদ্দেশ্য ?

দূত। তাই ব'লেই বোধ হয়।

বৃহ। দেখ পুরন্দর, রাবণকে সর্ব্বদা শত্রুভয়ে কিরূপ ভীত হ'য়ে কালযাপন কর্‌তে হচ্ছে। ভবিতব্যের মুখে শুনেছে যে, স্বয়ং নারায়ণ রাক্ষসবংশ ধ্বংস কর্‌বার জন্য দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন। সেই জন্যই রাবণ দশরথকে হত্যা ক'রে নিষ্কণ্টক হবার জন্যই এই সব ষড়্‌যন্ত্রের পরিচালনা কর্‌ছে। কিন্তু কৈ, জ্ঞানান্ধ রাবণ যে—স্বয়ং নারায়ণ যাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন, তাঁকে হত্যা কর্‌তে পারে, এমন সাধ্য তার কি আছে ? যাই হ'ক্, যখন দূতমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গেল, তখন এ সম্বন্ধে তোমারও একটা কর্ত্তব্য আছে, বাসব !

ইন্দ্র। আদেশ করুন।

বৃহ। সেই ধূর্ত্ত রাক্ষস যাতে দশরথের উপর কোন অত্যাচার কর্‌তে না পারে, তার জন্য দেবতাদের মধ্যে থেকে কোন সতর্ক বীরকে সেখানে এখনই প্রেরণ কর্‌তে হবে।

ইন্দ্র। কাকে প্রেরণ কর্‌ব, আজ্ঞা করুন ?

বৃহ। আমার বিশ্বাস মাতলিই এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। আরও একটা কথা আমি ভাব্‌ছি, কূটনীতি-সম্পন্ন রাক্ষসগণ যে, শুধু দশরথকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা ক'রেই নিরস্ত থাক্‌বে, এমন বোধ হয় না। কারণ রাত্রিকালে যখন দশরথ সৈন্যাদিসহ হস্তী শিকার জন্য অরণ্যে প্রবেশ কর্‌বেন, তখন সেই অযোধ্যা অনেকটা রক্ষিশূন্য হওয়াই সম্ভব। সুতরাং

সেই সুযোগে যদি অন্যান্য রাক্ষসদল অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দশরথের মহিষীগণকেও হত্যা করবার কোনরূপ চেষ্টা করে? কারণ—নারায়ণ সেই দশরথ মহিষীদের মধ্যে একজনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন।

ইন্দ্র। তা হ'লে সে বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া ত কর্ত্তব্য।

বৃহ। নিশ্চয়ই।

ইন্দ্র। তা হ'লে আরও সতর্ক সুরসৈন্যগণকে অলক্ষিতভাবে অযোধ্যায় প্রেরণ করতে হবে।

বৃহ। তা হ'লে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, বৎস! চল, এখনই সেই সকল ব্যবস্থা করা যাক্ গে।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞে, চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

লঙ্কা-প্রাসাদ।

মেঘনাদ, সারণ, প্রচণ্ড ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ।

মেঘ। মন্ত্রী সারণ! পিতার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ কর্‌ছে, এবং তিনি সর্ব্বদাই যখন আমাকে অযোধ্যার উচ্ছেদ সাধনের জন্য বার বার আদেশ কর্‌ছেন, তখন আমি একদল সৈন্যসহ প্রচণ্ডকে এখনই অযোধ্যায় প্রেরণ কর্‌তে চাই; যাতে সেই দশরথ-মহিষীগণকেও গুপ্তহত্যা ক'রে তাদের গর্ভে যে নারায়ণ জন্মগ্রহণ কর্‌বেন, সে পথ নষ্ট ক'রে দিতে পারে। বিশেষতঃ অযোধ্যার গুপ্তচরের মুখে শুন্‌লেম যে, আমাদের পূর্ব্ব প্রেরিত ধুন্ধুমার আজই নাকি কৌশলে দশরথকে রাত্রিতে হত্যা কর্‌বার পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত করেছে। কৌশলে গুপ্তভাবে কার্য্যোদ্ধার হয়—ভালই, নচেৎ প্রকাশ্যভাবেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর ক'রে ফেল্‌তে হবে; তার জন্যই কিছু অধিক সৈন্য প্রচণ্ডের সঙ্গে পাঠাতে ইচ্ছা করেছি। আপনি এ বিষয়ে কি যুক্তি প্রদান করেন?

সারণ। এ যুক্তি বেশ উত্তম ব'লেই আমারও ধারণা; কেন না, যখন ঐ দুশ্চিন্তাই মহারাজের এই আকস্মিক উন্মাদ-ব্যাধির সৃষ্টি করেছে, তখন সেই দুশ্চিন্তার কারণ নষ্ট কর্‌তে পার্‌লে—মহারাজ আবার প্রকৃতিস্থও হ'তে পারেন। আমি বহুপূর্ব্ব হ'তেই মহারাজকে এই অযোধ্যা ধ্বংসের জন্যে পরামর্শ প্রদান করেছিলাম; কিন্তু সামান্য মানুষের সঙ্গে প্রকাশ্য-ভাবে যুদ্ধ কর্‌তে মহারাজ ঘৃণা এবং লজ্জার বিষয় মনে ক'রে নিরস্তই ছিলেন। সেইজনই ধুন্ধুমার এবং দুর্জ্জলার দ্বারা কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতে তাদিগে গুপ্তভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মেঘ। হাঁ, সে কথা আমিও জানতেম, সারণ! কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আর সে ঘৃণা লজ্জা মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কারণ—পিতার অবস্থা দেখে আমি নিতান্তই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছি।

বিভীষণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া উন্মত্ত রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। [সভয়ে] ঐ—ঐ বিভীষণ, ঐ আবার এখানেও এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি যতই তার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ততই ঐ রামটা আমার পেছু পেছু ঘুরছে। কি আশ্চর্য্য! বিভীষণ, ঐ রামটাকে সংহার ক'রে আমাকে এই বিভীষিকার হাত হ'তে নিশ্চিন্ত করতে পারে, এমন কি আমার কেউ নাই? সবই কি আগে থাকতেই ঐ রামের হাতে প্রাণ দিয়েছে? আমার এক লক্ষ পুত্র, সওয়া লক্ষ নাতির মধ্যে আর কেউ বেঁচে নাই, বিভীষণ?

বিভী। কেন ওরূপ অমঙ্গলের কথা বলছেন, দাদা? আপনার সবই আছে। ঐ দেখুন—কুমার মেঘনাদ সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাবণ। মিথ্যাকথা, সে থাকলে কি আমার এই দশা ঘটে, বিভীষণ? সে যে স্বর্গ-বিজয় করবার সময় ইন্দ্রের নিকট হ'তে আমার বন্দিত্ব মোচন ক'রে দিয়েছিল। সে নাই—নিশ্চয়ই নাই। বিভীষণ! তোর এ সব প্রতারণা, তুই আমার পরম শত্রু, তুই-ই দেবতাদের সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে আমার বংশ ধ্বংস করেছিস্; শেষে আমাকেও সংহার করবার জন্য সেই রামকে ডেকে এনেছিস্। আজ যদি রাবণ একবার রাজ-সিংহাসনে বসতে পারত, তা হ'লে—তা হ'লে বিভীষণ! তোর এই রাজদ্রোহিতার জন্য তোর মৃত্যু অতি ভীষণভাবে সাধিত হ'ত, দেখ্‌তিস্। তুই এখনি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'য়ে যা।

বিভী। [স্বগত] ওঃ, কি আক্ষেপের বিষয়! এরূপ অবস্থাতেও দাদার আমার উপরে কি ভ্রান্ত-বিশ্বাস রয়েছে!

মেঘ। পিতা! এই যে দাস মেঘনাদ সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে; আদেশ করুন—কি কর্‌লে আপনার শান্তি হ'তে পারে; আমি এই মুহূর্ত্তেই তার জন্য প্রস্তুত আছি।

রাবণ। আছিস্? তা হ'লে বেঁচে আছিস্, মেঘনাদ? আয়-আয়, প্রাণপুত্র আমার! একবার তোকে বুকে ধরি। [বক্ষে ধারণ] এই দেখ্, বিভীষণ! বুকের আগুনটা অনেকটা ক'মে গেল।

মেঘ। বলুন পিতা! আপনি কিসে শান্তিলাভ কর্‌তে পারেন?

রাবণ। যদি রামটার মাথা কেটে আন্‌তে পারিস্।

মেঘ। রামকে ত কোথায়ও দেখ্‌তে পাই নে, পিতা!

রাবণ। এখানে কোথায় পাবি? সেই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে সে জন্মেছে। কেন জন্মেছে জানিস্? আমাকে বধ কর্‌বে ব'লে, আমায় সে সবংশে ধ্বংস কর্‌বে বলে; আমার এমন সোণার লঙ্কাটাকে সে ছারখার ক'রে দেবে ব'লে।

মেঘ। পিতা! আপনার ভুল হয়েছে, অযোধ্যায় দশরথের ঘরে ত রাম এখনও জন্মগ্রহণ করে নি।

রাবণ। [আনন্দ সহকারে] হাঁ! মেঘনাদ! বাবা! বল্, সত্য বল্‌ছিস্—রাম এখনও জন্মায় নি?

মেঘ। না পিতা, আমি বিশেষরূপে অবগত হয়েছি, রাম সেখানে জন্মায় নি।

রাবণ। তা হ'লে ঠিক হয়েছে। এই সময় কিন্তু মেঘনাদ!

মেঘ। কি, পিতা?

রাবণ। চুপ্—চুপ্, শোন্। সেই দশরথকে আর তার রাণীগুলোকে হত্যা ক'রে ফেল্‌লে, তবে আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কর্, বাবা! এই কার্য্যটা ক'রে তোর পিতাকে একটু শান্তি দে!

আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, মেঘনাদ! বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি! তোর এই হিমাদ্রির মতন পিতার বজ্র-বক্ষঃটা দেখ্, একেবারে যেন ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেছে।

মেঘ। পিতা! আমি এখনই তার ব্যবস্থা করছি, কোন চিন্তা করবেন না। রাত্রি প্রভাতেই দশরথের মৃত্যু এবং তার রাণীদের মৃত্যুর কথা একসঙ্গেই শুনতে পাবেন।

রাবণ। আঃ, কি আনন্দ! বেঁচে থাক্ পুত্র, বেঁচে থাক্, তোর মত পুত্র আমার আর একটিও নাই রে, মেঘনাদ!

বিভী। মেঘনাদ!

মেঘ। বলুন।

বিভী। সত্যই কি তুমি সেই দশরথ এবং তাঁর স্ত্রীগণকে গুপ্ত হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ?

মেঘ। ঐ দেখুন, পূর্ব্ব হ'তেই তার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ প্রচণ্ডকে সৈন্যগণ সহ প্রস্তুত ক'রেই রেখেছি।

বিভী। এটা কি তবে যুদ্ধ না গুপ্তহত্যা?

মেঘ। যাতে সুবিধা হয়। গুপ্তহত্যা করতে পারলে আর প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ হবে না।

বিভী। সারণ! তোমারও কি এইরূপ অভিমত?

সারণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মহারাজকে প্রকৃতিস্থ করতে হ'লে এই উপায় ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

বিভী। এরূপ মন্ত্রণা প্রদান তোমার ন্যায় মন্ত্রীর পক্ষে উচিত হয় না, সারণ! তুমি কি মনে করেছ, যদি যথার্থই ভগবান্ হরি দশরথের গৃহে রামরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তা হ'লে কি তোমাদের এই চেষ্টা কখন ফলবতী হবে?

মেঘ। ফলাফল আগামী কল্য প্রত্যূষেই জানতে পারবেন।

বিভী। এরূপ একটা অনিশ্চিতের বিরুদ্ধে, এইরূপ ভাবে একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের অবতারণাটাকে আমি কখনই যুক্তিসঙ্গত ব'লে বিবেচনা করি না। বৃথা লঙ্কানাথের একটা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবে মাত্র।

মেঘ। আপনাকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে পিতা অনেকবারই ত মানা করেছেন, খুল্লতাতঃ!

রাবণ। [একদৃষ্টে অন্তদিকে চাহিয়া] দেখ দেখি, বিভীষণ! ঐ আকাশের গায়ে একখানা গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ উঠেছে নয়! আর মধ্যে মধ্যে তা হ'তে বিদ্যুৎ বিকাশ হচ্ছে না! ঐ দেখ—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত গগনতল সেই কৃষ্ণমেঘে ছেয়ে ফেল্‌লে, ঘন ঘন তা হ'তে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হচ্ছে! ঐ ঐ ভীষণ গর্জ্জনে ব্যোমতল ফেটে যাবার উপক্রম হ'য়ে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝঞ্ঝা উঠে বস্‌ল! ঐ—ঐ! ভীষণ ঝড়—ভীষণ ঝড়! লঙ্কাটাকে বুঝি উড়িয়ে দিয়ে যায়! বিভীষণ! বিভীষণ ঐ দেখ—আবার সেই ভীষণ মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আলোক জ্ব'লে উঠ্‌ল—ও কার মূর্ত্তি! সেই জটাজুটধারী ভীষণ রামমূর্ত্তি, ঐ যে—ঐ যে, আমারই মৃত্যুবাণ নিয়ে ধনুকে যোজনা কর্‌লে! ঐ বাণ উল্কার মত ছুটে এল! আর রক্ষা নাই বিভীষণ, আর রক্ষা নাই, বাঁচাও—বাঁচাও। ঐ মৃত্যুবাণ! কে আছ, আমায় রক্ষা কর!

[বেগে প্রস্থান—পশ্চাৎ বিভীষণের প্রস্থান।

মেঘ। ওঃ, পিতার এ যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না, সারণ! আমি আর অপেক্ষা করতে পার্‌ব না। এখনই এদিগে অযোধ্যায় পাঠাই। বীর প্রচণ্ড! যাও তুমি—এই মুহূর্ত্তে সৈন্যগণ সহ আকাশ পথে অদৃশ্য-ভাবে অযোধ্যায় চ'লে যাও, এবং আমার আদেশমত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ক'রে কল্য প্রত্যূষেই এসে উপস্থিত হওয়া চাই।

প্রচণ্ড। যে আজ্ঞা, কুমার!

মেঘ। আর কিছুমাত্র বলবার নাই। গাও, সৈন্যগণ! উৎসাহ-সঙ্গীত।

সৈন্যগণ।—

গান।

চল রে—চল রে—চল রে ত্বরিতে।
উড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আকাশ-মার্গে হইবে যাইতে অযোধ্যা-পুরীতে।
করিব যুদ্ধ অযোধ্যায় অনিবার,
হইবে অযোধ্যা যুদ্ধে ছারখার,
মার্ মার্ মহামার, করিব সংহার,
পালাবে যে যাহার প্রাণ নিয়ে ত্বরিতে।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

গুপ্তকক্ষ।

চিন্তা করিতে করিতে মন্থরার প্রবেশ।

মন্থরা। কি করা যায়! সারা রাত্তির ব'সে ব'সে চিন্তা করেছি—কোন একটা মতলবও যদি মাথা থেকে বের্ কর্‌তে পারা গেল! এদ্দিন পরে কি তবে মন্থরার মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেল না কি? তাই ত! কি উপায় করি? যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন হিংসে, রাগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আগে এক মেজ রাণীটার ওপর রাগ ছিল; এখন দেখ্‌ছি, ও মেজ—বড়—ছোট সব রাণীগুলোর উপরেই রাগ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে; এমন কি এ রাজবাড়ীটার ওপর অবধি চ'টে গেছি। কিন্তু কি করি,

কি করা যায়! যদি বিষ খাইয়ে এখন সবগুলোকে মার্‌তে পারি, তা হ'লেও যেন বাঁচি। এ রাজ্যিতে একটা মানুষকেও আমার সহায় পাই নে; ভৈরবীটাকে পেলে আবার না হয় চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তেম। ঐ—ঐ বুঝি ভৈরবীটা আস্‌ছে; ঐ মাগী তারা মায়ের গান ধ'রে দিয়েছে।

গীতকণ্ঠে ভৈরবীবেশে দুর্জ্জলার প্রবেশ।

দুর্জ্জলা।—

গান।

আয় আয় কত রক্ত খাবি।
রক্তখেয়ে ধেই ধেই ক'রে শিবের বুকে এসে দাঁড়াবি।
তোর রক্ত নৈলে পেট ভরে না,
রক্ত নৈলে মন ওঠে না,
আয় না ক্ষেপী, ধেয়ে আয় না,
আজ রক্ত-গঙ্গা ক'রে যাবি।

তারা! তারা! তুই ভরসা, মা! এই যে মন্থরা! আমার ওপর একটু গরম হ'য়ে আছিস্ নয়? ওষুধে বোধ হয়, কাজ হয় নি? সে আমি জান্‌তে পেরেছি। কাল রাত্রে শ্মশানেশ্বরীর কাছে গিয়েছিলেম। বেটী আমায় বল্‌লে, তুই যে ওষুধ দিয়েছিস্, তা রাণীদের পেটেই যায় নি। সে বামুন ঠাকুরটা ভয়ে খাবারের সঙ্গে ওষুধ না দিয়ে মন্থরাকে মিছে কথায় ভুলিয়েছে; তাই ত আমি আজ ছুটে চ'লে এলেম।

মন্থরা। [স্বগত] তাই ত! সব কথাই ত ভৈরবী জেনে ফেলেছে। তা হ'লে ন্যাজ-কাটা বামুনটা ত আমার সঙ্গে ভারি চালাকী খেলেছে!

দুর্জ্জলা। কি ভাব্‌ছিস্, মা! আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিস্? এই ত, মা! তোদের মতন সংসারী লোক নিয়ে কার্‌বার করা বড়ই শক্ত।

মন্থরা। সত্যি, ভৈরবি মা! সেই ওষুধে কোন ফল-টল না হওয়াতে তোমার উপরে আমার একটা অবিশ্বেস এসে পড়েছিল!

দুর্জ্জলা। তা আস্‌বে বৈ কি, মা! সেই বামুনটাই ত সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ভাগ্যে শ্মশানেশ্বরী বেটী আমার কথা নিজের মুখে ব'লে দিলে, নৈলে ত আমিও কিছু জান্‌তে পার্‌তেম না। কথা হচ্ছে কি—আমি ত আর নিজে কিছু করি না, সেই ক্ষেপী বেটী আমাকে দিয়ে যা করায়, তাই করি; অনেক সাধনার ফলে তবে ঐ বেটীর ঐটুকু দয়া পেয়েছি, মা!

মন্থরা। তবে আর কি কর্‌তে চাও, মা! আমি ত ভেবে ভেবে মাথা খারাপ ক'রে ফেলেছি।

দুর্জ্জলা। যখন ফের্ এসেছি, তখন একটা কিছু ক'রেই যাব। এবার আর ওষুধ-টষুধ নয়, এবার ক্ষেপী বেটীর ইচ্ছে অন্য রকমের।

মন্থরা। কি রকম, মা?

দুর্জ্জলা। এবার ক্ষেপীর একটু রক্ত খেতে সাধ গেছে, তাই ব্যবস্থাও এবার অন্য রকমের।

মন্থরা। মাগো! গায়ে যে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

দুর্জ্জলা। তা একটু উঠ্‌বে বৈ কি।

মন্থরা। কি রকমটা বল দেখি, মা?

দুর্জ্জলা। বল্‌তে হবে বৈ কি, মা! তোমাকে যে তার ভেতরে থাক্‌তেও হবে, মন্থরা!

মন্থরা। কোন কাটাকাটির মধ্যে নয় ত, মা?

দুর্জ্জলা। কাটাকাটিই বটে, তবে তোমাকে একেবারে যে কাটাকাটির মধ্যে ষোল আনা থাক্‌তে হবে, তা নয়।

মন্থরা। কি তবে? বড় গুপ্তকথা?

দুর্জ্জলা। শোন, মন্থরা! ক্ষেপী বেটীর মুখে শুন্‌লেম যে, আজ

রাত্রিতে যখন তোমাদের রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বন্য হস্তী শিকার কর্‌তে বনের ভেতর যাবে, তখন সেই সুযোগে লঙ্কার রাবণ রাজার একদল রাক্ষস-সৈন্য গোপনে এসে এই অযোধ্যায় উপস্থিত হবে।

মন্থরা। ও মা গো! সেই হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, মানুষের-গন্ধ-পাঁউ, রাক্ষস-সৈন্য এখানে আস্‌বে কেন? তার পর?

দুর্জ্জলা। তাদের কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে অন্তঃপুরে গিয়ে তারা রাজার যে কয়টি রাণী আছে, তাদের হত্যা ক'রে ফেল্‌বে। আর ওদিকে রাজা যেমন বনের ভেতর ঢুক্‌বে, সেদিকেও রাক্ষসের গুপ্তঘাতক গিয়ে তাকেও সাবাড়্‌ ক'রে দেবে।

মন্থরা। মাগো! একবারে রাজাকেও?

দুর্জ্জলা। হাঁ—রাজাকেও।

মন্থরা। লঙ্কার রাবণ বুঝি, এই রাজার একজন খুব শত্রু?

দুর্জ্জলা। তা নৈলে আর এ হত্যাকাণ্ড কর্‌তে যাবে কেন?

মন্থরা। তা আমাকে কি কর্‌তে হবে?

দুর্জ্জলা। আর কিছুই না, কেবল দূর থেকে রাণীদের মহলটা দেখিয়ে দেবে, নৈলে তারা চিনে নেবে কি ক'রে?

মন্থরা। বাপ্‌রে! সেই হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ রাক্ষসগুলোর সাম্‌নে যেতে হবে? যদি আমায় খেয়ে ফেলে দেয়?

দুর্জ্জলা। না, তারা এক রাজা-রাণী ভিন্ন আর কারো গায়ে দাঁত কি নখের আঁচড়টি দেবে না।

মন্থরা। তাই ত! দূর থেকে রাণীদের মহলটা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে? [চিন্তা]

দুর্জ্জলা। এইটুকু আর পার্‌বে না? আর বিশেষ—ক্ষেপী বেটীর যখন আদেশ, তখন তোমাকে পার্‌তেই হবে।

মন্থরা। তোমার ক্ষেপী বেটী বুঝি রাক্ষসদের খুব ভালবাসে?

দুর্জ্জলা। রাবণ রাজা যে তাঁর একজন মস্ত ভক্ত, তাই ত ক্ষেপী বেটী চামুণ্ডা সেজে লঙ্কার দোরে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

মন্থরা। দেবতার বাক্যি তা হ'লে আমাকে পাল্‌তে হবে বৈ কি।

দুর্জ্জলা। তা পর দিয়ে যদি তোমার শত্রু নিপাত হ'য়ে যায়, তা হ'লে সে ভালই হ'ল। আচ্ছা, এখন আর আমি দেরি কর্ব্ব না। সন্ধ্যা ঘুরে গেছে, রাজা অনেকক্ষণ হ'ল সৈন্য সঙ্গে বনে শিকারে বেরিয়ে গেছে। তুমিও মা, মায়ের নাম ক'রে বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে থেকো, যখনই সেই রাক্ষসের দল অন্তঃপুরে ঢুক্‌বে, তখনই আমি এসে উপস্থিত হব; তার পর আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌ব। তুমি তাদের সেই মহলটা একবার দেখিয়ে দিয়েই আমার সঙ্গে পালিয়ে আস্‌বে।

মন্থরা। তুমি সঙ্গে থাক্‌লে আর ভয় করি না।

দুর্জ্জলা। তবে আমি এখন চল্‌লেম, ঠিক দুপুর রাত্রে এখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে। তারা! তারা! তোর ইচ্ছা বেটী!

[প্রস্থান।

মন্থরা। [কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ্ করিয়া ভাবিল] তাই ত! একেবারে হত্যাকাণ্ড! রাণীদের সবগুলোকে হত্যা—রাজাকে হত্যা! একটা রাজ্যিই একবারে উজোড়! আমার তাতে লাভ? রাজা-রাণী সবই যদি ম'রে গেল, তা হ'লে আমার তাতে কি সুখ হ'ল? আমার রাগ হচ্ছে—মেজরাণীর উপরে, সে আমাকে যে অপমান করেছে, আমি তার প্রতিশোধ নেবো, এই ত? কিন্তু ম'রেই যদি গেল, তা হ'লে আর প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল কৈ? বেঁচে থাক্‌বে, অথচ আমায় আগেকার মতন তোষামোদ কর্‌বে, আমিও আগেকার মতন তাকে দিয়েই যা-ইচ্ছে তাই করাব, তবে ত আমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মাগো, এ তক্কে

কাটাকাটি রক্তারক্তির মধ্যে গিয়ে মরি কেন? আর কোথাকার লঙ্কার হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ, এসে রাজ্যে পড়্‌বে, আমি আবার রাণীদের মহল তাদিগে দেখিয়ে দেব। কেন, একজনের জন্যে সবগুলোকে নষ্ট কর্‌তে যাই কেন? আর ঐ যে ভৈরবী, ওর কথাই বা বিশ্বাস কি? ও যে শ্মশানেশ্বরীর আদেশ নিয়েই কাজ করে, সে কথাই যে বিশ্বাস কর্‌তে হবে, তারই বা মানে কি? সেই রাক্ষসদের সঙ্গে যে ওর কোন ষড়্‌যন্ত্র নেই, তাই বা জানা যাবে কি ক'রে? আর এত মানুষ থাক্‌তে আমার কাছেই বা আসে কেন? না, ভৈরবীর নিশ্চয়ই অন্য কোন মতলব আছে। শেষে কি কর্‌তে কি হ'য়ে দাঁড়াবে। কাজ নাই—আমার ওর মধ্যে গিয়ে। আমি না হয় গেলুম না, কিন্তু তা ব'লে কি রাক্ষসেরা রাণীদের হত্যা না ক'রে ক্ষান্ত হবে? কিছুতেই না; আর এ কথা রাজ্যের আর কেউ শোনে নি, এক আমিই জেনেছি। এখন জেনে-শুনেও যদি আমি এ কথা প্রকাশ ক'রে সকলকে সাবধান না করি, তা হ'লে সেও ত আমার অন্যায় হবে। এতকাল রাজার নুণ খেয়ে কি শেষে তাদের সর্ব্বনাশ জেনে-শুনে চোখের উপর দেখ্‌ব? না—না কিছুতেই না। আমি এখনই গিয়ে বড়রাণী কৌশল্যার কাছে এই ভৈরবীর আদি-অন্ত সব ব্যাপারই খুলে ব'লে ফেলি গে। এখনও জান্‌তে পার্‌লে মহারাজকে রক্ষা কর্‌বার পথ থাক্‌বে। না, আর দেরি করা উচিত নয়; যাই—এখনই যাই।

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

নিবিড় বন।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে দশরথের প্রবেশ।

দশ। অকস্মাৎ ঘোর ঝঞ্ঝা উঠিল চৌদিকে!
কড়্ কড়্ বজ্রধ্বনি,
মড়্ মড়্ বৃক্ষরাজি পড়িছে ভূতলে।
ঘোর অন্ধকার,
নিবিড় অরণ্য মাঝে নাহি হেরি পথ।
কোথা গেল সৈন্যগণ মোর?
কোথা বা সে তপোধন পথ-প্রদর্শক?
কারে না দেখিতে পাই।
কোন্ দিকে যাই?
ভগ্ন বৃক্ষশাখা পড়ে অঙ্গেতে আমার?
কি করি উপায়?
যেদিকে নেহারি,
প্রলয়ের সান্দ্র তমোরাশি সম
হেরি যেন পুঞ্জীভূত ঘোর অন্ধকার।
মধ্যে মধ্যে দামিনীর চকিত স্ফূরণে,
আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধরিছে প্রকৃতি।
তাই ত—পশ্চাতে ও পদশব্দ কার?
কে তুমি পশ্চাতে মোর, কহ উত্তর।

[ফিরিয়া দেখিয়া] কৈ ? কেহ নহে,
শ্বাপদের পদশব্দ হবে।
আবার ! [দাঁড়াইলেন]
না—কেহ নহে।

অদূরে গুটী গুটী পা টিপিয়া ছুরিকা হস্তে
ধুন্ধুমারের প্রবেশ।

ধুন্ধু। [স্বগত] এইবার তুমি যাবে কোথায় ? এখনই ধুন্ধুমারের হাতে প্রাণ দিতে হবে। আরও একটু বনের ভেতর এগিয়ে যাক্।

দশ। ধীরে ধীরে হই অগ্রসর !
এখনো ঝটিকা বহে ভীষণ গর্জ্জনে।
কি কুক্ষণে আসিনু অরণ্যে,
না শুনিলাম কৌশল্যার মানা,
না হইল বন্য হস্তী নাশ ;
অনর্থক প্রাণ যায় অরণ্য মাঝারে।
[ধীরে ধীরে অগ্রসর।]

ধুন্ধু। [স্বগত] এইবার—এইবার। [সহসা ছুরি উঠাইয়া দশরথকে বধ করিতে উদ্যত হইল]

তৎক্ষণাৎ বেগে মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। সাবধান, নিশাচর !

[বলিয়া অসির আঘাত করিলেন ও ধুন্ধুমার তৎক্ষণাৎ পতিত হইল, এবং প্রাণত্যাগ করিল ; দশরথ সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

মাতলি। মহারাজ দশরথ ! আমি সুরপতি ইন্দ্র প্রেরিত মাতলি, আপনাকে গুপ্তশত্রু রাক্ষসের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য সহসা এসে

উপস্থিত হয়েছি। পাপিষ্ঠ রাক্ষস আপনাকে হত্যা কর্‌বার জন্য ছুরিকা উদ্যত কর্‌বামাত্রই আমি তাকে বধ ক'রে ফেলেছি। আর চিন্তা নাই—আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

দশ। আমার গুপ্তশত্রু নিশাচর? কে সে? ঐ যে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে দেখা গেল, রাক্ষস-মূর্ত্তিই বটে। আমাকে বধ কর্‌বার জন্য এসেছিল কেন? যা হ'ক্, আজ সুরপতির কৃপায় রাক্ষস হস্তে পরিত্রাণ পেলাম। এখন কি করি? যাই—এইদিকেই ধীরে ধীরে চ'লে যাই, যদি কোন পথ দেখ্‌তে পাই।

[প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

অযোধ্যা—অন্তঃপুর।

সশস্ত্র কঞ্চুকী, সেনাপতি ও কৌশল্যার প্রবেশ।

কৌশল্যা। মন্থরার মুখে সবাই ত শুন্‌লেন, এখন উপায় করুন, বাবা! মহারাজকে সতর্ক কর্‌বার কি ব্যবস্থা কর্‌বেন, এখনই ক'রে ফেলুন।

কঞ্চুকী। বিশ্বস্তচর তৎক্ষণাৎই মহারাজের নিকট প্রেরণ করেছি, মা! কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, মন্থরা যে সব কথা বল্‌লে, সে সব কথা বিশ্বাস কর্‌তে হ'লে এখনই অন্তঃপুর রক্ষার ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। আমি তোরণ দ্বারে সতর্কপ্রহরী এবং একদল সৈন্যরক্ষার বন্দোবস্তও ক'রে রেখে এসেছি, মা!

সেনা। অধিকাংশ সৈন্যই ত মহারাজের সঙ্গে চ'লে গেছে, এখন যা আছে, তাই নিয়েই আমি এই অন্তঃপুর রক্ষার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌লেম। এ ভিন্ন আর কি উপায় হ'তে পারে?

কঞ্চুকী। সেনাপতি! আজ আমাদের সম্মুখে বড় ভীষণ সময় উপস্থিত। একে ত মহারাজ সৈন্যাদি সহ প্রাসাদে উপস্থিত নাই, তাতে আবার ভীষণ রাক্ষসগণ শত্রুভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে মহারাণীদের হত্যা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে; এ সময়ে তুমি মাত্র সহায়—তুমি মাত্র ভরসা, সেনাপতি! আজ যদি আমরা রাক্ষসের হাত হ'তে মহারাজের অন্তঃপুর রক্ষা কর্‌তে না পারি, তা হ'লে আমাদের আজীবন রাজ-অন্নে প্রতিপালিত জীবনের কোন কর্ত্তব্যই সাধন হবে না। তা হ'লে আমাদের এই কলঙ্ক যুগযুগান্তরেও দূর হবে না। সুতরাং সেনাপতি! "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এই বাক্য মূলমন্ত্র ক'রে আজ অসি ধারণ কর্‌বে। আমি বৃদ্ধ—অপটু—অথর্ব্ব, আমার দ্বারা কোন উপকারেরই আশা নাই, তবুও এই স্থবির—প্রাণান্ত পর্য্যন্ত শিথিল হস্তে অসি ধর্‌বে, এইমাত্র বল্‌তে পারি।

কৌশল্যা। কেন, বাবা! চিন্তা কর্‌ছেন? যদি মহারাজ নিরাপদ হ'তে পারেন, তা হ'লে এদিকে আমাদের জন্য বিশেষ ভাব্‌তে হবে না। আমরা সকলেই অন্তঃপুরে চিতা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, অস্ত্র নিয়ে আমরা সেই জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়াব; যতক্ষণ পার্‌ব, যুদ্ধ কর্‌ব, যখন নিতান্ত না পার্‌ব—তখন সেই চিতা মধ্যে ঝাঁপ দেবো; এ আমরা স্থির ক'রেই রেখেছি, বাবা!

কঞ্চুকী। বেশ করেছিস্, মা! দশরথ-মহিষীর উচিত কার্য্যই করেছিস্, মা! তুই বুদ্ধিমতী মা, তোর জন্য আমি বেশী ভয় কর্‌ছি না, মা! মেজরাণী আর ছোটরাণীকে তোরই কাছে রাখিস্, মা! কি জানি—

পাপিষ্ঠ রাবণের উদ্দেশ্য তোদিগে হত্যা করা, না অপর কোন উদ্দেশ্য আছে? বিশেষতঃ পরনারী চুরি করাই যখন তার ব্যবসায়।

কৌশল্যা। সেইজন্যই ত চিতানল জ্বেলে রেখেছি, বাবা! আচ্ছা, বাবা! আমি তা হ'লে ভগ্নীদের কাছে চল্লেম। আপনারা সৈন্যাদি ল'য়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকুন।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল]

বেগে কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ।

কৌশল্যা। ঐ শুনুন, বাবা! যুদ্ধ কোলাহল। খুব সাবধান, বাবা! খুব সাবধান। আমি ছুটে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

কঞ্চুকী। সেনাপতি! কৈ—এখন তোমার সৈন্য কৈ?

সেনা। ঐ দেখুন। [বংশীধ্বনিকরণ]

সৈন্যগণের প্রবেশ।

কঞ্চুকী। আচ্ছা—চল, তা হ'লে তোরণের দিকে যাই। তারা! মুখ রাখিস্, মা!

[সকলের প্রস্থান।

অন্যদিক্ দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে রাক্ষস-সৈন্য ও অযোধ্যা-সৈন্যের প্রবেশ ও প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ অন্যদিক্ দিয়া প্রচণ্ড সহ দুর্জ্জলার প্রবেশ।

প্রচণ্ড। কৈ, দুর্জ্জলা! তোর সে মন্থরা কৈ? রাণীদের মহল দেখিয়ে দেবে কে? গুপ্তভাবে যখন কাজ উদ্ধার হ'লনা, তখন প্রকাশ্য-

ভাবেই যুদ্ধ চালাতে হবে। কি ক'রে আমাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য জান্‌তে পেরে এরা প্রস্তুত হ'য়ে রৈল? আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই তোর সেই মন্থরাটা সব কথা এদের প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। তুই কেন এ সব কথা তাকে বিশ্বাস ক'রে জানাতে গেলি? এর জন্য বিশেষ দণ্ড তোকে সেই লঙ্কায় গিয়ে ভোগ কর্‌তে হবে, জেনে রাখিস্।

দুর্জ্জলা। দোহাই সেনাপতি! আমার কোন অপরাধ নাই। আমি যাতে সহজে কাজ উদ্ধার হয়, তাই কর্‌তে গিয়েছিলাম।

প্রচণ্ড। যা—দূর হ।

দুর্জ্জলা। [সভয়ে স্বগত] এইবার দুর্জ্জলার দফা রফা ক'রে ছাড়্‌বে। এখন ধুন্ধুমারটা ফিরে এলে দুজনে একদিকে লম্বা দি।

[প্রস্থান।

প্রচণ্ড। রাক্ষসসৈন্যগণ তোরণদ্বার অতিক্রম ক'রে ক্রমশঃ অন্তঃপুরের দিকে শত্রুসৈন্য ক্ষয় কর্‌তে কর্‌তে অগ্রসর হচ্ছে। আমিও এখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। [গমনোদ্যত]

সম্মুখে নিষ্কাষিত অসি হস্তে সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। আরে—আরে, দুষ্ট রাক্ষস! কোথায় যাস্? আগে সেনাপতির হাতে পরিত্রাণ লাভ কর্, তার পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিস্।

প্রচণ্ড। এখনই তোকে তৃণের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে। আয়, তবে পথের কণ্টক দূর ক'রে ফেলি।

[যুধ্যমান্ উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

প্রজ্বলিত চিতাপার্শ্বে বীরাঙ্গনাবেশে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দাঁড়াইয়াছিলেন।

কৌশল্যা। ভগ্নিগণ! আজ আমাদের মহাপরীক্ষার দিন, মহাশক্তি মার নাম স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে আজ রাক্ষস সংহার কর্‌তে হবে। মনে রাখ্‌তে হবে—ক্ষত্রিয় রমণী কেবল পুরুষের উপভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করে না, মনে রাখ্‌তে হবে—ক্ষত্রিয় রমণী কেবল অন্তঃপুরের শোভাবৃদ্ধির জন্য জন্মগ্রহণ করে না, মনে রাখ্‌তে হবে—প্রয়োজন হ'লে—বিপদে পড়্‌লে, তারা আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্য শাণিত তরবারি হস্তে সমর-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে।

কৈকেয়ী। তোমার শিক্ষার যদি কিছুমাত্র ফল আমরা পেয়ে থাকি, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবে—আমাদের কেশাগ্রও রাক্ষসে স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

সুমিত্রা। আমার মনে হচ্ছে দিদি, আজ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের মুখ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব।

বেগে রক্তাক্ত কলেবরে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। [উন্মত্তের ন্যায়] সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সেনাপতি আহত হ'য়ে ভূতলে পতিত, সৈন্যগণ পলায়ন করেছে; উন্মত্ত রাক্ষসদল এইদিকে ছুটে আসছে। আর রক্ষার উপায় নাই; এখনই সর্ব্বনাশ কর্‌বে। [উচ্চৈঃস্বরে] তারা! ভৈরবি! কোথায় আছিস্, রাক্ষসী বেটী! আয়—

আয়, আজ থেই থেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে রাক্ষসবংশ ধ্বংস ক'রে যা।

কৌশল্যা। বাবা! আপনি স্থির হ'য়ে দাঁড়ান্, আপনার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্তধারা বেয়ে পড়্‌ছে।

কঞ্চুকী। আমি স্থির হব? তোদের কোন উপায় না ক'রে আমি স্থির হ'ব রে, বেটি?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় লঙ্কাপতির জয়!

কঞ্চুকী। [চারিদিকে ত্রস্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে] ঐ এল—ঐ এল, হায়! হায়! আর উপায় নাই রে, আর উপায় নাই। কি কর্‌ব—কি কর্‌ব?

কৌশল্যা। ভগিনীগণ! অসি ধর, আর বল জয় মা তারা! জয় মা তারা!

সকলে। জয় মা তারা! জয় মা তারা!

বেগে প্রচণ্ডসহ রাক্ষসসৈন্যগণের প্রবেশ।

[কঞ্চুকী অসি হস্তে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

প্রচণ্ড। ঐ—ঐ, সৈন্যগণ! চারিদিক্ হ'তে ঘিরে ফেল; আমি হত্যা কর্‌তে আরম্ভ করি।

[সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কৌশল্যা প্রভৃতি 'জয় মা তারা!' 'জয় মা তারা!' বলিতে বলিতে অস্ত্র উঠাইল, তৎক্ষণাৎ একদল দেব সৈন্য আসিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল ও রাক্ষসদলকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।]

কঞ্চুকী। এই দুঃসময়ে কারা তড়িতের ন্যায় এসে রাক্ষসদলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল? মা করালি! তোরই কাজ, মা!

বেগে দূতের প্রবেশ।

দূত। ভয় নাই, স্বর্গ হ'তে দেব-সৈন্যগণ এসে রাক্ষসদলকে সংহার ক'রে চক্ষুর নিমেষে আকাশ পথে অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেলেন। রাক্ষসের মধ্যে যারা বেঁচেছিল, তারাও প্রাণ নিয়ে শূন্যপথে পালিয়ে গিয়েছে, সেনাপতিরও মূর্চ্ছা ভেঙেছে।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। আর তবে চিন্তা নাই, মা! আমি একবার স্বচক্ষে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

কৌশল্যা। চল, ভগিনীরা! আমরাও মায়ের মন্দিরে গিয়ে মায়ের পূজা দিই গে।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে একদল ভীলের প্রবেশ।

ভীলগণ।—

গান।

কড়্ কড়া কড়্ কড়্ বরষা বাদল ঝড়।
তড়্ তড়া তড়্ তড়্ পড়ে শাল-সেগুণ মড়্ মড়্॥
শালা কালা রাতি,
চলে দানা ভূতি,
বহুৎ জোঙ্গল ঢুঁরল, একঠো শিকার না মিলল,
আরে এৎনা হয়রাণ গিয়া একদম সব জান
ঢালে পানিয়া হরদম কিয়া গড়্ গড়া গড়্॥

[প্রস্থান।

দশরথের প্রবেশ।

দশ। এখনো বরষা-ধারা অজস্র বরষে,
তাসে অঙ্গ, তিতিল বসন;
অদূরে ভীলের স্বর শুনিনু শ্রবণে,
এ দুর্য্যোগে ভীলদল করিছে শিকার;
ওই স্বর করি লক্ষ্য, লক্ষ্যহারা আমি
ক্রমে ক্রমে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

কুম্ভহস্তে গীতকণ্ঠে সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু।—

গান।

কোথা বন্ধু দীনবন্ধু একবার এসে দাও দরশন।
এ দুর্য্যোগে বনের মাঝে (এবার) সিন্ধুর বুঝি যায় হে জীবন।
এ ঘোর নির্জন বনে,
(আমি) আসিলাম জল অন্বেষণে,
(আছেন) পিতা মাতা অনশনে,
তরুতলে ক'রে শয়ন।
আমি কোথাও বারি নাহি হেরি, কি করি হায় হায় রে এখন।

কোথায় বা সে সরোবর রৈল, অন্ধকারে কিছুই চোখে দেখ্‌তে পাই না। কতদূরই বা এসেছি, কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। সেই সন্ধ্যাকালে সরোবরে জল নিতে বেরিয়েছি, এখন রাত্রি দুপুর হ'য়ে গেল; ঝড়ে জলে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন কোন্ পথেই বা পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাই! এতক্ষণ হয় ত মা আমার "সিন্ধু রে! সিন্ধু রে!" ব'লে কত ডাক্‌ছেন! মা যে আমাকে একটুখানিকও কোথায়ও যেতে দিতে চান্ না। আমি যদি এখন শীঘ্র ফিরে যেতে না পারি, তা হ'লে পিতা,

মাতা হয় ত আমার শোকে প্রাণত্যাগ করবেন! হায়! দীনবন্ধুকে যদি এ সময় একবার পেতেম, তা হ'লেও একটা পথ হ'ত! কতদিন কত বিপদে পড়েছি, কিন্তু বন্ধু আমার সব বিপদ্ থেকেই উদ্ধার ক'রে দিয়েছে; হায়! আজ সে বন্ধুকেও ডেকে একবার পেলেম না। হে নারায়ণ! হে দীনের ঠাকুর! আজ একবার আমার উপরে দয়া কর, হরি! নৈলে আমার অন্ধ পিতা মাতা আজ আমার শোকে কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বেন না। এই যে, ঠাকুর আমার ডাক্ শুন্‌তে পেয়েছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘ কেটে গেল—আকাশে চাঁদ উঠ্‌ল! এই যে—এবারে বেশ পথ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এই পথ ধ'রে গেলেই সাম্‌নে সরোবর দেখ্‌তে পাব। যাই, এখনই ঐ পথে গিয়ে—সরোবর থেকে জল নিয়ে শ্রীফলের বনে যাই।

[প্রস্থান।

দশরথের প্রবেশ।

দশ। এতক্ষণে দুর্য্যোগ কেটে গেল। আবার নীল-আকাশে চাঁদ ভেসে উঠ্‌ল। তরুপত্রান্তরালে পতিত জ্যোৎস্নালোকে বেশ পথ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এইবার সৈন্য-সামন্তদের অনুসন্ধান করতে পারব। ওকি! ও কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে! যেন অদূরে কোন জলাশয়ে কোন পশু জলপান করছে। মনে হচ্ছে যেন, এ কোন হস্তীর জলপান শব্দ! তপোধন বলেছিলেন যে, রাত্রিতেই সেই বন্য হস্তী বনে প্রবেশ করে। তবে কি তাই? যদি তাই হয়, তা হ'লে ত সেই বন্যহস্তী বধ করবার এই সুযোগ উপস্থিত। যদি হস্তী না হ'য়ে অন্য কোন বন্য পশুই হয়, তা হ'লেই বা আমার ক্ষতি কি? বধ করতে পারি, তা হ'লে আমার মৃগয়া করার কাজও হবে। যাই হ'ক্—একটু এগিয়েই শব্দভেদী বাণ সন্ধান করি, তা হ'লেই হস্তীই হ'ক্ বা অন্য বন্য পশুই হ'ক্, নিশ্চয়ই

নিহত হবে। এত রাত্রিতে এই নিবিড়—বনের মধ্যে—বিশেষতঃ এই দুর্য্যোগে কোন মনুষ্যই সরোবরে জলপান কর্‌তে আস্‌তে পারে না; অতএব "শব্দভেদী" বাণ সন্ধান কর্‌তে কোন বাধাই নাই। যাই—আরও একটু এগিয়ে যাই। [ধনুকে শব্দভেদী যোজনা করিয়া শরক্ষেপ করিলেন]

নেপথ্যে সিন্ধু।—ওঃ! ওঃ! কে? কে? কে এমন কাজ কর্‌লে? মলেম গো! গেলেম গো!

দশ। [ব্যস্ত হইয়া] য়্যাঁ! কে-ও? কে-ও? কে আর্ত্তনাদ করে? কাকে হত্যা কর্‌লেম? যাই—দৌড়ে গিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ বাণবিদ্ধ বক্ষে রক্তাক্তদেহে
টলিতে টলিতে সিন্ধুর প্রবেশ।

সিন্ধু। মলেম—মলেম, গেলেম—গেলেম, মাগো! আর বুঝি বাঁচ্‌লেম না—আর বুঝি দেখ্‌তে পেলেম না! [পতন ও ছট্‌ফট্‌ করণ এবং যন্ত্রণা প্রকাশ]

বেগে দশরথের প্রবেশ।

দশ। [দেখিয়া] কে তুমি? কে তুমি, বালক? পরিচয় দাও। [অস্থির হইয়া] হায়—হায়, কি কর্‌লেম! কোন্‌ মায়ের অঙ্কের মণিকে আজ হত্যা কর্‌লেম?

সি। ওঃ—ওঃ—মা গো! যাই যে মা! কে তুমি? তুমিই কি আমায় বধ করেছ? ও-হো—হো! যাই গো, মা! [এ পাশ ও পাশ করিতেছিলেন]

দশ। হাঁ, আমি। এই চণ্ডাল আমিই তোমার বুকে বাণ বিদ্ধ করেছি।

সিন্ধু। কেন গো কেন? কেন আমায় হত্যা কর্‌লে তুমি? আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি যে, তুমি আজ ব্রহ্মহত্যা কর্‌লে? উ—হু—হু—রে! ও গো, গেলেম গো! বল তুমি কে?

দশ। ব্রহ্মহত্যা! য়্যাঁ—শেষে ব্রহ্মহত্যা কর্‌লেম! আরে আরে চণ্ডাল! আরে আরে রাক্ষস, দশরথ! আজ তুই ব্রহ্মহত্যা কর্‌লি?

সিন্ধু। কি! কি! তুমি রাজা দশরথ? সূর্য্যবংশের রাজা দশরথ? তোমার এই কাজ? বল রাজা, বল—আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলেম? আমার অন্ধ পিতা মাতার জন্য আমি জল নিতে এসেছিলেম, তুমি কি জন্য আমাকে বধ কর্‌লে? উঃ হুঃ হুঃ! বড় যাতনা—বড় যাতনা!

দশ। ব্রাহ্মণকুমার! ব্রাহ্মণকুমার! আমি না জেনে তোমাকে শব্দভেদীবাণ মেরেছি। হায়—হায়! এখন কি করি—কি উপায় করি? এ ব্রহ্মাহত্যার পাপ থেকে আর আমার উদ্ধার নাই!

সিন্ধু। আজ যদি তোমার পুত্রকে কেউ এইভাবে হত্যা ক'রে ফেল্‌ত, তা হ'লে তুমি তখন কি কর্‌তে, রাজা? তোমার বুকটা কি ভাবে ফেটে যেত, বল ত, রাজা? তুমি অযোধ্যার মহারাজা—তুমি কোথায় বিপন্নদের রক্ষা কর্‌বে, তা না ক'রে আজ আমি ব্রাহ্মণ-কুমার অন্ধ পিতামাতার একমাত্র ভরসা, সেই আমাকেই শেষে মেরে ফেল্‌লে?

দশ। আমার মতন কুলাঙ্গার সূর্য্যবংশে কখন কোনদিন জন্মগ্রহণ করে নি। হায়, হায়! এক আমা হ'তেই পবিত্র সূর্য্যবংশে চির-কলঙ্ক সাগরে ডুব্‌ল। আমা হ'তেই আজ সেই ইক্ষাকুকুল মহাব্রহ্মহত্যা পাপে নিমগ্ন হ'ল।

সিন্ধু। ও হো হো! মা, মা গো! আর তোমার প্রাণের সিন্ধুকে বুকে কর্‌তে পেলে না, জন্মের মত আজ হ'তে তোমার মা ডাক্ শোনা উঠে গেল। উঃ—হুঃ—হুঃ রে, উঃ হুঃ হুঃ! বড় পিপাসা, একটু জল—[দশরথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন] দাও, রাজা! একবার অন্তিম সময়ে জল দাও। তোমাকে আর কি বল্‌ব? তুমি যখন না জেনে শব্দভেদী বাণ সন্ধান করেছ, তখন তোমাকে আর কি বল্‌ব? নতুবা রাজা, এতক্ষণ এই ঋষিপুত্র সিন্ধু তোমাকে ভস্ম ক'রে ছাড়্‌ত। আজ বড় বেঁচে গেলে, রাজা। কিন্তু আমার পিতা মাতার অভিশাপে—দাও রাজা, জল দাও, আর কথা কইতে পার্‌ছি নে। ও—হো—হো! [দশরথ কুম্ভ হইতে জলপান করাইলেন] আঃ—আঃ! এখন শোন রাজা, এখনই আমার মৃত্যু হবে। তার পর যদি আমার পিতা মাতার কোপানল হ'তে বাঁচ্‌তে চাও, তা হ'লে আমার মৃতদেহ নিয়ে তখনই শ্রীফলের বনে যেও, এবং তাঁদের পদতল দুইহাতে জড়িয়ে ধ'রো, আর আদি-অন্ত সব সত্যকথা ব'লো; এইরূপে যদি তাঁদের অভিসম্পাত থেকে বাঁচ্‌তে পার, নতুবা আর তোমার নিস্তার নাই, রাজা! ওঃ! আর পারি না, মা গো!

দশ। [স্বগত] ও হো! ক্ষমাগুণসম্পন্ন শান্ত ব্রাহ্মণ-শিশুর কি অসাধারণ ক্ষমাশীলতা! কি অত্যাশ্চর্য্য উদারতা! কি অসীম মহত্ত্ব যে, নিজের হত্যাকারীকেও আজ ভস্ম না ক'রে তার রক্ষার উপায় পর্য্যন্ত ব'লে দিলেন। ওঃ—আমি কি পাষণ্ড! আমি কি নরপিশাচ-দস্যু-রাক্ষস! আমি সেই ক্ষমার আধার, ধৈর্য্যের আকর ব্রাহ্মণ-শিশুকে হত্যা ক'রে ফেল্‌লেম! বজ্রধর! কোথায় তোমার বজ্র? এই মুহূর্ত্তে সেই বজ্র এই নরঘাতক দশরথের মস্তক নিক্ষেপ কর; পৃথিবী হ'তে একটা ব্রহ্মঘাতী পাপ চিরবিদায় হ'য়ে যাক্। [রোদন]

সিন্ধু। কথা কইবার শক্তি আমার ক্রমেই ফুরিয়ে আস্‌ছে ; আর একটু পরে সংসার ছেড়ে—অন্ধ পিতা মাতাকে ছেড়ে—জন্মের মত চ'লে যেতে হবে। একবার বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হ'ল না। কোথায় আছ, দীনবন্ধু! ভাই! তোমার প্রাণের বন্ধু সিন্ধু আজ জন্মের মতন বিদায় হচ্ছে। একবার এই বিদায়ের সময় দেখা দিয়ে যাও, বন্ধু! [রোদন]

দশ। [নিকটে বসিয়া] ব্রাহ্মণ-কুমার! আর কেঁদো না, আর কথা ব'লো না, তা হ'লে আরও তোমার কষ্ট হবে। [ব্যজন করণ]

সিন্ধু। না, আর কথা কইবার শক্তিও আমার নাই, রাজা! এখনই সব শেষ হবে। ও—হো—হো! মা—মা! আর দেখা হ'ল না, আর তোমাকে মা ব'লে ডাকৃতে পেলেম না ; আজ তোমার বড় সাধের সিন্ধু তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। দীনবন্ধু রৈল, সেই তোমাকে মা ব'লে ডাকৃবে। উ—হু—হু—হু! একটু জল! [দশরথ জলপান করাইলেন] আ—[সরোদনে]

গান।

আজ প্রাণ গেল রে আমার এ ঘোর বিজন বনে।
দেখা আর হ'ল না মাগো, তোমাদের সনে।
মনে কত আশা ছিল,
সে সকলি আজ ফুরাইল,
(আজ চ'লে গেল)
(তোমার সিন্ধু আজ চ'লে গেল)
(তোমার গুণসিন্ধু সিন্ধু আজ চ'লে গেল)
(তোমার ভাঙা বুক ভেঙে দিয়ে সিন্ধু আজ চ'লে গেল)
এই মরণকালে মা মা ব'লে—

আ—র—পা—রি—না, ও—হো—হো! [এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন]

দশ। ও—হো—হো! এ কচি যৌবনে—এ করুণ দৃশ্যে আজ এই চণ্ডালেরও পাষাণ চক্ষু ফেটে জল দেখা দিয়েছে। এ ঘাতকের কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ যে, শিশুর মুখে আর কথা ফুটছে না। [উচ্চস্বরে চারিদিকে চাহিয়া] ওগো, কে কোথায় আছ, ছুটে এস ত্বরা; বাঁচাও—বাঁচাও এই ব্রাহ্মণ-বালককে। যে আজ এই ব্রাহ্মণ-বালককে বাঁচাবে, আমি অযোধ্যা তাঁকে দান করব, আর এই দশরথ তার ক্রীতদাস হ'য়ে থাকবে। [হতাশভাবে] কৈ কেউ নাই—কেউ এল না, তবে কি হবে—কি হবে! কি ক'রে এই ব্রাহ্মণ-বালকের জীবন রক্ষা করি।

শিশু। রাজা! রাজা! একবার আমার বুকের বাণটা তুলে দাও, রাজা! বড় কষ্ট হচ্ছে, রাজা—আর সইতে পারছি নে।

দশ। ব্রাহ্মণ-বাক্য পালন করি, কিন্তু—[ধীরে ধীরে বাণ তুলিতে লাগিলেন]

শিশু। উঃ! উঃ! নারায়ণ! না—রা—য়—ণ! [মৃত্যু]

দশ। [বাণ তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন] সব শেষ হ'য়ে গেল! আর কি দশরথ! চণ্ডাল! এখন চল, তোর কার্য্যের পুরস্কার নিতে চল। [শিশুর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া] এইবার সেই জঙ্গলের বনে যেতে হবে যেখানে এই ব্রাহ্মণ-শিশুর অন্ধ পিতা মাতা পুত্রের আশায়—জলের আশায় পথের ধারে স্থির কাণ পেতে ব'সে আছেন। চল্—সেইখানে চল্, সেখানে গিয়ে আবার পুত্রশোকাতুর পিতা, মাতার মৃত্যু দেখ্বি চল্। এই এক ব্রহ্মহত্যা ক'রে তোর পাপ পূর্ণ হবে না, সেখানেও আবার তাদিগে হত্যা করতে হবে, তাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনতে হবে। চল্—চল্, সময় ব'য়ে যায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

শ্রীফলের বন।

অন্ধক ও অন্ধকী বসিয়াছিলেন।

অন্ধকী। যতই বোঝান্—যতই বলুন, নাথ! আমার অন্তরাত্মা যেন ডেকে বল্‌ছে যে, সিন্ধুর আমার কোন বিপদ্ ঘটেছে। সিন্ধু যে আমার প্রাণের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে, নাথ! সিন্ধুর গায়ে তৃণের আঁচড়টি লাগ্‌লে আমার প্রাণ তা ব'লে দিতে পারে।

অন্ধক। দেখ, ব্রাহ্মণি! ওটা মাতৃস্নেহের একটা দুর্ব্বলতা মাত্র। তুমি কেন চিন্তা কর্‌ছ? জল-ঝড়ের জন্যই সিন্ধুর আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে।

অন্ধকী। জল ঝড় যে অনেকক্ষণ হ'ল থেমে গেছে, নাথ! সিন্ধুর যদি কোন বিপদ্ না ঘট্‌ত, তা হ'লে সিন্ধু আমার এতক্ষণ কবে জল নিয়ে ফিরে আস্‌ত। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে—নিবিড় বনের মধ্যে সিন্ধুর আমার, কোন অমঙ্গল হয়েছে। হয় ত সিন্ধু আমার, কোন হিংস্র জন্তুর মুখে প'ড়ে আমাকে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে। আমি কিছুক্ষণ আগে যেন সিন্ধুর মুখের মা মা ডাক্ শুনতে পেয়েছি। নাথ! চলুন, আমরা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে পথ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনের ভেতর যাই, নতুবা আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। আমার যে আজ কোন ডাকই মুখে আস্‌ছে না, নাথ! এক সিন্ধুর নাম বৈ আর কোন নামই স্মরণ হচ্ছে না। আর কোন দিন ত এমন হয় না, নাথ! পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল মায়ের অন্তর যে বেশ জান্‌তে পারে, নাথ! আমি উচ্চৈঃস্বরে সিন্ধু সিন্ধু ব'লে ডাকি।

[উচ্চৈঃস্বরে] সিন্ধু! সিন্ধু! সিন্ধু! কৈ, নাথ! কোন সাড়া ত পেলেম না। হায়—হায়! আজ যেন আমার কি সর্ব্বনাশ হয়, নাথ! সিন্ধু রে! কোথায় আছিস্, বাপ্! একবার তোর দুখিনী মায়ের কোলে ছুটে আয়, বাপ্!

সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে ভীত দশরথ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে
ধীরে ধীরে এক-একবার অগ্রসর হইতেছিলেন
ও পুনরায় পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন।

দশ। [প্রবেশ পথ হইতে সভয়ে চুপে চুপে স্বগত] ঐ—ঐ সেই তেজঃপুঞ্জময় সাক্ষাৎ অগ্নিদেব—যাহাকে সঙ্গে ক'রে ব'সে আছেন। সর্ব্বাঙ্গ হ'তে তীব্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ'য়ে বনস্থলী আলোকিত ক'রে ফেলেছে। না—না, পার্‌ব না, ওখানে ঐ জলন্ত অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দুটির সম্মুখে যেতে পার্‌ব না। সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে—পদদ্বয় টল্‌ছে—ভয়ে অন্তরাত্মা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। পার্‌ব না—পারব না।

[পিছাইয়া গেলেন]

অন্ধকী। এখনও ত এল না, রাত্রি যে শেষ হ'য়ে এল, নাথ! আমি এখন কি উপায় করি? কোথায় গেলে—কোন্ পথে গেলে আমার সিন্ধুর চাঁদমুখ খানির মা ডাক্ একবার শুন্‌তে পারি?

দশরথ। [স্বগত] হায়, অভাগিনি! আর এ জীবনে তোমার সিন্ধুর মুখে মা ডাক্ শুন্‌তে পেলে না। এই নরাধম চণ্ডাল দশরথই আজ তোমায় সে সুখে বঞ্চিত করেছে।

অন্ধকী। নাথ! আমি আর স্থির হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পার্‌লেম না। আমি একাই একবার বনপথে সিন্ধুর সন্ধানে যাত্রা করি। আপনি এখানে ব'সে থাকুন, সিন্ধু এলে সব কথা বল্‌তে পার্‌বেন।

অন্ধক। অন্ধকি! বল্‌তে কি, আমারও যেন মন এখন ক্রমশঃ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু কি উপায় করা যায়? এ সময়ে যদি দীনবন্ধুর একবার দেখা পেতাম? হায় দুর্ভাগ্য! পূর্ব্বশাপে অন্ধ হলেম, শেষে একটি জীবনসম্বল পুত্র ছিল, তারও আজ কি দশা ঘটল, কে বল্‌তে পারে? হা দীনবন্ধু! হা অনাথনাথ! বিপদে তুমি বৈ আর আমাদের কেউ নাই। দেখো যেন, দয়াময়! আমাদের যষ্টিগাছি কেড়ে নিয়ো না, প্রভু!

দশ। [স্বগত] শোন্—শোন্, চণ্ডাল! শোন্। এ সময়ে যেন বধির হ'স্ নে। তোর আজ কি ভীষণ সময় উপস্থিত, শোন্।

অন্ধকী। [উঠিয়া] আমি চল্‌লেম, নাথ! যদি সিন্ধুকে পাই, তবেই ফিরব; নতুবা এই শেষ। কোথায় সিন্ধু রে, বাপ্ আমার! তোর অন্ধ মা তোকে খুঁজ্‌তে বের্ হচ্ছে; একবার দেখা দে, বাপ্!

দশ। [স্বগত] না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনই অন্ধ পাগলিনী ছুটে যাবে; যাই—যাই, কাছে যাই। [কিঞ্চিৎগমন]

অন্ধক। অন্ধকি! একটু স্থির হ'য়ে দাঁড়াও ত! কার যেন পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। [কিঞ্চিৎপরে] কৈ, আর ত কোন শব্দ নাই।

দশ। [স্বগত] দশরথ! দশরথ! এইবার প্রস্তুত হ'য়ে চল্, ঐ অনল মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে হবে। [পুনরায় অগ্রসর] না না, পা সরে না। ভয়—ভয়—বড় ভয়! [পিছাইলেন] হা চণ্ডাল! এখনও প্রাণের ভয় করিস্?

অন্ধক। ঐ আবার যেন মনুষ্য পদ-সঞ্চার শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এবার যেন আরও নিকটে ব'লে বোধ হচ্ছে। অন্ধকি!

অন্ধকী। সিন্ধু! সিন্ধু রে! এলি কি বাপ্ আমার? বিলম্ব হয়েছে ব'লে কি কাছে আস্‌তে অমন কর্‌ছিস্, যাদু? না—কৈ না; কেউ ত

কোন সাড়া দিচ্ছে না; কিন্তু পায়ের শব্দ আমিও শুনেছি। তবে কি সিন্ধুকে এই গভীর রাত্রিতে বনে জল আন্‌তে পাঠিয়েছি, তার পর সিন্ধু আমার জলে ঝড়ে দারুণ কষ্ট পেয়েছে ব'লে অভিমান ক'রে কথা কইছে না?

দশ। [স্বগত] হা রে, মায়ের প্রাণ! তরঙ্গের মতন প্রতিমুহূর্ত্তেই কত কল্পনাই উঠ্‌ছে। না—আর কিছুতেই বিলম্ব কর্‌ব না, আর এ আর্ত্তনাদ শোনা যায় না। এরূপ সন্দেহ-দোলায় না দুলিয়ে সত্য ঘটনাই প্রকাশ ক'রে ফেলি গে; তাতে অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। অভিশাপের অনলে পুড়ে ভস্ম হই, তাই হব। [ধীরে ধীরে অগ্রসর]

অন্ধক। ঐ—ঐ আবার পদশব্দ! খুবই নিকটে ব'লে বোধ হচ্ছে। কে? কে তুমি? যেই হও—কথা বল—পরিচয় দাও; আমাদের সিন্ধুর সন্ধান জান ত ব'লে দাও।

অন্ধকী। সিন্ধু! সিন্ধু! এসেছিস্, বাপ্! আয়—আয়, কোলে আয়।

দশ। [নিকটে আসিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত] এই নাও, অভাগিনি! তোমার সিন্ধুকে নাও।

অন্ধকী। কে? কে? কৈ—কৈ? দাও—দাও, আমার সিন্ধুকে কোলে দাও। [হাত বাড়াইলেন]

দশ। এই নাও। [কোলে দিলেন]

অন্ধকী। এই যে—এই যে, নাথ! পেয়েছি, সিন্ধুকে কোলে পেয়েছি। শীতে বাবার আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন হিমের ন্যায় শীতল হ'য়ে গেছে। আলি—আগুন জ্বেলে সেক্ দিই। বাবা সিন্ধু রে! কথা কইছ না কেন, বাপ্! রাগ করেছ? অন্ধ মায়ের উপর ত তুমি কোনদিনই রাগ কর না, যাদু!

দশ। ভগবন্! মুহূর্ত্তের জন্য একটু শক্তি ভিক্ষা কর্‌ছি, একটু শক্তি দাও, আমি পাপ-রসনায় সত্য ঘটনা প্রকাশ করি।

অন্ধক। কে তুমি? কে তুমি? অমন ভাবে কথা কইছ কেন? দাও—শব্দের উত্তর দাও।

অন্ধকী। কে তুমি? বল—বল, আমার সিন্ধু কথা কইছে না কেন?

দশ। [স্বগত] এইবার। [প্রকাশ্যে] নাই—নাই, তোমাদের সিন্ধু আর বেঁচে নাই; আমিই আজ তাকে হত্যা ক'রে ফেলেছি। [অস্থিরতা প্রদর্শন]

অন্ধক। কি! কি! কি!

অন্ধকী। [একসঙ্গেই] ওরে, কি করলি রে, রাক্ষস! কি করলি? সিন্ধু রে! কোথায় গেলি, বাপ্? [সিন্ধুকে বুকে লইয়া পতন ও মূর্চ্ছা]

অন্ধক। হায়! হায়! হায় রে! হায়! হায়! হায়!

দশ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] ব্রহ্মহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—ব্রহ্মহত্যা—করেছি। কি দণ্ড—কি অভিশাপ দেবে দাও, ঋষি!

অন্ধক। কে রে তুই, চণ্ডাল! বল্ কে তুই?

দশ। আমি নরঘাতক দস্যু—ঘোর পিশাচ-মূর্ত্তি রাজা দশরথ। আজ শব্দভেদী বাণে দূর থেকে তোমাদের পুত্রকে হত্যা করেছি, আর কিছু বল্‌বার নাই; এখন অভিশাপ লাভের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে। [একদিকে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন]

অন্ধক। কি! কি, চণ্ডাল! সূর্য্যবংশের কুলাঙ্গার! পাষণ্ড রাক্ষস! [দাঁড়াইলেন] আমার পুত্রকে আজ তুই হত্যা করেছিস্? ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ক! রাজা হ'য়ে ব্রহ্মহত্যা করলি, মহাপাপি! আজ আর তোর ব্রহ্ম-কোপানলে কিছুতেই নিস্তার নাই। আজ কি কালসর্পের পুচ্ছ ধ'রে আকর্ষণ করেছিস্, তা জানিস্, বর্ব্বর? আজ কি জলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করেছিস্, তা জানিস্, নরাধম! আমি এখনই এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করলেই,

তোকে—তোর সসাগরা ধরাসহ সবংশে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে পারি; তা জানিস্‌, চণ্ডাল! [ক্রোধে কম্পন]

দশ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] রক্ষা করুন, প্রভো! রক্ষা করুন; আমি না জেনে এই সর্ব্বনাশ করেছি। তার জন্য এই নরাধম দশরথকে এখনই ভস্মসাৎ ক'রে ফেলুন; কিন্তু হে তপোবলসম্পন্নতেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণ! আমার সসাগরা ধরা রাজ্যকে ধ্বংস কর্‌বেন না—কেবল এই ভিক্ষা—এই প্রার্থনা, তপোধন!

অন্ধক। আরে—আরে, রঘুকুল-কলঙ্ক-পাষণ্ড-পিশাচ! তোর আবার রাজ্য? যে এমন বিনাদোষে এই অন্ধ পিতা মাতার একমাত্র পুত্রকে হত্যা কর্‌তে পারে, তার মতন মহাপাপী যাতে ধ্বংস-গর্ভে পতিত হয়, তাই করা উচিত। দেখ্‌ত অন্ধ! দেখ্‌ ত পাষণ্ড! আজ তুই আমাদের কি সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌লি? ঐ দেখ্‌ অন্ধ, ঐ চেয়ে দেখ্‌—অভাগিনী অন্ধকী পুত্রশোক সহ্য কর্‌তে না পেরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে। হয় ত একটু পরেই প্রাণত্যাগ কর্‌বে। আমিও এই বৃদ্ধ, অথর্ব্ব, জরাতুর অন্ধ হ'য়ে এই দারুণ পুত্রশোক সহ্য কর্‌তে না পেরে চিতাকুণ্ডে এখনই প্রাণত্যাগ কর্‌ব। মূর্খ! মহাপাপী! আজ এক তোর জন্যই এই তিনটি ব্রহ্মহত্যা একসঙ্গে সংঘটিত হ'ল। এ হ'তে তোর আর মহাপাপ কি আছে? এই মহাপাপে তোর—

দশ। [পদধারণ করিয়া] রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, তপোধন! সহসা অভিশাপ দিয়ে আমার প্রেতাত্মার উদ্ধারের পথ পর্য্যন্ত রোধ ক'রে দেবেন না। প্রভু! দয়াময়! তার চেয়ে এক কাজ করি, আমি যে হস্তে শব্দভেদী বাণ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা করেছি, সেই হাতে—সেই বাণে, আজ এই ব্রহ্মঘাতী নরাধম তার নিজ বক্ষ বিদ্ধ ক'রে দিক্! এখনই এই মহাপাপীর পাপজীবন পাপদেহ ছেড়ে চ'লে যাবে।

অন্ধক। ও-হো-হো, পুত্রশোক! তুই কি ভীষণ! বাপ্ সিন্ধু রে! শেষে কি এই ক'রে গেলি, বাপ্? বৃদ্ধ পিতামাতাকে এইভাবে মারবি ব'লে কি এতদিন আমাদের মায়া-ডোরে বেঁধে রেখেছিলি, বাপ্? ও-হো-হো! বুক ভেঙে যায় রে, ভেঙে যায়। বুকের জীর্ণ অস্থিগুলো আজ তোর শোকানলে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে রে, বাবা! হায়! হায়! অন্ধকি! অন্ধকি! মূর্চ্ছিতা আছ—না তুমিও আজ বৃদ্ধ স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সিন্ধুর সঙ্গে চ'লে গেলে? যাও—যাও, অভাগিনি! এক-এক ক'রে সবাই চ'লে যাও। আমিও যাচ্ছি। এ বৃদ্ধ হাড়ে সকলের শোক সইতে পারব না। [রোদন]

দশ। কি শোচনীয় দৃশ্য! এ দৃশ্য দেখে জগতে যদি কেউ স্থির থাকতে পারে, তবে সে এক নিষ্ঠুর দশরথ। এমন পাষাণ—এমন নিষ্ঠুর—এমন চণ্ডাল সংসারে আর কেউ নাই। প্রভু! প্রভু! এখন এই চণ্ডালকে কর্ত্তব্য ব'লে দিন, আমি তাই করি। পুত্র শোকাতুরা জননী রয়েছেন, কি উপায়ে চৈতন্য সম্পাদন করব, ব'লে দিন, ঋষে! তাই করি।

অন্ধক। স্পর্শও ক'রো না, চণ্ডাল! তুমি জান না, পিশাচ! আজ তোমার প্রত্যেক বাক্য—প্রত্যেক ব্যবহার এই পুত্র-শোকাতুর অন্ধ পিতার প্রাণে কি বিষাক্ত শেল বিদ্ধ করছে। তুমি পালাও, এখনই পালাও; নচেৎ যদি ব্রাহ্মণী চৈতন্য পেয়ে তোমাকে অভিসম্পাত করেন, তা হ'লে তোমার ঐ বিশালদেহ একটি ভস্মস্তূপে পরিণত হবে।

দশ। আমি এ অবস্থায়, অন্ধ আপনাদের এই বনে রেখে কিছুতেই প্রস্থান করতে পারব না।

অন্ধক। না পার, ভস্ম হবার জন্য প্রস্তুত থাক।

অন্ধকী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া সক্রোধে] য়্যাঁ-য়্যাঁ! কৈ—কৈ? সেই রাক্ষস কৈ? এখনও কি সেই রাক্ষস পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় নি?

অন্ধ ব্রাহ্মণ! এখনও কি তুমি পুত্রঘাতী চণ্ডালকে ক্ষমা করছ? অভিসম্পাত করছ না?

দশ। মা! মা! মা! আমায় রক্ষা কর, মা! আমি তোর ছেলে।

অন্ধকী। য়্যাঁ! মা মা ব'লে ডাকে যে? ও ডাক শুনলে ত আর তাকে ভস্ম করা যায় না। কিন্তু রাক্ষসের মুখে মা নাম?

অন্ধক। ব্রাহ্মণীর কোপে পরিত্রাণ পেয়ে গেলে, পাষণ্ড! কিন্তু—কিন্তু, রে নরাধম পিশাচ! তোকে আর কোন অভিশাপ দেবে না, তবে এই অভিশাপ দেবো যে, আজ তুই যেমন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুকে ভীষণ পুত্রশোকের অনল জ্বেলে দিয়েছিস্; তার প্রতিফল স্বরূপ তোকে আজ এই অভিশাপ প্রদান কর্‌ছি যে, তুইও একদিন এইরূপ পুত্রশোকের বজ্রাঘাত সহ্য কর্‌তে না পেরে "হা পুত্র—হা পুত্র" ব'লে আমাদের মতন জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌বি। সেইদিন রাক্ষস, সেইদিন—পুত্রশোকের কি ভীষণ যন্ত্রণা, সে কথা হাড়ে হাড়ে অনুভব কর্‌তে পার্‌বি। আর তোকে কি বল্‌ব, পাষণ্ড!

অন্ধকী। এখন চল, নাথ! চল, সিন্ধুর সঙ্গে চ'লে যাই। সিন্ধু যে অনেকক্ষণ চ'লে গেছে, তাকে ছেড়ে যে অনেকক্ষণ আছি; আর দেরি ক'রো না, এখনই চিতা জ্বাল; তার মধ্যে ঝাঁপ দেবো। নতুবা চল যাই—সিন্ধুকে বুকে ক'রে সরযূর জলে ঝাঁপ দিই গে।

অন্ধক। তাই কর্‌তে হবে, ব্রাহ্মণি! সিন্ধুশূন্য জীবন আর তিলার্দ্ধও বহন করা যায় না। যাও, রাজা! এখন এখান থেকে স্বরাজ্যে চ'লে যাও। এখন হ'তে সেই পুত্রশোকের দিনের অপেক্ষায় ব'সে থাক গে। এবং আজ হ'তে সেই ভবিষ্যতের সেই ভীষণ স্মৃতির দংশনে জর্জ্জরিত হ'য়ে কালযাপন কর গে। আজ হ'তে সেই স্মৃতির তুষানলে তিল তিল ক'রে পুড়ে পুড়ে ভস্ম হও গে। যাও—আর তোমাকে এখানে

থাক্‌তে হবে না। আমাদের যা কর্‌বার তা ত করেছই, এখন আমরা আমাদের পথ দেখি।

দশ। [করযোড়ে] দয়াময়! প্রভু! করুণা-আধার! এ ত আমার উপর অভিশাপের পরিবর্ত্তে অসীম দয়াই প্রকাশ কর্‌লেন। আমি যে অপুত্রক, আমার আবার পুত্রশোক হবে কিসে? তাই বল্‌ছি, হে তেজস্বী ব্রাহ্মণ! আমার এ পাপের সমুচিত প্রতিফল দিয়ে এই ব্রহ্মহত্যাকারীর দণ্ডবিধান করুন।

অন্ধক। আমার বাক্য মিথ্যা হবে? কখনই না। আচ্ছা, আমি এখনই ধ্যানস্থ হচ্ছি। [ধ্যানস্থ হইলেন]

অন্ধকী। [সিন্ধুর নিকটে গিয়া] সিন্ধু! বাপ্‌ আমার! একবার কথা কও, একবার মা ব'লে ডাক, আমি জন্মের মতন তোমার মুখের একবার শেষ মা ডাক্ শুনে নিই। ও—হো—হো! সিন্ধু আমার নাই রে—নাই। পাখী আমার ফাঁকি দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে।

অন্ধক। [ধ্যানভঙ্গে] মহারাজ দশরথ! তুমি মহাভাগ্যবান্। আর তোমার উপরে আমার ক্রোধ নাই। আমি ধ্যান-বলে সমস্তই জান্‌তে পেরেছি। তুমি যথার্থই না জান্‌তে পেরে সিন্ধুকে বধ করেছ, তার জন্য আমি যে তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি, তাতে তোমার পক্ষে আজ "শাপে বর" হয়েছে। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্নারায়ণ তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন। কিন্তু আমার বাক্য কখন লঙ্ঘন হবে না, সেই পুত্রের অদর্শনেই তুমি আবার প্রাণত্যাগ কর্‌বে।

দশ। যথার্থই ঋষে! আজ আমার শাপে বরই হয়েছে। আমি যথার্থই আজ পরম ভাগ্যবান্। কোথায় ঋষি-অভিশাপে আজ ভস্ম হব, তা না হ'য়ে স্বয়ং নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ কর্‌বার আশ্বাস প্রাপ্ত হলেম। দেখ্‌ রে জগৎ! দেখ্‌ রে সংসার! সমগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কি ক্ষমাগুণ—

কি অলঙ্কার বল—কি বাক্যের সত্যতা! কোথায় অভিশাপ—আর কোথায় বর। আজ দশরথ, তুই ব্রহ্মহত্যাকারী মহানারকী হ'লেও, ব্রাহ্মণের কৃপায় আজ তুই জগতে ধন্য ও ভাগ্যবান্।

অন্ধক। অন্ধকি! আর পুত্রশোকে আকুল হ'য়ো না। আমি ধ্যান-বলে জান্‌তে পেরেছি যে, আজ সিন্ধুর নিয়তি কাল এই ভাবেই পূর্ণ হবার কথা ছিল। এর জন্য মহারাজ দশরথের কিছুমাত্র দোষ নাই। সিন্ধু আমাদের ত্যাগ ক'রে তার বাঞ্ছিত ধন নারায়ণের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় পেয়েছে, তার জন্য আমাদের আর চিন্তা নাই। তেমন ভাগ্যবান্ পুত্রের জন্য আর আমাদের শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। অন্ধকি! এখন এস, আমরাও এই নশ্বর দেহ যোগবলে পরিত্যাগ ক'রে সেই শাশ্বতপুরে প্রস্থান করি। ধ্যান বলে জেনেছি—পূর্ব্বপাপে আমাদের এই পুত্রশোক অনিবার্য্য ছিল, এবং দেহান্তে আজ সেই বৈকুণ্ঠধামে আমরা স্থান লাভ কর্‌ব, এ কথাও নির্দ্দিষ্ট ছিল। আজ নিশ্চয়ই বোঝা গেল, নিশ্চয়ই জানা গেল, ভগবান্ যে কার্য্যই করেন—সবই মঙ্গলময়। স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে যে কার্য্য অশুভ ব'লে ধারণা হয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে সেই কার্য্যই আবার মহাশুভ ব'লে গণ্য হয়। অতএব অন্ধকি, এস—আমরা আজ মন থেকে সমস্ত পার্থিব শোক দুঃখ মুছে ফেলে দিয়ে সেই পরমমঙ্গলময়ের মঙ্গল পাদপদ্ম ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করি। মহারাজ দশরথ! আমাদিগে তুমি ক্ষমা কর। আমরা সাময়িক অজ্ঞানতার জন্য তোমার উপর বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করেছিলাম, তার জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অন্ধকী। বাবা দশরথ! আর পুত্রশোকের চিহ্নও হৃদয়ে নাই। এখন দেখ্‌ছি—আমার এক সিন্ধুই এই অনন্ত সংসারে অনন্ত সিন্ধুরূপে অনন্ত কণ্ঠে আমায় মা মা ব'লে ডাকছে।

দশ। মা! তুমি যথার্থই মহাদেবী! তোমার মত মহাদেবী যদি জগতের সমস্ত শিশুকে পুত্ররূপে না দেখ্‌বে, তবে আর কে কে দেখ্‌বে মা? [অন্ধকের প্রতি] হে মহাপুরুষ শুদ্ধাত্ম নির্ব্বিকার ব্রাহ্মণ! আর হে মহাদেবী মাতৃরূপা মহাসাধ্বী জননি! তোমাদের পদে আমার কোটি কোটি প্রণাম। [তথাকরণ]

অদূরে গীতকণ্ঠে দীনবন্ধুর প্রবেশ।

দীন।—

গান।

ওরে, চল্ রে চল্, ভক্ত যুগল
চল্ রে আমার নিত্যধামে।
আমি, তোদেরি তরে, গোলোক ছেড়ে
এসেছি রে এই ধরাধামে।
তোদের পার করিতে ভবসিন্ধু,
এসেছি তোদের দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু পারে গেছে সিন্ধু
আমার কৃপাসিন্ধু হরিনামে।
তোদের ছিঁড়ে গেছে মায়ার বন্ধন,
নাই যে আর ত কোন বন্ধন,
এবার ঘুচে গেল সকল বেদন,
পেয়ে সাধনের ধন পরিণামে।

অন্ধক। আহা-হা! দীনবন্ধু! কৃপাসিন্ধু! আজ যথার্থ ই বন্ধুর কাজ করলে। পারের কাণ্ডারী! এবার পার কর। অন্ধকি! দেখ, তোমার সিন্ধু তোমাকে আজ কোন্ নিদান-বন্ধু এনে দিয়েছে। আর কি? একবার হরি হরি বল।

সকলে। হরি! হরি! হরি!

দীন। এইবার আমার নিত্যধামের নিত্যমিলন দর্শন ক'রে চর্ম্ম-চক্ষু সার্থক কর।

[সহসা দীনবন্ধুর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ এবং লক্ষ্মী আসিয়া বামপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, সিন্ধু দিব্য মূর্ত্তিতে রাধাকৃষ্ণের পদতলে যুক্তকরে বসিলেন। অন্ধক ও অন্ধকী করযোড়ে যুগল-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। দশরথ নতজানু হইয়া যুক্তকরে একদিকে অবস্থিতি করিলেন]

দেবগণ। [মহানন্দে]—

সঙ্কীর্ত্তন।

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
কর মহানন্দে হরিনাম বাহুতুলে উচ্চৈঃস্বরে।
(নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ)
যে নামের গুণে শমন দমন,
যে নামে যায় ভবের বন্ধন,
অঘোর-বল্ অবিরাম সেই হরিনাম
পাবি পরিত্রাণ শমন করে।
(নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ)

[অন্ধক ও অন্ধকীর দেহত্যাগ]

যবনিকা-পতন।

"মায়াবী"—ছবির নমুনা

নাগিনী ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ে আঘাত করিতে লাগিল। [মায়াবী—১১২ পৃষ্ঠা।

সকল উপন্যাস—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়।

"নীলবসনা সুন্দরী"—ছবির নমুনা

সাবধান! উঠিবার চেষ্টা করিলেই মরিবে—" [নীলবসনা সুন্দরী ২০০ পৃষ্ঠায়।

সকল উপন্যাস—এইরূপ বিচিত্র চিত্রে-চিত্রে চিত্রময়!

Vedanta Press. Calcutta.